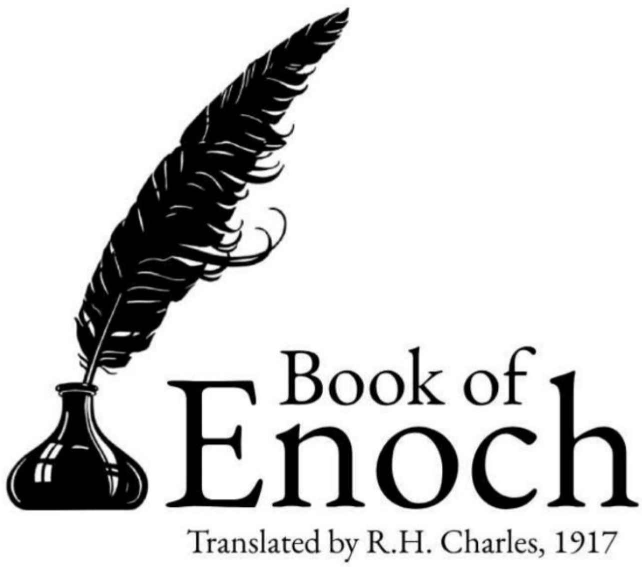


হনোকের বই

অধ্যায় ১

1. হনোকের আশীর্বাদের কথা, যা দিয়ে তিনি নির্বাচিত ও ধার্মিকদের আশীর্বাদ করেছিলেন, যারা দুর্দশার দিনে বাস করবে, যখন সমস্ত দুষ্ট ও ঈশ্বরহীনদের অপসারণ করা হবে।
2. আর তিনি তাঁর দৃষ্টান্তটি তুলে ধরে বললেন--"ঈশ্বর যার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, হনোক, একজন ধার্মিক ব্যক্তি, তিনি স্বর্গে পবিত্রতমের দর্শন দেখেছিলেন, যা ফেরেশতারা আমাকে দেখিয়েছিলেন, এবং তাদের কাছ থেকে আমি সবকিছু শুনেছিলাম, এবং তাদের কাছ থেকে আমি যেমন দেখেছি তেমনই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এই প্রজন্মের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের দূরবর্তী প্রজন্মের জন্য।"
3. আমি নির্বাচিতদের সম্পর্কে বলেছি, এবং তাদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি: পবিত্র মহান ব্যক্তি তাঁর বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসবেন,
৪. আর অনন্তকালীন ঈশ্বর পৃথিবীতে, সিনাই পর্বতের উপরে পদদলিত হবেন, এবং তাঁর শিবির থেকে আবির্ভূত হবেন, এবং স্বর্গের আকাশ থেকে তাঁর শক্তির শক্তিতে আবির্ভূত হবেন।
৫. আর সকলেই ভয়ে কাঁপবে, আর প্রহরীরা কাঁপবে, আর মহাভয় ও কম্পন পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তাদের গ্রাস করবে।
6. উঁচু পর্বতমালা কেঁপে উঠবে, উঁচু পর্বতমালা নীচু করা হবে, এবং আগুনের সামনে মোমের মতো গলে যাবে,
৭. পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে বিদীর্ণ হবে, এবং পৃথিবীর উপরকার সবকিছু ধ্বংস হবে, এবং সকল মানুষের উপর বিচার হবে।
৮. কিন্তু তিনি ধার্মিকদের সাথে শান্তি স্থাপন করবেন। এবং নির্বাচিতদের রক্ষা করবেন, এবং তাদের উপর করুণা থাকবে। এবং তারা সকলেই ঈশ্বরের হবে, এবং তারা সমৃদ্ধ হবে, এবং তারা সকলেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। এবং তিনি তাদের সকলকে সাহায্য করবেন, এবং তাদের কাছে আলো আসবে, এবং তিনি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবেন।
৯. আর দেখ! তিনি তাঁর দশ লক্ষ পবিত্র লোকদের সাথে আসছেন, সকলের বিচার করতে, সকল অধার্মিকদের ধ্বংস করতে: এবং সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত অধার্মিকতার কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে যা তারা ভক্তিহীনভাবে করেছে, এবং সমস্ত কঠিন কথা যা ভক্তিহীন পাপীরা তাঁর বিরুদ্ধে বলেছে।

অধ্যায় ২

1. আকাশে যা কিছু ঘটে তা লক্ষ্য করো, কিভাবে তারা তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে না, এবং আকাশে যে জ্যোতির্বিজ্ঞান রয়েছে, কিভাবে তারা সকলেই উত্থিত হয় এবং প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, এবং তাদের নির্ধারিত ক্রম লঙঘন করো না।
2. তোমরা পৃথিবীকে লক্ষ্য কর, আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর উপর যা কিছু ঘটে তার প্রতি মনোযোগ দাও, সেগুলো কতটা স্থির, পৃথিবীর কোন কিছুই কীভাবে পরিবর্তন হয় না, বরং ঈশ্বরের সমস্ত কাজ তোমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়।
3. গ্রীষ্ম ও শীতকাল দেখো, সমগ্র পৃথিবী জলে ভরে গেছে, আর মেঘ, শিশির ও বৃষ্টি তার উপর পড়ে আছে।

অধ্যায় ৩

লক্ষ্য করো এবং দেখো শীতকালে সব গাছই কেমন যেন শুকিয়ে গেছে এবং তাদের সব পাতা ঝরে গেছে, চৌদ্দটি গাছ ছাড়া, যেগুলো তাদের পাতা হারায় না বরং নতুন পাতা না আসা পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর ধরে পুরনো পাতা ধরে রাখে।

অধ্যায় ৪

আর আবার, গ্রীষ্মের দিনগুলো লক্ষ্য করো, সূর্য পৃথিবীর উপরে তার বিপরীতে থাকে। আর সূর্যের তাপের কারণে তোমরা ছায়া এবং আশ্রয় খুঁজো, আর পৃথিবীও ক্রমবর্ধমান তাপে পুড়ে যায়, তাই তোমরা পৃথিবীর উপর, অথবা পাথরের উপর পদদলিত হতে পারো না, তার তাপের কারণে।

অধ্যায় ৫

১. লক্ষ্য করো কিভাবে গাছগুলো সবুজ পাতায় নিজেদের ঢেকে রাখে এবং ফল ধরে: অতএব তোমরা মনোযোগ দাও এবং তাঁর সমস্ত কাজ সম্পর্কে জানো, এবং চিনতে পারো যে, যিনি চিরকাল জীবিত, তিনি কীভাবে সেগুলোকে এমনভাবে করেছেন।
২. আর তাঁর সমস্ত কাজ বছরের পর বছর ধরে এভাবেই চলতে থাকে, এবং তাঁর জন্য তারা যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করে, এবং তাদের কাজগুলি পরিবর্তিত হয় না, বরং ঈশ্বর যেমন নির্ধারণ করেছেন, সেই অনুসারেই তা সম্পন্ন হয়।

৩. আর দেখো, সমুদ্র ও নদীগুলিও একইভাবে কীভাবে কাজ করে এবং তাঁর আদেশ থেকে তাদের কাজ পরিবর্তন করে না।
৪. কিন্তু তোমরা স্থির থাকোনি, প্রভুর আজ্ঞা পালন করোনি, বরং তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ এবং তোমাদের অশুচি মুখ দিয়ে তাঁর মহিমার বিরুদ্ধে গর্বিত ও কঠোর কথা বলেছ। ওহে, হে কঠিন হৃদয়ের লোকেরা, তোমরা কোন শান্তি পাবে না।
5. অতএব তোমরা তোমাদের জীবনকে দোষী সাব্যস্ত করবে, আর তোমাদের জীবনের বছরগুলি নষ্ট হবে, আর তোমাদের ধ্বংসের বছরগুলি অনন্তকালীন দোষী সাব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধি পাবে, আর তোমরা কোন দয়া পাবে না।
৬. সেই দিনগুলিতে তোমরা সকল ধার্মিকের কাছে তোমাদের নাম চিরস্থায়ী অভিশাপের পাত্র করবে, আর যারা অভিশাপ দেয় তারা সকলে তোমাদের দ্বারা অভিশাপ দেবে, আর পাপী ও অধার্মিকেরা তোমাদের দ্বারা অভিশাপ দেবে, আর তোমাদের জন্য ঈশ্বরহীনরা অভিশাপ থাকবে। আর সকল ... আনন্দ করবে, আর পাপের ক্ষমা হবে, এবং সমস্ত দয়া, শান্তি ও সহনশীলতা থাকবে: তাদের জন্য পরিত্রাণ থাকবে, এক মঙ্গলজনক আলো। আর তোমরা সকল পাপীর জন্য কোন পরিত্রাণ থাকবে না, বরং তোমাদের সকলের উপর অভিশাপ থাকবে।
৭. কিন্তু নির্বাচিতদের জন্য আলো, আনন্দ ও শান্তি থাকবে, এবং তারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।
8 আর তারপর নির্বাচিতদের জ্ঞান দান করা হবে, এবং তারা সকলেই বেঁচে থাকবে এবং আর কখনও পাপ করবে না, হয় অধার্মিকতার কারণে অথবা অহংকারের কারণে: কিন্তু যারা জ্ঞানী তারা নম্র হবে।
9 আর তারা আর কখনও পাপ করবে না, তাদের জীবনের সমস্ত দিন পাপ করবে না, ঈশ্বরের ক্রোধে বা ক্রোধে মারা যাবে না, বরং তারা তাদের জীবনের সমস্ত দিন পূর্ণ করবে। তাদের জীবন শান্তিতে বৃদ্ধি পাবে, এবং তাদের আনন্দের বছরগুলি বৃদ্ধি পাবে, চিরস্থায়ী আনন্দ ও শান্তিতে, তাদের জীবনের সমস্ত দিন।

অধ্যায় ৬

1. আর যখন মানুষের সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তাদের ঘরে সুন্দরী ও সুন্দরী কন্যারা জন্ম নিল।
2. আর স্বর্গের সন্তানরা, ফেরেশতারা, তাদের দেখে কামনায় আকুল হয়ে উঠল, এবং একে অপরকে বলল: 'এস, আমরা মানুষের সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য স্ত্রী বেছে নিই এবং আমাদের সন্তান জন্ম দিই।'
3. আর তাদের নেতা সেমজাজা তাদের বললেন: 'আমি আশঙ্কা করছি যে তোমরা এই কাজটি করতে রাজি হবে না, এবং আমাকে একাই মহাপাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে।'
4. এবং তারা সকলেই তাকে উত্তর দিয়ে বলল: 'আসুন আমরা সকলে শপথ করি, এবং পারস্পরিক অভিশাপের মাধ্যমে নিজেদেরকে এই পরিকল্পনা ত্যাগ না করার জন্য বরং এই কাজটি করার জন্য আবদ্ধ করি।'
5. তারপর তারা সকলে একসাথে শপথ করল এবং পারস্পরিক অভিশাপের মাধ্যমে নিজেদেরকে আবদ্ধ করল।
6. আর তারা মোট দুইশো জন ছিল; যারা জেরদের সময়ে হর্মোণ পর্বতের চূড়ায় নেমে এসেছিল, এবং তারা এটিকে হর্মোণ পর্বত বলেছিল, কারণ তারা এর উপর শপথ করেছিল এবং পারস্পরিক অভিশাপের মাধ্যমে নিজেদের আবদ্ধ করেছিল।
7. আর এগুলি হল তাদের নেতাদের নাম: সেমিযাজ, তাদের নেতা, আরকিবা, রামেয়েল, কোকাবিয়েল, তামিল, রামিয়েল, দানেল, Êzêqêêel, বারাকীজাল, আসায়েল, আরমারোস, বাতাকাল, জাকিল Samsâpêêl, Satarêl, Tûrêl, Jômjâêl, Sariêl।
8. এরা তাদের দশজনের সর্দার।

অধ্যায় ৭

1. আর তাদের সাথে অন্য সকলে নিজেদের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করল, এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য একজনকে বেছে নিল, এবং তাদের কাছে গিয়ে তাদের দ্বারা নিজেদের অশুচি করতে লাগল, এবং তারা তাদের যাদুবিদ্যা, মন্ত্র এবং শিকড় কাটা শিখিয়ে দিল এবং গাছপালার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল।
2. তারা গর্ভবতী হল এবং তাদের তিন হাজার বছর লম্বা বিশাল দৈত্যের জন্ম হল।
3. যারা মানুষের সমস্ত অর্জন গ্রাস করেছিল। এবং যখন মানুষ আর সেগুলো টিকিয়ে রাখতে পারছিল না,
4. দৈত্যরা তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং মানবজাতিকে গ্রাস করেছিল।
5. আর তারা পাখি, পশু, সরীসৃপ এবং মাছের বিরুদ্ধে পাপ করতে শুরু করল, এবং একে অপরের মাংস খেতে ও রক্ত পান করতে লাগল।
6. তারপর পৃথিবী অধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল।

অধ্যায় ৮

1. আর আজাজেল মানুষকে তরবারি, ছুরি, ঢাল এবং বক্ষবন্ধনী তৈরি করতে শিখিয়েছিলেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর ধাতু এবং সেগুলি তৈরির শিল্প, ব্রেসলেট, অলঙ্কার, অ্যান্টিমনির ব্যবহার, চোখের পাতার সৌন্দর্য, সকল ধরণের দামি পাথর এবং সকল ধরণের রঙিন টিংচার শিখিয়েছিলেন।
2. আর অনেক ঈশ্বরবিদ্বেষ দেখা দিল, আর তারা ব্যভিচার করল, আর তারা বিপথে চালিত হল, আর তাদের সমস্ত পথে কলুষিত হল। সেমজা জাদুবিদ্যা এবং শিকড় কাটা শেখালেন, আরমারোস জাদুর সমাধান করলেন, বারাকীজাল জ্যোতিষশাস্ত্র শেখালেন, কোকাবেল নক্ষত্রপুঞ্জ শিখিয়ে দিলেন, এজেকাইল মেঘের জ্ঞান শিখিয়ে দিলেন, আরাকিয়েল পৃথিবীর লক্ষণ, শামসিল সূর্যের লক্ষণ এবং সারিয়েল চাঁদের গতিপথ শিখিয়ে দিলেন। আর মানুষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা কাঁদতে লাগল, এবং তাদের আর্তনাদ স্বর্গে উঠে গেল...

অধ্যায় ৯

1. আর তারপর মাইকেল, উরিয়েল, রাফায়েল এবং গ্যাব্রিয়েল স্বর্গ থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলেন পৃথিবীতে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, আর পৃথিবীতে সমস্ত অনাচার ঘটছে।
2. আর তারা একে অপরকে বলল: 'মানবহীন পৃথিবী তাদের কান্নার শব্দ স্বর্গের দরজা পর্যন্ত চিৎকার করছে।'
3. আর এখন তোমাদের কাছে, স্বর্গের পবিত্রগণ, মানুষের আত্মারা তাদের দাবি জানাচ্ছে, বলছে, "আমাদের মামলা পরমেশ্বরের কাছে নিয়ে এসো।"
4. আর তারা যুগ যুগের প্রভুকে বলল: 'প্রভুদের প্রভু, দেবতাদের ঈশ্বর, রাজাদের রাজা এবং যুগ যুগের ঈশ্বর, তোমার মহিমার সিংহাসন যুগ যুগ ধরে স্থায়ী, এবং তোমার নাম পবিত্র, মহিমান্বিত এবং যুগ যুগ ধরে ধন্য!'
5. তুমিই সবকিছু সৃষ্টি করেছ, আর সবকিছুর উপর তোমারই ক্ষমতা আছে: আর তোমার দৃষ্টিতে সবকিছুই নগ্ন ও উন্মুক্ত, আর তুমি সবকিছুই দেখো, আর তোমার কাছ থেকে কিছুই লুকাতে পারে না।
6. তুমি দেখতে পাচ্ছ আজাজেল কী করেছে, যিনি পৃথিবীতে সমস্ত অন্যায় শিক্ষা দিয়েছেন এবং স্বর্গে সংরক্ষিত চিরন্তন গোপন রহস্য প্রকাশ করেছেন, যা মানুষ শেখার জন্য চেষ্টা করছিল:
7. এবং সেমজাজা, যাকে তুমি তার সহযোগীদের উপর শাসন করার ক্ষমতা দিয়েছ।
8. আর তারা পৃথিবীর মানুষের কন্যাদের কাছে গেছে, এবং নারীদের সাথে শয়ন করেছে, এবং নিজেদেরকে অশুচি করেছে, এবং তাদের কাছে সমস্ত ধরণের পাপ প্রকাশ করেছে।
9. আর নারীরা দৈত্যদের জন্ম দিয়েছে, আর এর ফলে সমগ্র পৃথিবী রক্তপাত ও অন্যায়ে ভরে গেছে।
10. আর এখন, দেখ, যারা মারা গেছে তাদের আত্মা কাঁদছে এবং স্বর্গের দরজায় তাদের আবেদন জানাচ্ছে, এবং তাদের বিলাপ উপরে উঠেছে: এবং পৃথিবীতে সংঘটিত অনাচারের কারণে থামতে পারছে না।
11. আর তুমি সব কিছু ঘটবার আগেই জানো, আর তুমি এইসব দেখতে পাও এবং তুমি সেগুলো সহ্য করো, আর তুমি আমাদের বলো না যে, এইসবের প্রতি আমাদের কী করতে হবে।

অধ্যায় ১০

1. তারপর মহান, পবিত্র ও মহান ঈশ্বর বললেন, এবং লেমকের পুত্রের কাছে উরীয়েলকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন:
২. নোহের কাছে যাও এবং আমার নামে তাকে বলো "তুমি লুকিয়ে থাকো!" এবং তাকে আসন্ন শেষের কথা প্রকাশ করো: সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং সমগ্র পৃথিবীতে একটি বন্যা আসতে চলেছে, যা এর উপর যা কিছু আছে তা ধ্বংস করে দেবে।
৩. আর এখন তাকে নির্দেশ দাও যেন সে পালিয়ে যেতে পারে এবং তার বংশধররা পৃথিবীর সকল বংশধরের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
৪. আবার প্রভু রাফায়েলকে বললেন: 'আজাজেলের হাত-পা বেঁধে তাকে অন্ধকারে ফেলে দাও: এবং দুদায়েলের মরুভূমিতে একটি গর্ত তৈরি করে তাকে সেখানে ফেলে দাও।'
৫. আর তার উপর রুক্ষ ও খাঁজকাটা পাথর চাপিয়ে দাও, তাকে অন্ধকারে ঢেকে দাও, এবং তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে দাও, এবং তার মুখ ঢেকে রাখো যাতে সে আলো দেখতে না পায়।
৬. আর মহাবিচারের দিনে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর ফেরেশতারা যে পৃথিবীকে কলুষিত করেছে, তাকে সুস্থ করবে এবং পৃথিবীর আরোগ্য ঘোষণা করবে, যাতে তারা মহামারী নিরাময় করতে পারে, এবং যাতে সমস্ত মানবসন্তান সেই সমস্ত গোপন বিষয়ের দ্বারা ধ্বংস না হয় যা প্রহরীরা তাদের সন্তানদের প্রকাশ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন।
৮. আর আজাযেলের শেখানো কাজের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী কলুষিত হয়েছে: সমস্ত পাপ তার উপর চাপিয়ে দাও।
৯. আর প্রভু গ্যাব্রিয়েলকে বললেন: 'তুমি জারজ, তিরস্কারকারী এবং ব্যভিচারী সন্তানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাও: এবং ব্যভিচারী সন্তানদের এবং প্রহরীদের সন্তানদের মানুষের মধ্য থেকে ধ্বংস করো এবং তাদের বের করে দাও: তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে পাঠাও যাতে তারা একে অপরকে যুদ্ধে ধ্বংস করতে পারে; কারণ তাদের দীর্ঘ দিন থাকবে না।'
১০. আর তারা, অর্থাৎ তাদের পিতারা তোমার কাছে যা কিছু চায়, তা তাদের পিতাদের পক্ষ থেকে মঞ্জুর করা হবে না; কারণ তারা অনন্ত জীবনযাপনের আশা করে এবং তাদের প্রত্যেকেই পাঁচশো বছর বেঁচে থাকবে।
১১. আর প্রভু মীখায়েলকে বললেন: 'যাও, সেমজাজা এবং তার সঙ্গীদের বেঁধে ফেলো, যারা নারীদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তাদের সমস্ত অশুচিতায় নিজেদের অশুচি করেছে।'
১২. যখন তাদের ছেলেরা একে অপরকে হত্যা করবে এবং তাদের প্রিয়জনদের ধ্বংস দেখতে পাবে, তখন তাদের বিচার এবং তাদের সমাপ্তির দিন পর্যন্ত, চিরকালের জন্য স্থায়ী বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত, পৃথিবীর উপত্যকায় সত্তর প্রজন্ম ধরে তাদের বেঁধে রাখবে।
১৩. সেই দিনগুলিতে তাদেরকে আগুনের অতল গহ্বরে নিয়ে যাওয়া হবে: এবং সেই যন্ত্রণা ও কারাগারে যেখানে তারা চিরকালের জন্য বন্দী থাকবে।
১৪. আর যারাই দোষী সাব্যস্ত হবে এবং ধ্বংস হবে, তারা এখন থেকে সমস্ত প্রজন্মের শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে আবদ্ধ থাকবে।
১৫. আর নিন্দিতদের সমস্ত আত্মা এবং প্রহরী সন্তানদের ধ্বংস করো, কারণ তারা মানুষের প্রতি অন্যায় করেছে।
১৬. পৃথিবীর বুক থেকে সকল অন্যায় ধ্বংস করো এবং সকল মন্দ কাজ শেষ হোক: এবং ধার্মিকতা ও সত্যের চারা উদ্ভূত হোক: এবং তা আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হবে; ধার্মিকতা ও সত্যের কাজ চিরকাল সত্য ও আনন্দে রোপিত হবে।

১৭ আর তখন সকল ধার্মিক ব্যক্তি পালিয়ে যাবে, এবং হাজার হাজার সন্তানের জন্ম না দেওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, এবং তাদের যৌবন ও বৃদ্ধ বয়সের সমস্ত দিন শান্তিতে শেষ হবে।
১৮ আর তখন সমগ্র পৃথিবী ধার্মিকতায় চাষ করা হবে, এবং সকলেই গাছপালা দিয়ে রোপণ করা হবে এবং আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হবে।
19. তার উপরে সমস্ত মনোরম গাছ লাগানো হবে, আর তারা তার উপরে আঙ্গুর গাছ লাগাবে; আর যে আঙ্গুর গাছ তারা রোপণ করবে তাতে প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষারস উৎপন্ন হবে, আর তার উপর বপন করা বীজ থেকে এক হাজার বীজ উৎপন্ন হবে, আর প্রতিটি জলপাই থেকে দশ কুণ্ড তেল উৎপন্ন হবে।
২০. আর তুমি পৃথিবীকে সমস্ত অত্যাচার, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত পাপ এবং সমস্ত ঈশ্বরহীনতা থেকে পরিষ্কার করো: এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত অশুচিতা তৈরি হয় তা পৃথিবী থেকে ধ্বংস করো।
২১. সমস্ত মানবসন্তান ধার্মিক হবে, এবং সমস্ত জাতি আমার উপাসনা করবে এবং আমার প্রশংসা করবে, এবং সকলেই আমার উপাসনা করবে। এবং পৃথিবী সমস্ত অপবিত্রতা, সমস্ত পাপ, সমস্ত শাস্তি এবং সমস্ত যন্ত্রণা থেকে পরিষ্কার হবে, এবং আমি আর কখনও তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এবং চিরকালের জন্য সেখানে পাঠাব না।

অধ্যায় ১১

1. আর সেই দিনগুলিতে আমি স্বর্গে আশীর্বাদের ভাণ্ডারগুলি খুলে দেব, যাতে মানবসন্তানদের কাজ ও শ্রমের উপর সেগুলি পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া যায়।
2. এবং সত্য ও শান্তি পৃথিবীর সমস্ত দিন এবং সমস্ত পুরুষের প্রজন্ম জুড়ে একসাথে যুক্ত থাকবে।

অধ্যায় ১২

১. এইসব ঘটনার আগে হনোক লুকিয়ে ছিলেন, এবং মনুষ্যসন্তানদের কেউ জানত না যে তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন, কোথায় থাকেন এবং তাঁর কী হয়েছে।
২. আর তার কার্যকলাপ ছিল প্রহরীগণের সাথে সম্পর্কিত, আর তার দিনগুলি ছিল পবিত্রগণের সাথে।
৩. আর আমি, হনোক, মহিমার প্রভু এবং যুগ যুগের রাজাকে আশীর্বাদ করছিলাম, আর দেখ! প্রহরীরা আমাকে হনোক লেখক বলে ডেকে বললেন:
৪. 'হে ধার্মিকতার লেখক, হনোক, যাও, স্বর্গের সেই প্রহরীগণকে ঘোষণা করো, যারা উচ্চ স্বর্গ, পবিত্র চিরস্থায়ী স্থান ত্যাগ করেছে এবং নারীদের সাথে নিজেদের অশুচি করেছে, এবং পৃথিবীর সন্তানদের মতো কাজ করেছে এবং নিজেদের স্ত্রীদের বিবাহ করেছে: "তোমরা পৃথিবীতে মহা ধ্বংস সাধন করেছ:
5. আর তোমাদের কোন শান্তি বা পাপের ক্ষমা থাকবে না: আর যেহেতু তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে আনন্দ করে,
৬. তারা তাদের প্রিয়জনদের হত্যা দেখতে পাবে, এবং তাদের সন্তানদের ধ্বংসের জন্য তারা বিলাপ করবে এবং অনন্তকাল ধরে প্রার্থনা করবে, কিন্তু তোমরা করুণা এবং শান্তি পাবে না।"

অধ্যায় ১৩

১. হনোক গিয়ে বললেন, 'আজাজেল, তোমার কোন শান্তি হবে না: তোমাকে বন্দী করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে এক কঠিন শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।'
২. তুমি যে অধার্মিকতা শিক্ষা দিয়েছ, আর মানুষের কাছে যে সমস্ত অধার্মিকতা, অধার্মিকতা ও পাপের কাজ দেখিয়েছ, তার জন্য তোমার কোন সহ্য বা অনুরোধ মঞ্জুর করা হবে না।
৩. তারপর আমি গিয়ে তাদের সকলের সাথে কথা বললাম, আর তারা সকলেই ভীত হয়ে পড়ল, আর ভয় ও কাঁপুনি তাদের গ্রাস করল।
৪. তারা আমাকে অনুরোধ করল যেন আমি তাদের জন্য একটি আবেদনপত্র তৈরি করি যাতে তারা ক্ষমা পেতে পারে এবং স্বর্গের প্রভুর সামনে তাদের আবেদনপত্র পাঠ করি।
৫. কারণ তখন থেকে তারা তাদের পাপের লজ্জায় তাঁর সাথে কথা বলতে বা স্বর্গের দিকে চোখ তুলতে পারছিল না, যার জন্য তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
৬. তারপর আমি তাদের প্রার্থনা এবং প্রার্থনা লিখেছিলাম, তাদের আত্মা এবং তাদের কাজের জন্য, এবং তাদের ক্ষমা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করার জন্য।
৭. আমি গিয়ে দান দেশের জলাশয়ের ধারে বসে রইলাম, হর্মোণের পশ্চিমে, দক্ষিণে। ঘুম না আসা পর্যন্ত আমি তাদের প্রার্থনা পাঠ করলাম।
৮. আর দেখ, আমার কাছে একটা স্বপ্ন এলো, আর আমার উপর কিছু দর্শন পড়ল, আর আমি শাস্তির কিছু দর্শন দেখলাম, আর একটা কণ্ঠস্বর আমাকে বলল যেন আমি স্বর্গের সন্তানদের কাছে তা বলি এবং তাদের তিরস্কার করি।
৯. যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন আমি তাদের কাছে গেলাম, আর দেখলাম তারা সবাই লেবানন ও সেনেসরের মাঝখানে অবস্থিত আবেলস্‌জাইলে একসাথে বসে কাঁদছে, মুখ ঢেকে।
১০. আমি ঘুমের মধ্যে যে সমস্ত দর্শন দেখেছিলাম, সেগুলো তাদের সামনে বর্ণনা করলাম, আর আমি ন্যায়ের কথা বলতে শুরু করলাম এবং স্বর্গীয় প্রহরীগণকে তিরস্কার করতে লাগলাম।

অধ্যায় ১৪

১. সেই দর্শনে পবিত্র মহানের আদেশ অনুসারে ধার্মিকতার বাক্য এবং অনন্ত প্রহরীগণের তিরস্কারের বই।
২. আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম যে আমি এখন মাংসের জিহ্বা এবং মুখের নিঃশ্বাস দিয়ে কী বলব: যা মহান আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন যাতে তারা এর মাধ্যমে কথা বলতে পারে এবং হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে।
৩. তিনি যেমন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞানের বাক্য বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি তিনি আমাকেও সৃষ্টি

করেছেন এবং স্বর্গের সন্তানদের, প্রহরীগণকে তিরস্কার করার ক্ষমতা দিয়েছেন।
৪. আমি তোমার আবেদন লিখেছিলাম, এবং আমার দর্শনে এইভাবে দেখা গিয়েছিল যে, তোমার আবেদন চিরকালের জন্য তোমাকে মঞ্জুর করা হবে না, এবং অবশেষে তোমার উপর রায় দেওয়া হয়েছে: হ্যাঁ, তোমার আবেদন তোমাকে মঞ্জুর করা হবে না।
৫. আর এখন থেকে তুমি চিরকাল স্বর্গে আরোহণ করবে না, এবং পৃথিবীর সমস্ত দিন ধরে তোমাকে আবদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শৃঙ্খলে আদেশ জারি করা হয়েছে।
৬. আর পূর্বে তুমি তোমার প্রিয় পুত্রদের ধ্বংস দেখেছ এবং তাদের প্রতি তোমার কোন আনন্দ থাকবে না, বরং তারা তোমার সামনে তরবারির আঘাতে মারা যাবে।
৭. আর তাদের পক্ষ থেকে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে না, আর তোমার নিজেরও নয়: যদিও তুমি কাঁদো, প্রার্থনা করো এবং আমার লেখা লেখা সমস্ত কথা বলো।
৮. আর দর্শনটি আমাকে এইভাবে দেখানো হল: দেখ, দর্শনে মেঘ আমাকে আমন্ত্রণ জানালো এবং একটি কুয়াশা আমাকে ডাকলো, এবং তারা এবং বিদ্যুৎ গতিতে আমাকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেল, এবং দর্শনের বাতাস আমাকে উড়ে নিয়ে গেল এবং আমাকে উপরের দিকে তুলে নিয়ে গেল এবং স্বর্গে নিয়ে গেল।
৯. আর আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম, যতক্ষণ না স্ফটিক দিয়ে তৈরি এবং আগুনের জিহ্বা দিয়ে ঘেরা একটি প্রাচীরের কাছে পৌঁছালাম: আর তা আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল।
১০. আর আমি আগুনের জিহ্বায় ঢুকে পড়লাম এবং স্ফটিক দিয়ে তৈরি একটি বৃহৎ বাড়ির কাছে গেলাম: এবং ঘরের দেয়ালগুলি স্ফটিক দিয়ে তৈরি একটি টেসেলেটেড মেঝের মতো ছিল, এবং এর ভিত্তি ছিল স্ফটিক দিয়ে তৈরি।
১১. এর ছাদ ছিল তারার পথ এবং বিদ্যুৎ চমকানোর মতো, এবং তাদের মাঝখানে ছিল অগ্নিময় করূব, এবং তাদের আকাশ জলের মতো পরিষ্কার ছিল।
১২. দেয়ালগুলো ঘিরে জ্বলন্ত আগুন, আর তার দরজাগুলো আগুনে জ্বলে উঠল।
১৩. আমি সেই ঘরে ঢুকলাম, আর তা আগুনের মতো উত্তপ্ত আর বরফের মতো ঠান্ডা ছিল; সেখানে জীবনের কোন আনন্দ ছিল না; ভয় আমাকে ঢেকে ফেলল, আর কম্পন আমাকে গ্রাস করল।
১৪. আমি যখন কাঁপছিলাম এবং কাঁপছিলাম, তখন আমি উপুড় হয়ে পড়েছিলাম।
১৫. আর আমি একটি দর্শন দেখলাম, আর দেখ! দ্বিতীয় একটি গৃহ ছিল, যা পূর্বের গৃহের চেয়েও বৃহত্তর ছিল, এবং পুরো দরজাটি আমার সামনে খোলা ছিল, এবং এটি আগুনের শিখায় নির্মিত ছিল।
১৬. এবং সর্বদিক থেকেই এটি জাঁকজমক, মহিমা এবং ব্যাপ্তিতে এতটাই উৎকৃষ্ট ছিল যে আমি আপনাকে এর জাঁকজমক এবং ব্যাপ্তি বর্ণনা করতে পারব না।
১৭. তার মেঝে ছিল আগুনের, তার উপরে ছিল বিদ্যুৎ চমকানো এবং তারার পথ, আর তার ছাদও ছিল জ্বলন্ত আগুনের।
১৮. আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে একটি উঁচু সিংহাসন আছে। তার চেহারা স্ফটিকের মতো, এবং তার চাকাগুলো উজ্জ্বল সূর্যের মতো। সেখানে করূবদের দর্শন ছিল।
১৯. আর সিংহাসনের নিচ থেকে জ্বলন্ত আগুনের স্রোতধারা বেরিয়ে আসছিল, তাই আমি তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না।
২০. আর মহান মহিমা তার উপর বসেছিল, এবং তার পোশাক সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল এবং যেকোনো তুষারের চেয়েও সাদা ছিল।
২১. মহিমা ও মহিমার কারণে কোন ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারল না এবং তাঁর মুখ দেখতে পারল না এবং কোন প্রাণীই তাঁকে দেখতে পারল না।
22. তাঁর চারপাশে জ্বলন্ত আগুন ছিল, এবং তাঁর সামনে একটি বিরাট আগুন দাঁড়িয়ে ছিল, এবং চারপাশের কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না: দশ লক্ষ গুণ দশ লক্ষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তবুও তাঁর কোনও পরামর্শদাতার প্রয়োজন ছিল না।
২৩. আর তাঁর নিকটবর্তী অতি পবিত্র ব্যক্তিরা রাতের বেলায় তাঁর কাছ থেকে চলে যেতেন না বা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতেন না।
২৪. আর ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মুখ থুবড়ে পড়ে কাঁপছিলাম; আর প্রভু স্বয়ং আমাকে ডাকলেন, আর বললেন, 'এখানে এসো, হনোক, আমার কথা শোন।'
২৫. আর একজন পবিত্র ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে জাগিয়ে তুললেন, আর তিনি আমাকে উঠিয়ে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন: আর আমি মুখ নিচু করে রইলাম।

অধ্যায় ১৫

১. তিনি উত্তর দিলেন এবং আমাকে বললেন, আর আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: 'ভয় পেও না, হনোক, তুমি ধার্মিক ব্যক্তি এবং ধার্মিকতার লেখক। এখানে এসে আমার কণ্ঠস্বর শোন।'
2. আর যাও, স্বর্গের প্রহরীগণকে বলো, যারা তোমাকে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করতে পাঠিয়েছে: "তোমার উচিত" মানুষের জন্য মধ্যস্থতা করা, তোমার জন্য মানুষের নয়:
৩. কেন তোমরা উচ্চ, পবিত্র ও অনন্ত স্বর্গ ত্যাগ করে নারীদের সাথে শয়ন করেছ, পুরুষ কন্যাদের সাথে নিজেদের অশুচি করেছ এবং স্ত্রী গ্রহণ করে পৃথিবীর সন্তানদের মতো আচরণ করেছ এবং তোমাদের পুত্রদের মতো দৈত্যদের জন্ম দিয়েছ?
৪. যদিও তোমরা পবিত্র, আত্মিক, অনন্ত জীবনযাপনকারী ছিলে, তবুও তোমরা নারীর রক্তে নিজেদেরকে কলুষিত করেছ, এবং মাংসের রক্তে সন্তান জন্ম দিয়েছ, এবং মানুষের সন্তানদের মতো, যারা মারা যায় এবং বিনষ্ট হয় তাদের মতো মাংস ও রক্তের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেছ।
৫. তাই আমি তাদের স্ত্রীও দিয়েছি যাতে তারা তাদের গর্ভধারণ করতে পারে এবং তাদের দ্বারা সন্তান জন্ম দিতে পারে, যাতে পৃথিবীতে তাদের কোন কিছুর অভাব না হয়।
৬. কিন্তু তোমরা পূর্বে আধ্যাত্মিক ছিলে, অনন্ত জীবনযাপন করছিলে, এবং পৃথিবীর সকল প্রজন্মের জন্য অমর ছিলে।

৭. আর তাই আমি তোমাদের জন্য স্ত্রী নিযুক্ত করিনি; কারণ স্বর্গের আত্মিক ব্যক্তিদের জন্য, স্বর্গেই তাদের বাসস্থান।
৮. আর এখন, আত্মা ও মাংস থেকে উৎপন্ন দৈত্যদের পৃথিবীতে মন্দ আত্মা বলা হবে, এবং পৃথিবীতে তাদের বাসস্থান হবে।
৯. মন্দ আত্মারা তাদের দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে; কারণ তারা মানুষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, এবং পবিত্র প্রহরী থেকে তাদের আদি ও আদি উৎপত্তি; তারা পৃথিবীতে মন্দ আত্মা হবে, এবং তাদের মন্দ আত্মা বলা হবে।
১০. স্বর্গের আত্মাদের বাসস্থান হবে স্বর্গে, কিন্তু পৃথিবীর আত্মারা যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের বাসস্থান হবে পৃথিবীতে।
১১. আর দৈত্যদের আত্মারা পৃথিবীতে কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে, ধ্বংস করে, আক্রমণ করে, যুদ্ধ করে এবং ধ্বংস করে, এবং ঝামেলা সৃষ্টি করে: তারা খাবার খায় না, তবুও ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ত থাকে এবং অপরাধ সৃষ্টি করে। আর এই আত্মারা পুরুষদের সন্তানদের এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে উঠবে, কারণ তারা তাদের থেকে এসেছে।

অধ্যায় ১৬

১. দৈত্যদের হত্যা, ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিন থেকে, যাদের মাংসের আত্মারা বেরিয়ে এসে বিচার ছাড়াই ধ্বংস করবে - এইভাবে তারা ধ্বংস করবে শেষের দিন পর্যন্ত, সেই মহান বিচার যেখানে যুগ শেষ হবে, প্রহরী এবং ঈশ্বরহীনদের উপর, হ্যাঁ, সম্পূর্ণরূপে শেষ হবে।
2. আর এখন যারা আপনাকে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করতে পাঠিয়েছেন, যারা আগে স্বর্গে ছিলেন, তাদের বলুন:
৩. "তুমি স্বর্গে ছিলে, কিন্তু সমস্ত রহস্য তখনও তোমার কাছে প্রকাশিত হয়নি, এবং তুমি অসার রহস্যগুলো জানতে, এবং তোমার হৃদয়ের কঠোরতায় তুমি নারীদের কাছে এগুলো প্রকাশ করেছ, এবং এই রহস্যগুলোর মাধ্যমে নারী ও পুরুষ পৃথিবীতে অনেক মন্দ কাজ করে।"
৪. অতএব তাদের বলো: "তোমাদের কোন শান্তি নেই।"

অধ্যায় ১৭

১. আর তারা আমাকে ধরে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে যারা ছিল তারা জ্বলন্ত আগুনের মতো ছিল, আর যখন ইচ্ছা তারা মানুষের মতো দেখা দিল।
2. আর তারা আমাকে অন্ধকারের জায়গায় নিয়ে গেল, আর এমন এক পাহাড়ে নিয়ে গেল যার চূড়া স্বর্গে পৌঁছেছে।
৩. আর আমি জ্যোতিষ্কের স্থান, নক্ষত্রের ভাণ্ডার, বজ্রপাতের স্থান এবং গভীরতম স্থানে দেখলাম, যেখানে একটি অগ্নিময় তীর, তীর, তাদের তূণ, একটি অগ্নিময় তরবারি এবং সমস্ত বিদ্যুৎ ছিল।
৪. আর তারা আমাকে জীবন্ত জলের কাছে এবং পশ্চিমের আগুনের কাছে নিয়ে গেল, যা সূর্যের প্রতিটি অস্তগামীকে গ্রহণ করে।
৫. আর আমি আগুনের এক নদীর কাছে এসে পৌঁছালাম, যেখানে আগুন জলের মতো প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে মহাসমুদ্রে মিশে যায়।
৬. আমি বিশাল নদীগুলো দেখেছি এবং সেই বিশাল নদীতে এবং সেই বিশাল অন্ধকারে এসে পৌঁছেছি, এবং এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে কোন প্রাণী হাঁটে না।
৭. আমি শীতের অন্ধকারের পাহাড় এবং সেই জায়গাটি দেখেছি যেখান থেকে গভীর সমুদ্রের সমস্ত জল প্রবাহিত হয়।
৮. আমি পৃথিবীর সমস্ত নদীর মুখ এবং গভীর জলের মুখ দেখেছি।

অধ্যায় ১৮

১. আমি সমস্ত বাতাসের ভাণ্ডার দেখেছি: আমি দেখেছি কিভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টি এবং পৃথিবীর দৃঢ় ভিত্তি দিয়ে সেগুলো সজ্জিত করেছেন।
২. আর আমি পৃথিবীর কোণের পাথরটি দেখলাম: আমি চারটি বাতাস দেখলাম যা পৃথিবী এবং স্বর্গের আকাশকে বহন করে।
৩. আর আমি দেখলাম বাতাস আকাশের খিলানগুলিকে প্রসারিত করে, এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে: এগুলো আকাশের স্তম্ভ।
৪. আমি আকাশের বাতাস দেখেছি যা ঘুরিয়ে সূর্য এবং সমস্ত তারার পরিধি তাদের অস্তগামীতে নিয়ে আসে।
৫. আমি পৃথিবীর বাতাসকে মেঘ বহন করতে দেখেছি: আমি ফেরেশতাদের পথ দেখেছি। আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে উপরে স্বর্গের আকাশ দেখেছি।
৬. আর আমি এগিয়ে গেলাম এবং এমন একটি জায়গা দেখতে পেলাম যা দিনরাত জ্বলছে, যেখানে সাতটি বিশাল পাথরের পাহাড় রয়েছে, তিনটি পূর্ব দিকে এবং তিনটি দক্ষিণ দিকে।
৭. আর পূর্ব দিকের
৮. কিন্তু মাঝখানের অংশটি স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছিল ঈশ্বরের সিংহাসনের মতো, আলাবাস্টারের, এবং সিংহাসনের শীর্ষটি নীলকান্তমণির ছিল।
৯. আর আমি জ্বলন্ত আগুন দেখলাম। আর এই পর্বতমালার ওপারে ছিল বিশাল পৃথিবীর শেষ প্রান্তের একটি অঞ্চল: সেখানেই আকাশের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল।
১০. আর আমি একটা গভীর অতল গহ্বর দেখতে পেলাম, যেখানে স্বর্গীয় আগুনের স্তম্ভ ছিল, আর তার মধ্যে আগুনের স্তম্ভগুলো পড়তে দেখলাম, যেগুলো উচ্চতা ও গভীরতার দিকে সমানভাবে পরিমাপ করা যাচ্ছিল না।
১১. আর সেই অতল গহ্বরের ওপারে আমি এমন এক জায়গা দেখতে পেলাম যেখানে উপরে স্বর্গের মতো কোন আকাশ ছিল না, আর নীচে কোন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত মাটিও ছিল না: সেখানে কোন জল ছিল না, কোন পাখিও ছিল না, বরং এটি ছিল এক নির্জন ও ভয়াবহ জায়গা।
১২. আমি সেখানে সাতটি তারা দেখতে পেলাম, যেন বিশাল জ্বলন্ত পাহাড়, আর যখন আমি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আমার কাছে,

১৩. দেবদূত বললেন: 'এই স্থানটি স্বর্গ ও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত: এটি নক্ষত্র এবং স্বর্গের বাহিনীগুলির জন্য একটি কারাগারে পরিণত হয়েছে।'
১৪. আর আগুনের উপর ঘূর্ণায়মান তারাগুলো হল তারা যারা তাদের উদয়ের শুরুতে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করেছে, কারণ তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে বেরিয়ে আসেনি।
১৫. আর তিনি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং দশ হাজার বছরের জন্যও যখন তাদের অপরাধ শেষ হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত তাদেরকে বেঁধে রেখেছিলেন।

অধ্যায় ১৯

1. আর উরিয়েল আমাকে বললেন: 'এখানে সেই ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে যারা নিজেদেরকে নারীদের সাথে সংযুক্ত করেছে, এবং তাদের আত্মারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে মানবজাতিকে কলুষিত করছে এবং তাদেরকে দেবতা হিসেবে রাক্ষসদের কাছে বলিদান করার জন্য বিভ্রান্ত করবে, তারা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, সেই মহান বিচারের দিন পর্যন্ত যেখানে তাদের বিচার করা হবে যতক্ষণ না তাদের শেষ করা হয়।'
2. আর পথভ্রষ্ট ফেরেশতাদের নারীরাও সাইরেন হয়ে যাবে।
3. আর আমি, হনোক, একাই এই দর্শন দেখেছি, সমস্ত কিছুর শেষ: আর কেউ আমার মতো দেখতে পাবে না।

অধ্যায় ২০

১. আর এগুলো পবিত্র ফেরেশতাদের নাম যারা পাহারা দেয়।
২. উরিয়েল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যিনি বিশ্ব এবং টারটারাসের উপরে আছেন।
৩. রাফায়েল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যিনি মানুষের আত্মার উপরে থাকেন।
৪. রাগুয়েল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন যিনি জ্যোতিষ্কের জগতের উপর প্রতিশোধ নেন।
৫. মাইকেল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, অর্থাৎ, যিনি মানবজাতির সেরা অংশ এবং বিশৃঙ্খলার উপর নিযুক্ত।
৬. সারাকেল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যিনি আত্মাদের উপর নিযুক্ত, যারা আত্মায় পাপ করে।
৭. জিব্রাইল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যিনি জান্নাত, সর্প এবং করূবদের উপরে অবস্থান করেন।
৮. রিমিয়েল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যাকে ঈশ্বর উত্থিতদের উপরে নিযুক্ত করেন।

অধ্যায় ২১

১. আর আমি সেখানে গেলাম যেখানে সবকিছু বিশৃঙ্খল ছিল।
২. আর আমি সেখানে একটা ভয়াবহ জিনিস দেখলাম: আমি উপরে কোন স্বর্গ বা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবী দেখিনি, বরং একটা বিশৃঙ্খল এবং ভয়াবহ জায়গা দেখলাম।
৩. আর আমি সেখানে আকাশের সাতটি তারাকে আগুনে জ্বলন্ত, বৃহৎ পর্বতের মতো, একসাথে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম।
৪. তারপর আমি বললাম: 'কোন পাপের জন্য তাদের বেঁধে রাখা হয়েছে, আর কোন কারণে তাদের এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে?'
৫. তখন উরিয়েল, পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যিনি আমার সাথে ছিলেন এবং তাদের উপরে ছিলেন, বললেন: 'হনোক, তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ এবং কেন তুমি সত্যের জন্য আগ্রহী?'
৬. এরা স্বর্গের নক্ষত্রদের সংখ্যার মধ্যে একজন, যারা প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করেছে এবং দশ হাজার বছর পর্যন্ত এখানে আবদ্ধ, তাদের পাপের সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
৭. সেখান থেকে আমি অন্য একটা জায়গায় গেলাম, যা আগের জায়গাটির চেয়েও ভয়াবহ ছিল, আর আমি একটা ভয়াবহ জিনিস দেখতে পেলাম: সেখানে একটা বিরাট আগুন জ্বলছিল আর জ্বলছিল, আর জায়গাটা অতল গহ্বর পর্যন্ত ফাটল ধরেছিল, আগুনের বিশাল স্তম্ভে ভরা ছিল: আমি এর ব্যাপ্তি বা মাত্রা দেখতে পাচ্ছিলাম না, অনুমানও করতে পারছিলাম না।
৮. তারপর আমি বললাম: 'জায়গাটা কত ভয়াবহ আর দেখতেও কত ভয়াবহ!'
৯. তখন উরিয়েল, আমার সাথে থাকা পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, আমাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন: 'হনোক, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?' আমি উত্তর দিলাম: 'এই ভয়ঙ্কর জায়গার কারণে এবং যন্ত্রণার দৃশ্যের কারণে।'
১০. তিনি আমাকে বললেন: 'এই জায়গাটি হল ফেরেশতাদের কারাগার, এবং এখানেই তারা চিরকালের জন্য বন্দী থাকবে।'

অধ্যায় ২২

১. তারপর আমি অন্য জায়গায় গেলাম, আর সে আমাকে পশ্চিমে আরেকটি বিশাল ও উঁচু এবং কঠিন পাথরের পাহাড় দেখালো।
২. আর তার মধ্যে চারটি ফাঁপা জায়গা ছিল, গভীর, প্রশস্ত এবং খুব মসৃণ। ফাঁপা জায়গাগুলো দেখতে কত মসৃণ, গভীর এবং অন্ধকার!
৩. তখন রাফায়েল, আমার সাথে থাকা পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, উত্তর দিলেন এবং আমাকে বললেন:
৪. 'এই ফাঁকা স্থানগুলি এই উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে, যাতে মৃতদের আত্মারা সেখানে একত্রিত হয়, হ্যাঁ, সমস্ত মানবসন্তানদের আত্মা এখানে একত্রিত হয়। এবং এই স্থানগুলি তাদের বিচারের দিন পর্যন্ত এবং তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের উপর মহান বিচার আসে, তাদের গ্রহণের জন্য তৈরি করা হয়েছে।'
৫. আমি মৃত মানুষের আত্মাদের দেখেছি, এবং তাদের কণ্ঠস্বর স্বর্গে পৌঁছেছে এবং তাদের কথা বলছে।

৬. তারপর আমি আমার সাথে থাকা দেবদূত রাফায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তাকে বললাম: 'এই আত্মা - কার কণ্ঠস্বর বের হয়ে আসে এবং তার সাথে মানানসই হয়?'
৭. তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, "এ সেই আত্মা যা হেবল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, যাকে তার ভাই কয়িন হত্যা করেছিল, এবং সে তার বিরুদ্ধে মামলা করে চলেছে যতক্ষণ না তার বংশ পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয় এবং তার বংশ মানুষের বংশ থেকে ধ্বংস হয়।"
৮. তারপর আমি এটি সম্পর্কে এবং সমস্ত ফাঁকা জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কেন একটি অন্যটি থেকে পৃথক?'
৯. তিনি আমাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন: 'এই তিনটি সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মৃতদের আত্মা আলাদা হয়। আর ধার্মিকদের আত্মাদের জন্য এমন একটি ভাগ করা হয়েছে, যেখানে জলের উজ্জ্বল ঝর্ণা রয়েছে।'
১০. আর পাপীদের জন্যও এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যখন তারা মারা যায় এবং মাটিতে সমাহিত হয় এবং তাদের জীবদ্দশায় তাদের উপর কোন বিচার কার্যকর করা হয় না।
১১. এখানে তাদের আত্মা এই মহা যন্ত্রণায় বিচ্ছিন্ন থাকবে যতক্ষণ না বিচারের মহান দিন, যারা চিরকালের জন্য অভিশাপ দেয় তাদের শাস্তি ও যন্ত্রণা, এবং তাদের আত্মার প্রতিশোধ। সেখানে তিনি তাদের চিরকালের জন্য বেঁধে রাখবেন।
১২. আর পাপীদের দিনে যারা তাদের হত্যার সময় তাদের ধ্বংসের বিষয়ে প্রকাশ করে, যারা মামলা করে, তাদের আত্মাদের জন্য এই ধরণের বিভাজন করা হয়েছে।
১৩. এমনই করা হয়েছে সেইসব মানুষের আত্মাদের জন্য যারা ধার্মিক ছিল না বরং পাপী ছিল, যারা সম্পূর্ণ সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত ছিল এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা সঙ্গী হবে; কিন্তু তাদের আত্মাদের বিচারের দিন হত্যা করা হবে না এবং সেখান থেকে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না।
১৪. তারপর আমি মহিমান্বিত প্রভুর প্রশংসা করলাম এবং বললাম: 'ধন্য আমার প্রভু, ধার্মিকতার প্রভু, যিনি চিরকাল রাজত্ব করেন।'

অধ্যায় ২৩

১. সেখান থেকে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তের পশ্চিমে অন্য জায়গায় চলে গেলাম।
২. আর আমি একটা জ্বলন্ত আগুন দেখতে পেলাম যা বিশ্রাম না নিয়েই ছুটে চলছিল, এবং দিন বা রাত তার গতিপথ থেকে থেমে ছিল না বরং নিয়মিতভাবে ছুটে চলছিল।
৩. আর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'এটা কী যা বিশ্রাম নেয় না?'
৪. তখন আমার সাথে থাকা পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, রাগুয়েল আমাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন: 'তুমি যে আগুনের ধারাটি দেখেছো তা হল পশ্চিমে আগুন যা স্বর্গের সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তাড়না করছে।'

অধ্যায় ২৪

১. সেখান থেকে আমি পৃথিবীর অন্য এক জায়গায় গেলাম, আর তিনি আমাকে আগুনের এক পর্বতশ্রেণী দেখালেন যা দিনরাত জ্বলছিল।
২. আর আমি এর ওপারে গিয়ে সাতটি মহৎ পর্বত দেখতে পেলাম, প্রত্যেকটি একে অপরের থেকে আলাদা ছিল, এবং এর পাথরগুলি ছিল দুর্দান্ত এবং সুন্দর, সামগ্রিকভাবে দুর্দান্ত, গৌরবময় চেহারা এবং সুন্দর বহিঃপ্রকাশ: তিনটি পূর্ব দিকে, একটি অন্যটির উপর ভিত্তি করে, এবং তিনটি দক্ষিণ দিকে, একটি অন্যটির উপর, এবং গভীর রুক্ষ গিরিখাত, যার একটিও অন্যটির সাথে মিলিত হয়নি।
৩. সপ্তম পর্বতটি এদের মাঝখানে ছিল, এবং এটি উচ্চতায় তাদের চেয়েও বেশি ছিল, সিংহাসনের আসনের মতো: এবং সিংহাসনের চারপাশে সুগন্ধি গাছ ছিল।
৪. আর তাদের মধ্যে এমন একটি গাছ ছিল যা আমি কখনও ঘ্রাণ করিনি, তাদের মধ্যে আর কেউ ছিল না এবং এর মতো আর কেউ ছিল না: এর সুগন্ধ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধের চেয়েও বেশি, এবং এর পাতা, ফুল এবং কাঠ চিরতরে শুকিয়ে যায় না: এবং এর ফল সুন্দর, এবং এর ফল খেজুর গাছের মতো।
৫. তারপর আমি বললাম: 'এই গাছটি কত সুন্দর, সুগন্ধি, এর পাতাগুলি ফর্সা, এবং এর ফুলগুলি দেখতে খুব মনোরম।'
৬. তারপর মাইকেল উত্তর দিলেন, পবিত্র ও সম্মানিত ফেরেশতাদের একজন যিনি আমার সাথে ছিলেন এবং তাদের নেতা ছিলেন।

অধ্যায় ২৫

১. তিনি আমাকে বললেন: 'হনোক, তুমি কেন আমাকে গাছের সুগন্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো, আর কেন তুমি সত্য জানতে চাও?'
২. তারপর আমি তাকে উত্তর দিলাম: 'আমি সবকিছু সম্পর্কে জানতে চাই, বিশেষ করে এই গাছ সম্পর্কে।'
৩. তিনি উত্তর দিলেন: 'এই উঁচু পর্বত যা তুমি দেখেছো, যার চূড়া ঈশ্বরের সিংহাসনের মতো, এটিই তাঁর সিংহাসন, যেখানে পবিত্র মহান, গৌরবের প্রভু, চিরন্তন রাজা, বসবেন, যখন তিনি মঙ্গল নিয়ে পৃথিবী পরিদর্শন করতে নেমে আসবেন।'
৪. আর এই সুগন্ধি বৃক্ষের কথা বলতে গেলে, কোন মানুষই এটি স্পর্শ করতে পারবে না যতক্ষণ না সেই মহান বিচারের আগমন ঘটে, যখন তিনি সকলের উপর প্রতিশোধ নেবেন এবং চিরকালের জন্য সবকিছুকে তার পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসবেন। তারপর এটি ধার্মিক ও পবিত্রদের দেওয়া হবে।
৫. এর ফল নির্বাচিতদের খাবারের জন্য হবে: এটি পবিত্র স্থানে, চিরস্থায়ী রাজা প্রভুর মন্দিরে রোপণ করা হবে।
6 তখন তারা আনন্দে উল্লাস করবে এবং আনন্দ করবে, এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে; এবং তার সুবাস তাদের হাড়ে থাকবে, এবং তারা পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনযাপন করবে, যেমন তোমার পূর্বপুরুষরা জীবনযাপন করেছিলেন: এবং

তাদের জীবনে কোন দুঃখ, মহামারী, যন্ত্রণা বা দুর্দশা তাদের স্পর্শ করবে না।
৭. তারপর আমি গৌরবের ঈশ্বর, অনন্ত রাজাকে ধন্য করলাম, যিনি ধার্মিকদের জন্য এইসব জিনিস প্রস্তুত করেছেন, এবং সেগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অধ্যায় ২৬

১. তারপর আমি সেখান থেকে পৃথিবীর মাঝখানে গেলাম, আর আমি একটি পবিত্র স্থান দেখতে পেলাম যেখানে একটি খণ্ডিত গাছের মতো শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এবং প্রস্ফুটিত গাছ ছিল।
২. আর সেখানে আমি একটি পবিত্র পর্বত দেখতে পেলাম, আর পূর্ব দিকে পাহাড়ের নীচে একটি ঝর্ণা ছিল এবং তা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল।
৩. আর আমি পূর্ব দিকে এর চেয়েও উঁচু আরেকটি পাহাড় দেখতে পেলাম, আর তাদের মাঝখানে একটি গভীর ও সরু খাদ ছিল; পাহাড়ের নীচেও একটি ঝর্ণা প্রবাহিত ছিল।
৪. আর তার পশ্চিম দিকে ছিল আরেকটি পর্বত, আগের পর্বত থেকে নিচু এবং সামান্য উঁচু, এবং তাদের মাঝখানে ছিল একটি গভীর ও শুষ্ক গিরিখাত: এবং তিনটি পর্বতের শেষ প্রান্তে ছিল আরেকটি গভীর ও শুষ্ক গিরিখাত।
৫. আর সমস্ত গিরিখাত গভীর ও সরু ছিল, শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি ছিল, এবং সেগুলোর উপর গাছ লাগানো হয়নি।
৬. আর আমি পাথরগুলো দেখে অবাক হয়েছিলাম, আর গিরিখাত দেখে অবাক হয়েছিলাম, হ্যাঁ, আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

অধ্যায় ২৭

১. তারপর আমি বললাম: 'এই আশীর্বাদপূর্ণ ভূমি, যা সম্পূর্ণরূপে গাছপালায় পরিপূর্ণ, এবং এর মাঝখানে এই অভিশপ্ত উপত্যকা কীসের জন্য?'
২. তখন আমার সাথে থাকা পবিত্র ফেরেশতাদের একজন উরিয়েল উত্তর দিলেন এবং বললেন: 'এই অভিশপ্ত উপত্যকা চিরকালের জন্য অভিশপ্তদের জন্য: এখানে সমস্ত অভিশপ্তদের একত্রিত করা হবে যারা তাদের ঠোঁট দিয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে অশ্লীল কথা বলে এবং তাঁর মহিমা সম্পর্কে কঠোর কথা বলে। এখানে তাদের একত্রিত করা হবে, এবং এখানে তাদের বিচারের স্থান হবে।'
৩. শেষকালে তাদের উপর ধার্মিকদের সামনে চিরকালের জন্য ন্যায়বিচারের দৃশ্য থাকবে: এখানে করুণাময়রা মহিমান্বিত প্রভু, অনন্ত রাজাকে আশীর্বাদ করবেন।
৪. পূর্ববর্তীদের বিচারের দিনে, তারা তাঁর করুণার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে, যে অনুযায়ী তিনি তাদের অংশ নির্ধারণ করেছেন।
৫. তারপর আমি গৌরবের প্রভুকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করলাম এবং মহিমান্বিতভাবে তাঁর প্রশংসা করলাম।

অধ্যায় ২৮

১. তারপর আমি পূর্ব দিকে, মরুভূমির পর্বতমালার মাঝখানে গেলাম, এবং আমি একটি মরুভূমি দেখতে পেলাম এবং এটি ছিল নির্জন, গাছপালা এবং গাছপালায় পরিপূর্ণ।
২. আর উপর থেকে জল বেরিয়ে এলো।
৩. উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এক বিশাল জলধারার মতো ছুটে এসে চারদিকে মেঘ ও শিশির বর্ষণ করছিল।

অধ্যায় ২৯

১. তারপর আমি মরুভূমির অন্য এক জায়গায় চলে গেলাম, এবং এই পর্বতমালার পূর্ব দিকে চলে গেলাম।
২. আর সেখানে আমি সুগন্ধি গাছগুলিকে লোবান ও গন্ধরের সুবাস ছাড়তে দেখলাম, আর গাছগুলিও বাদাম গাছের মতোই ছিল।

অধ্যায় ৩০

1. আর এগুলোর বাইরে, আমি পূর্ব দিকে অনেক দূরে গেলাম, আর আমি আরেকটি জায়গা দেখতে পেলাম, জলে ভরা একটি উপত্যকা।
২. আর সেখানে ছিল একটি গাছ, যার রঙ ছিল মস্তিস্কের মতো সুগন্ধি গাছের মতো।
৩. আর সেই উপত্যকার ধারে আমি সুগন্ধি দারুচিনি দেখতে পেলাম। আর এগুলোর বাইরে আমি পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলাম।

অধ্যায় ৩১

১. আমি আরও কিছু পাহাড় দেখলাম, আর তার মাঝে ছিল গাছের গুঁড়ি, আর সেখান থেকে অমৃত নির্গত হচ্ছিল, যার নাম সারারা এবং গ্যালবানাম।
2. এই পর্বতমালার ওপারে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তের পূর্ব দিকে আরেকটি পর্বত দেখতে পেলাম, যার উপরে ঘৃতকুমারী গাছ ছিল, এবং সমস্ত গাছ বাদাম গাছের মতো স্টেক্টে পূর্ণ ছিল।
৩. আর যখন কেউ এটি পুড়িয়ে ফেলত, তখন এর গন্ধ যেকোনো সুগন্ধির চেয়েও মিষ্টি হত।

অধ্যায় ৩২

১. আর এই সুগন্ধি গন্ধের পরে, যখন আমি পাহাড়ের উপর দিয়ে উত্তর দিকে তাকালাম, তখন আমি সাতটি পাহাড় দেখতে পেলাম, যেগুলো সুন্দর সুন্দর জটামাংসী গাছ, সুগন্ধি গাছ, দারুচিনি ও গোলমরিচে ভরা।
২. তারপর আমি পৃথিবীর পূর্ব দিকে এই সমস্ত পর্বতের চূড়া পেরিয়ে ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেলাম এবং সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম এবং দেবদূত জোটিয়েলের উপর দিয়ে চলে গেলাম।

৩. আর আমি ধার্মিকতার উদ্যানে এলাম, আর দেখলাম ঐ গাছগুলোর ওপারে অনেক বড় বড় গাছ জন্মেছে, যাদের সুগন্ধি ছিল, বড়, খুব সুন্দর এবং মহিমান্বিত, আর সেই জ্ঞানের গাছও, যার ফল তারা খায় এবং জ্ঞানের জ্ঞান রাখে।
৪. সেই গাছটি লম্বায় দেবদারুর মতো, আর এর পাতা ক্যারোব গাছের মতো: আর এর ফল লতার গুচ্ছের মতো, খুব সুন্দর: আর গাছের সুবাস দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।
৫. তারপর আমি বললাম: 'গাছটা কত সুন্দর, আর দেখতেও কত আকর্ষণীয়!'
৬. তখন পবিত্র দেবদূত রাফায়েল, যিনি আমার সাথে ছিলেন, আমাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন: 'এটি সেই জ্ঞানের গাছ, যা থেকে তোমার বৃদ্ধ পিতা এবং তোমার বৃদ্ধা মা, যারা তোমার আগে ছিলেন, খেয়েছেন, এবং তারা জ্ঞান শিখেছেন এবং তাদের চোখ খুলে গেছে, এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা উলঙ্গ এবং তাদের বাগান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।'

অধ্যায় ৩৩

১. তারপর আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েছিলাম এবং সেখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী দেখতে পেলাম, এবং প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে আলাদা ছিল; এবং আমি পাখিদেরও দেখতে পেলাম, চেহারা, সৌন্দর্য এবং কণ্ঠস্বরে ভিন্নতা ছিল, একটি অন্যটির থেকে আলাদা ছিল।
2. আর ঐ পশুদের পূর্ব দিকে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত দেখতে পেলাম যেখানে স্বর্গ অবস্থিত, এবং স্বর্গের দরজাগুলি খুলে গেল।
৩. আর আমি আকাশের তারাগুলো বের হতে দেখলাম, আর যে দরজাগুলো থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে সেগুলো আমি গণনা করলাম, আর তাদের সংখ্যা, নাম, গতিপথ, অবস্থান, সময় এবং মাস অনুসারে তাদের সমস্ত প্রবেশপথ লিখে রাখলাম, যেমন পবিত্র দূত উরিয়েল আমাকে দেখিয়েছিলেন।
৪. তিনি আমাকে সবকিছু দেখালেন এবং আমার জন্য লিখে রাখলেন: তাদের নামও, তাদের আইন ও তাদের সঙ্গগুলোও তিনি আমার জন্য লিখে দিলেন।

অধ্যায় ৩৪

১. তারপর আমি উত্তর দিকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গেলাম, এবং সেখানে আমি সমগ্র পৃথিবীর শেষ প্রান্তে একটি মহান ও মহিমান্বিত পরিকল্পনা দেখতে পেলাম।
2. আর আমি স্বর্গে স্বর্গের তিনটি দরজা খোলা দেখতে পেলাম: প্রতিটি দরজা দিয়ে উত্তরের বাতাস বইছে: যখন তারা বইছে তখন ঠান্ডা, শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত, তুষারপাত, শিশিরপাত এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে।
৩. আর এক দরজা দিয়ে তারা চিরকালের জন্য ফুঁ দেয়: কিন্তু যখন তারা অন্য দুটি দরজা দিয়ে ফুঁ দেয়, তখন পৃথিবীতে হিংস্রতা ও দুর্দশা নেমে আসে, আর তারা হিংস্রতার সাথে ফুঁ দেয়।

অধ্যায় ৩৫

1. তারপর সেখান থেকে আমি পশ্চিম দিকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গেলাম, এবং সেখানে স্বর্গের তিনটি দরজা খোলা দেখতে পেলাম, যেমনটি আমি পূর্বে দেখেছি, একই সংখ্যক দরজা এবং একই সংখ্যক প্রবেশপথ।

অধ্যায় ৩৬

১. তারপর আমি দক্ষিণে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গেলাম, এবং সেখানে স্বর্গের তিনটি খোলা দরজা দেখতে পেলাম: এবং সেখান থেকে শিশির, বৃষ্টি এবং বাতাস বইতে শুরু করল।
2. আর সেখান থেকে আমি পূর্ব দিকে স্বর্গের শেষ প্রান্তে গেলাম, এবং এখানে স্বর্গের তিনটি পূর্ব দিকের দরজা খোলা এবং তাদের উপরে ছোট ছোট দরজা দেখতে পেলাম।
৩. এই ছোট ছোট প্রবেশপথগুলির মধ্য দিয়ে স্বর্গের তারাগুলি অতিক্রম করে এবং তাদের দেখানো পথে পশ্চিম দিকে তাদের পথ অনুসরণ করে।
৪. আর যতবারই আমি দেখেছি, আমি সর্বদা গৌরবের প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমি গৌরবের প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি মহান ও মহিমান্বিত আশ্চর্য কাজ করেছেন, ফেরেশতাদের, আত্মাদের এবং মানুষের কাছে তাঁর কাজের মহিমা প্রদর্শন করার জন্য, যাতে তারা তাঁর কাজ এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রশংসা করতে পারে: যাতে তারা তাঁর শক্তির কাজ দেখতে পারে এবং তাঁর হাতের মহান কাজের প্রশংসা করতে পারে এবং চিরকাল তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারে।

অধ্যায় ৩৭

১. তিনি যে দ্বিতীয় দর্শনটি দেখেছিলেন, তা হল জ্ঞানের দর্শন - যা হনোক দেখেছিলেন, যারদ ছিলেন মহললেলের পুত্র, মহললেল ছিলেন কৈননের পুত্র, কৈনন ছিলেন এনোশের পুত্র, শেথ ছিলেন আদমের পুত্র।
2. আর এই হল জ্ঞানের সেই বাক্যগুলির শুরু যা আমি পৃথিবীর বাসিন্দাদের কাছে বলার জন্য এবং বলার জন্য আমার কণ্ঠস্বর তুলেছিলাম: হে প্রাচীনকালের মানুষরা, শোন, এবং তোমরা যারা পরে আসছ, পবিত্রতমের বাক্যগুলি দেখ, যা আমি আত্মাদের প্রভুর সামনে বলব।
৩. কেবল প্রাচীনকালের মানুষদের কাছেই এগুলো ঘোষণা করা ভালো ছিল, কিন্তু পরবর্তীদের কাছ থেকেও আমরা জ্ঞানের সূচনাকে আটকে রাখব না।
৪. আজ পর্যন্ত আত্মাদের প্রভু আমাকে এমন জ্ঞান দেননি যা আমি আমার অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে পেয়েছি, আত্মাদের প্রভুর সদিচ্ছা অনুসারে, যার দ্বারা আমাকে অনন্ত জীবনের ভাগ দেওয়া হয়েছে।
৫. এরপর আমাকে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, আর আমি আমার কণ্ঠস্বর উঁচু করে পৃথিবীর লোকেদের কাছে সেগুলো বর্ণনা করলাম।

অধ্যায় ৩৮

১. প্রথম দৃষ্টান্ত। যখন ধার্মিকদের মণ্ডলী আবির্ভূত হবে, এবং পাপীদের তাদের পাপের জন্য বিচার করা হবে, এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে:
২. আর যখন ধার্মিক ব্যক্তি ধার্মিকদের চোখের সামনে আবির্ভূত হবেন, যাদের নির্বাচিত কাজ আত্মাদের প্রভুর উপর ঝুলছে, এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী ধার্মিক এবং নির্বাচিতদের কাছে আলো প্রকাশিত হবে, তখন পাপীদের বাসস্থান কোথায় হবে, এবং যারা আত্মাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছে তাদের বিশ্রামের স্থান কোথায়? তাদের জন্ম না হলেই তাদের জন্য ভালো হত।
৩. যখন ধার্মিকদের গোপন রহস্য উন্মোচিত হবে এবং পাপীদের বিচার করা হবে, এবং ধার্মিক ও নির্বাচিতদের উপস্থিতি থেকে বিতাড়িত করা হবে,
৪. সেই সময় থেকে যারা পৃথিবীর অধিকারী হবে তারা আর শক্তিশালী এবং উন্নত হবে না: এবং তারা পবিত্রের মুখ দেখতে পাবে না, কারণ আত্মাদের প্রভু পবিত্র, ধার্মিক এবং নির্বাচিতদের মুখে তাঁর আলো প্রকাশ করেছেন।
৫. তারপর রাজারা এবং পরাক্রমশালীরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ধার্মিক ও পবিত্রদের হাতে সমর্পিত হবে।
৬. আর এরপর থেকে কেউ আত্মাদের প্রভুর কাছ থেকে নিজেদের জন্য করুণা চাইবে না কারণ তাদের জীবন শেষ।

অধ্যায় ৩৯

১. আর সেই দিনগুলিতে এমন হবে যে নির্বাচিত ও পবিত্র সন্তানরা উচ্চ স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং তাদের বংশ মানব সন্তানদের সাথে এক হয়ে যাবে।
২. সেই দিনগুলিতে হনোক উৎসাহ ও ক্রোধের বই, এবং অস্থিরতা ও নির্বাসনের বই পেয়েছিলেন। আর তাদের প্রতি দয়া করা হবে না, আত্মাদের প্রভু বলেন।
3. সেই দিনগুলিতে এক ঘূর্ণিঝড় আমাকে পৃথিবী থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, এবং আকাশের শেষ প্রান্তে আমাকে রাখল।
৪. আর সেখানে আমি আর একটি দর্শন দেখলাম, পবিত্রদের বাসস্থান এবং ধার্মিকদের বিশ্রামস্থান।
৫. এখানে আমার চোখ তাঁর ধার্মিক ফেরেশতাদের সাথে তাদের বাসস্থান এবং পবিত্রদের সাথে তাদের বিশ্রামস্থল দেখেছিল। তারা মানুষের সন্তানদের জন্য প্রার্থনা ও প্রার্থনা করেছিল, এবং ধার্মিকতা তাদের সামনে জলের মতো প্রবাহিত হয়েছিল, এবং দয়া পৃথিবীতে শিশিরের মতো প্রবাহিত হয়েছিল: এভাবেই তাদের মধ্যে চিরকাল থাকবে।
৬ক. আর সেই জায়গায় আমার চোখ ধার্মিকতা ও বিশ্বাসের মনোনীত একজনকে দেখেছিল,
৭ক। আর আমি আত্মাদের প্রভুর ডানার নীচে তার বাসস্থান দেখেছি।
৬খ। তাঁর সময়ে ধার্মিকতা বিরাজ করবে, এবং ধার্মিক ও নির্বাচিতরা তাঁর সামনে চিরকাল অগণিত থাকবে।
৭খ। তাঁর সামনে সমস্ত ধার্মিক ও নির্বাচিত ব্যক্তিরা অগ্নিশিখার মতো শক্তিশালী হবে, এবং তাদের মুখ আশীর্বাদে পূর্ণ হবে, এবং তাদের ঠোঁট আত্মার প্রভুর নামের প্রশংসা করবে, এবং তাঁর সামনে ধার্মিকতা কখনও ব্যর্থ হবে না, এবং তাঁর সামনে ন্যায়পরায়ণতা কখনও ব্যর্থ হবে না।
৮. আমি সেখানে বাস করতে চেয়েছিলাম, আর আমার আত্মা সেই বাসস্থানের জন্য আকুল ছিল: আর আগে থেকেই আমার অংশ সেখানেই ছিল, কারণ আত্মাদের প্রভুর সামনে আমার সম্পর্কে তাই স্থির করা হয়েছে।
৯. সেই দিনগুলিতে আমি আত্মাদের প্রভুর নামের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করেছিলাম আশীর্বাদ ও প্রশংসার সাথে, কারণ তিনি আমাকে আত্মাদের প্রভুর সদিচ্ছা অনুসারে আশীর্বাদ ও গৌরবের জন্য নিযুক্ত করেছেন।
১০. অনেকক্ষণ ধরে আমার চোখ সেই জায়গাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আমি তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলাম: 'ধন্য তিনি, আর তিনি আদি থেকে চিরকাল ধন্য হোন।'
১১. আর তাঁর সামনে কোন বিরতি নেই। তিনি পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই জানেন কী চিরকাল আছে এবং কী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে থাকবে।
১২. যারা ঘুমায় না তারা তোমার প্রশংসা করে: তারা তোমার মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করে, প্রশংসা করে এবং প্রশংসা করে, বলে: "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, আত্মাদের প্রভু: তিনি পৃথিবীকে আত্মায় পূর্ণ করেন।"
১৩. আর এখানে আমার চোখ তাদের সকলকে দেখতে পেল যারা ঘুমায় না: তারা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করে এবং বলে: 'ধন্য তুমি, এবং চিরকাল ধরে প্রভুর নাম ধন্য হোক।'
১৪. আর আমার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেল; কারণ আমি আর দেখতে পারছিলাম না।

অধ্যায় ৪০

১. এরপর আমি হাজার হাজার, দশ হাজার গুণ দশ হাজার দেখতে পেলাম, আমি এমন এক জনতা দেখতে পেলাম যারা অগণিত এবং গণনার বাইরে, যারা আত্মাদের প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।
২. আর আত্মাদের প্রভুর চার পাশে আমি চারটি উপস্থিতি দেখতে পেলাম, যারা ঘুমায় না তাদের থেকে আলাদা, এবং আমি তাদের নাম শিখেছি: কারণ আমার সাথে যে দেবদূত গিয়েছিলেন তিনি আমাকে তাদের নাম জানিয়েছিলেন এবং সমস্ত লুকানো জিনিস দেখিয়েছিলেন।
৩. আর আমি সেই চারজন উপস্থিতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যখন তারা মহিমান্বিত প্রভুর সামনে প্রশংসা করছিল।
৪. প্রথম কণ্ঠস্বর চিরকাল ধরে আত্মার প্রভুকে আশীর্বাদ করে।
৫. আর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি আমি শুনতে পেলাম নির্বাচিত ব্যক্তিকে এবং আত্মার প্রভুর উপর ঝুলন্ত নির্বাচিত ব্যক্তিদের আশীর্বাদ করার জন্য।
৬. আর তৃতীয় কণ্ঠস্বরটি আমি পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য প্রার্থনা ও মধ্যস্থতা করতে শুনলাম এবং আত্মাদের প্রভুর নামে প্রার্থনা করতে শুনলাম।

৭. আর আমি চতুর্থ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যে শয়তানদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের দোষারোপ করার জন্য আত্মাদের প্রভুর সামনে আসতে নিষেধ করছিল।
৮. এরপর আমি শান্তির দূতকে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি আমার সাথে গিয়েছিলেন, যিনি আমাকে গোপন সবকিছু দেখিয়েছিলেন: 'এই চারটি উপস্থিতি কারা, যাদের আমি দেখেছি এবং যাদের কথা আমি শুনেছি এবং লিখে রেখেছি?'
9. আর তিনি আমাকে বললেন: 'প্রথমজন হলেন মীখায়েল, যিনি করুণাময় ও দীর্ঘসহিষ্ণু; এবং দ্বিতীয়জন, যিনি মানবসন্তানদের সমস্ত রোগ ও ক্ষতের উপরে নিযুক্ত, তিনি হলেন রাফায়েল; এবং তৃতীয়জন, যিনি সমস্ত শক্তির উপরে নিযুক্ত, তিনি হলেন গ্যাব্রিয়েল; এবং চতুর্থজন, যিনি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারীদের আশার জন্য অনুতাপের উপরে নিযুক্ত, তাঁর নাম ফনুয়েল।' আর এরা হলেন আত্মাদের প্রভুর চারজন ফেরেশতা এবং সেই সময়ে আমি যে চারটি কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।

অধ্যায় ৪১

১. এরপর আমি স্বর্গের সমস্ত গোপন রহস্য এবং রাজ্য কীভাবে বিভক্ত করা হয়েছে এবং মানুষের কর্ম কীভাবে পাল্লায় ওজন করা হয়েছে তা দেখলাম।
২. আর সেখানে আমি নির্বাচিতদের প্রাসাদ এবং পবিত্রদের প্রাসাদ দেখেছি, আর আমার চোখ সেখানে দেখেছিল সমস্ত পাপীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যারা আত্মাদের প্রভুর নাম অস্বীকার করে, এবং টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: এবং আত্মাদের প্রভুর কাছ থেকে আসা শাস্তির কারণে তারা টিকে থাকতে পারেনি।
৩. আর সেখানে আমার চোখ বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের গোপন রহস্য, এবং বাতাসের গোপন রহস্য, কীভাবে তারা পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্য বিভক্ত, এবং মেঘ ও শিশিরের গোপন রহস্য দেখেছিল, এবং সেখানে আমি দেখেছি যে কোথা থেকে তারা সেই জায়গায় আসে এবং কোথা থেকে তারা ধুলোময় পৃথিবীকে ভিজিয়ে দেয়।
৪. আর সেখানে আমি বদ্ধ কক্ষগুলি দেখতে পেলাম যেখান থেকে বাতাস বিভক্ত হয়, শিলাবৃষ্টি এবং বাতাসের কক্ষ, কুয়াশা এবং মেঘের কক্ষ, এবং এর মেঘ পৃথিবীর শুরু থেকেই পৃথিবীর উপর ঘোরাফেরা করে।
৫. আর আমি সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষগুলি দেখেছি, যেখান থেকে তারা এগিয়ে যায় এবং কোথায় ফিরে আসে, এবং তাদের মহিমান্বিত প্রত্যাবর্তন, এবং কীভাবে একটি অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের মহিমান্বিত কক্ষপথ, এবং কীভাবে তারা তাদের কক্ষপথ ত্যাগ করে না, এবং তারা তাদের কক্ষপথে কিছুই যোগ করে না এবং তারা তা থেকে কিছুই নেয় না, এবং তারা একে অপরের সাথে বিশ্বাস রাখে, যে শপথের মাধ্যমে তারা একে অপরের সাথে আবদ্ধ।
৬. আর প্রথমে সূর্য উদিত হয় এবং আত্মাদের প্রভুর আদেশ অনুসারে তার পথ অতিক্রম করে, এবং তাঁর নাম চিরকাল ধরে শক্তিশালী।
৭. এরপর আমি চাঁদের লুকানো ও দৃশ্যমান পথ দেখতে পেলাম, এবং সে দিনে ও রাতে সেই স্থানে তার পথের পথ সম্পন্ন করে - আত্মাদের প্রভুর সামনে একটি অন্যটির বিপরীত অবস্থান ধারণ করে। এবং তারা ধন্যবাদ ও প্রশংসা করে এবং বিশ্রাম নেয় না; কারণ তাদের কাছেই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশ্রাম।
৮. কারণ সূর্য প্রায়শই আশীর্বাদ বা অভিশাপের জন্য পরিবর্তিত হয়, আর চাঁদের পথ ধার্মিকদের জন্য আলো এবং পাপীদের জন্য অন্ধকার, প্রভুর নামে, যিনি আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে বিচ্ছেদ করেছেন, এবং মানুষের আত্মাকে বিভক্ত করেছেন, এবং ধার্মিকদের আত্মাকে শক্তিশালী করেছেন, তাঁর ধার্মিকতার নামে।
৯. কারণ কোন স্বর্গদূত বাধা দেয় না এবং কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না; কারণ তিনি তাদের সকলের জন্য একজন বিচারক নিযুক্ত করেন এবং তিনি তাঁর সামনে তাদের সকলের বিচার করেন।

অধ্যায় ৪২

১. জ্ঞান তার থাকার কোন জায়গা পেল না; তারপর স্বর্গে তাকে একটি বাসস্থান দেওয়া হল।
2. জ্ঞান মানুষের সন্তানদের মধ্যে বাস করার জন্য বেরিয়ে গেল, কিন্তু কোন বাসস্থান পেল না; জ্ঞান তার জায়গায় ফিরে গেল, এবং ফেরেশতাদের মধ্যে তার আসন গ্রহণ করল।
3. তার ঘর থেকে অন্যায় বেরিয়ে এল; যাদের সে খুঁজছিল না, তারা পেল না। মরুভূমিতে বৃষ্টির মতো, তৃষ্ণার্ত জমিতে শিশিরের মতো, তাদের সাথে বাস করল।

অধ্যায় ৪৩

১. আর আমি অন্যান্য বিদ্যুৎ চমক এবং আকাশের তারা দেখলাম, আর দেখলাম তিনি তাদের সকলকে তাদের নাম ধরে ডাকলেন এবং তারা তাঁর কথা শুনল।
২. আর আমি দেখলাম কিভাবে তাদের আলোর অনুপাত অনুসারে একটি ন্যায্য দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হচ্ছে: আমি তাদের স্থানের প্রস্থ এবং তাদের আবির্ভাবের দিন দেখেছি, এবং কীভাবে তাদের ঘূর্ণন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে: এবং আমি তাদের ঘূর্ণন দেখেছি ফেরেশতাদের সংখ্যা অনুসারে, এবং কীভাবে তারা একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখে।
৩. আর আমি আমার সাথে যে দেবদূত গিয়েছিলেন, যিনি আমাকে গোপন বিষয় দেখিয়েছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এগুলো কী?'
৪. আর তিনি আমাকে বললেন: 'আত্মাদের প্রভু তোমাকে তাদের প্যারাবোলিক অর্থ দেখিয়েছেন: এগুলি পবিত্রদের নাম যারা পৃথিবীতে বাস করে এবং চিরকাল ধরে আত্মাদের প্রভুর নামে বিশ্বাস করে।'

অধ্যায় ৪৪

বিদ্যুৎ চমকের ক্ষেত্রে আমি আরেকটি ঘটনা দেখেছি: কীভাবে কিছু তারা উত্থিত হয় এবং বিদ্যুৎ চমকে ওঠে এবং তাদের নতুন রূপের সাথে আলাদা হতে পারে না।

অধ্যায় ৪৫

১. আর এটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তাদের সম্পর্কে যারা পবিত্র ব্যক্তিদের বাসস্থান এবং আত্মাদের প্রভুর নাম অস্বীকার করে।
২. আর তারা স্বর্গে আরোহণ করবে না, আর পৃথিবীতেও আসবে না: পাপীদের ভাগ্য এমনই হবে, যারা আত্মাদের প্রভুর নাম অস্বীকার করেছে, যারা এইভাবে দুঃখকষ্ট ও ক্লেশের দিনের জন্য সংরক্ষিত।
৩. সেই দিন আমার নির্বাচিত ব্যক্তি গৌরবের সিংহাসনে বসবেন, এবং তাদের কাজ পরীক্ষা করবেন, এবং তাদের বিশ্রামের স্থান অসংখ্য হবে। এবং যখন তারা আমার নির্বাচিতদের এবং যারা আমার মহিমান্বিত নামকে ডাকে তাদের দেখবে তখন তাদের আত্মা তাদের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠবে:
৪. তারপর আমি আমার নির্বাচিত ব্যক্তিকে তাদের মধ্যে বাস করাবো। এবং আমি আকাশকে রূপান্তরিত করব এবং এটিকে চিরস্থায়ী আশীর্বাদ ও আলোয় পরিণত করব।
৫. আমি পৃথিবীকে রূপান্তরিত করব এবং আশীর্বাদের পাত্র করে তুলব: আর আমার নির্বাচিতদের সেখানে বাস করাব: কিন্তু পাপী ও দুষ্ট লোকেরা তাতে পা রাখবে না।
6. কারণ আমি আমার ধার্মিকদের শান্তি দিয়ে তৃপ্ত করেছি, আর আমার সামনে তাদের বাস করাইয়াছি: কিন্তু পাপীদের বিচার আমার কাছে আসন্ন, তাই আমি তাদের পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দেব।

অধ্যায় ৪৬

১. আর সেখানে আমি একজনকে দেখলাম যার মাথা ছিল দিনের মতো, আর মাথা ছিল পশমের মতো সাদা, আর তার সাথে ছিল আরেকজন সত্তা যার মুখমণ্ডল ছিল মানুষের মতো, আর তার মুখমণ্ডল ছিল পবিত্র ফেরেশতাদের একজনের মতো করুণায় পূর্ণ।
২. আর যে স্বর্গদূত আমার সাথে গিয়েছিলেন এবং আমাকে সমস্ত গোপন বিষয় দেখিয়েছিলেন, সেই মানবপুত্র সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কে ছিলেন, তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন এবং কেন তিনি দিনের প্রধানের সাথে গিয়েছিলেন? তিনি উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন: ইনিই মানবপুত্র যার ধার্মিকতা আছে, যার সাথে ধার্মিকতা বাস করে, এবং যিনি গোপন জিনিসের সমস্ত ধন প্রকাশ করেন।
৩. কারণ আত্মাদের প্রভু তাকেই মনোনীত করেছেন, এবং যার অংশ আত্মাদের প্রভুর সামনে চিরকালের জন্য ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রাধান্য পাবে।
৪. আর তুমি যাকে দেখেছ, সেই মনুষ্যপুত্র রাজাদের ও পরাক্রমশালীদের তাদের সিংহাসন থেকে এবং শক্তিশালীদের তাদের সিংহাসন থেকে উঠাবেন, এবং শক্তিশালীদের লাগাম খুলে দেবেন এবং পাপীদের দাঁত ভেঙে দেবেন।
৫. তিনি রাজাদের তাদের সিংহাসন ও রাজ্য থেকে নামিয়ে দেবেন, কারণ তারা তাঁর প্রশংসা ও প্রশংসা করে না, অথবা কোথা থেকে তাদের রাজ্য দেওয়া হয়েছে তা বিনয়ের সাথে স্বীকার করে না।
6. তিনি বলবানদের মুখ অবনত করবেন, এবং তাদের লজ্জায় পূর্ণ করবেন। অন্ধকার তাদের বাসস্থান হবে, পোকা তাদের বিছানা হবে, এবং তাদের বিছানা থেকে ওঠার কোন আশা থাকবে না, কারণ তারা আত্মাদের প্রভুর নাম উচ্চারণ করে না।
৭. আর এরা হল সেইসব লোক যারা আকাশের তারাদের বিচার করে, আর পরাৎপরের বিরুদ্ধে তাদের হাত তোলে, আর পৃথিবীতে পদদলিত হয়ে তার উপর বাস করে। আর তাদের সমস্ত কাজ অন্যায় প্রকাশ করে, আর তাদের ক্ষমতা তাদের ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে, আর তাদের বিশ্বাস তাদের হাতে তৈরি দেবতাদের উপর, আর তারা আত্মাদের প্রভুর নাম অস্বীকার করে,
৮. আর তারা তাঁর মণ্ডলীর ঘরগুলোকে, আর আত্মাদের প্রভুর নামে যারা বিশ্বাসী, তাদের উপর অত্যাচার করে।

অধ্যায় ৪৭

১. সেই দিনগুলিতে ধার্মিকদের প্রার্থনা এবং পৃথিবী থেকে ধার্মিকদের রক্ত আত্মাদের প্রভুর সামনে উঠে যাবে।
২. সেই দিনগুলিতে স্বর্গে বসবাসকারী পবিত্র ব্যক্তিরা এক কণ্ঠে একত্রিত হবেন এবং প্রার্থনা, প্রার্থনা এবং প্রশংসা করবেন, এবং আত্মাদের প্রভুর নামের প্রশংসা করবেন, ধার্মিকদের রক্তপাতের জন্য, এবং ধার্মিকদের প্রার্থনা আত্মাদের প্রভুর সামনে বৃথা না যায়, যাতে তাদের বিচার করা হয়, এবং তাদের চিরকাল কষ্টভোগ করতে না হয়।
৩. সেই দিনগুলিতে আমি দিনের প্রধানকে দেখলাম যখন তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসেছিলেন, এবং জীবিতদের পুস্তকগুলি তাঁর সামনে খোলা হয়েছিল: এবং উপরে স্বর্গে তাঁর সমস্ত বাহিনী এবং তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন,
৪. আর পবিত্রদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল; কারণ ধার্মিকদের সংখ্যা উৎসর্গ করা হয়েছিল, ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনা হয়েছিল, এবং আত্মাদের প্রভুর সামনে ধার্মিকদের রক্তের দাবি করা হয়েছিল।

অধ্যায় ৪৮

১. আর সেই স্থানে আমি ধার্মিকতার ঝর্ণা দেখতে পেলাম যা অক্ষয় ছিল: আর তার চারপাশে ছিল জ্ঞানের অনেক ঝর্ণা; আর তৃষ্ণার্ত সকলেই তা থেকে পান করল, আর জ্ঞানে পরিপূর্ণ হল, আর তাদের বাসস্থান ছিল ধার্মিক, পবিত্র ও নির্বাচিতদের সাথে।
2. আর সেই মুহূর্তে আত্মাদের প্রভুর সামনে মানবপুত্রের নামকরণ করা হয়েছিল, এবং দিনের প্রধানের সামনে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

৩. হ্যাঁ, সূর্য এবং চিহ্নগুলি সৃষ্টির আগে, আকাশের তারা তৈরি হওয়ার আগে, আত্মাদের প্রভুর সামনে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল।
4. তিনি ধার্মিকদের জন্য একটি লাঠি হবেন, যার উপর তারা স্থির থাকবে এবং পড়ে যাবে না। তিনি অইহুদীদের আলো এবং ভগ্ন হৃদয়ের লোকদের আশা হবেন।
৫. পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলে তাঁর সামনে মাথা নত করবে এবং উপাসনা করবে, এবং আত্মাদের প্রভুর প্রশংসা, আশীর্বাদ এবং আনন্দের গান গাইবে।
৬. আর এই কারণেই তিনি তাঁর সামনে মনোনীত এবং লুকানো ছিলেন, জগৎ সৃষ্টির আগে এবং চিরকালের জন্য।
৭. আর আত্মাদের প্রভুর জ্ঞান তাঁকে পবিত্র ও ধার্মিকদের কাছে প্রকাশ করেছে; কারণ তিনি ধার্মিকদের ভাগ্য রক্ষা করেছেন, কারণ তারা এই অধার্মিকতার জগৎকে ঘৃণা ও তুচ্ছ করেছে, এবং আত্মাদের প্রভুর নামে এর সমস্ত কাজ ও পথকে ঘৃণা করেছে: কারণ তাঁর নামে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, এবং তাঁর সদিচ্ছা অনুসারে তাদের জীবনের বিষয়ে এটি হয়েছে।
৪. এই দিনগুলিতে পৃথিবীর রাজারা অবনমিত হবে, আর যারা নিজেদের হাতের কাজের জন্য দেশ অধিকার করবে তারা শক্তিশালী হবে; কারণ তাদের যন্ত্রণা ও কষ্টের দিনে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।
৯. আর আমি তাদের আমার নির্বাচিতদের হাতে তুলে দেব: আগুনে খড়কুটার মতো তারা পবিত্রদের সামনে পুড়ে যাবে; জলে সীসার মতো তারা ধার্মিকদের সামনে ডুবে যাবে, এবং তাদের আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।
১০. তাদের কষ্টের দিনে পৃথিবীতে বিশ্রাম থাকবে, আর তাদের সামনে তারা পড়ে যাবে এবং আর উঠবে না: আর তাদের হাত ধরে তোলার জন্য কেউ থাকবে না: কারণ তারা আত্মাদের প্রভু এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে অস্বীকার করেছে। আত্মাদের প্রভুর নাম ধন্য হোক।

অধ্যায় ৪৯

।. কারণ জ্ঞান জলের মত ঢেলে দেওয়া হয়, আর তাঁর সামনে গৌরব চিরকাল ক্ষয় পায় না।
২. কারণ তিনি ন্যায়ের সমস্ত গোপন বিষয়ে পরাক্রমশালী, আর অধর্ম ছায়ার মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর তার কোনও স্থায়িত্ব থাকবে না; কারণ মনোনীত ব্যক্তি আত্মাদের প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর মহিমা চিরকাল থাকবে, আর তাঁর শক্তি সকল প্রজন্ম ধরে থাকবে।
৩. আর তাঁর মধ্যে বাস করেন জ্ঞানের আত্মা, অন্তর্দৃষ্টি দানকারী আত্মা, বুদ্ধি ও শক্তির আত্মা, এবং যারা ধার্মিকতায় ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের আত্মা।
৪. তিনি গোপন বিষয়ের বিচার করবেন, এবং কেউ তাঁর সামনে মিথ্যা কথা বলতে পারবে না; কারণ তিনি তাঁর সদিচ্ছা অনুসারে আত্মাদের প্রভুর সামনে নির্বাচিত ব্যক্তি।

অধ্যায় ৫০

১. সেই দিনগুলিতে পবিত্র ও নির্বাচিতদের জন্য পরিবর্তন ঘটবে, এবং দিনের আলো তাদের উপর থাকবে, এবং গৌরব ও সম্মান পবিত্রদের দিকে ফিরে আসবে,
২. সেই দুর্দশার দিনে যখন পাপীদের বিরুদ্ধে মন্দ জমা করা হবে। আর ধার্মিকরা আত্মাদের প্রভুর নামে বিজয়ী হবে: এবং তিনি অন্যদেরকে এই সাক্ষ্য দেবেন যাতে তারা অনুতপ্ত হয় এবং তাদের হাতের কাজ ত্যাগ করে।
৩. আত্মাদের প্রভুর নামে তাদের কোন সম্মান থাকবে না, তবুও তাঁর নামে তারা পরিত্রাণ পাবে, এবং আত্মাদের প্রভু তাদের প্রতি করুণা করবেন, কারণ তাঁর করুণা মহান।
৪. তিনি তাঁর বিচারেও ধার্মিক, আর তাঁর মহিমার সামনে অন্যায়ও টিকে থাকবে না: তাঁর বিচারে অনুতাপহীন ব্যক্তি তাঁর সামনে ধ্বংস হবে।
৫. আর এখন থেকে আমি তাদের প্রতি কোন দয়া করব না, আত্মাদের প্রভু বলেন।

অধ্যায় ৫১

১. সেই দিনগুলিতে পৃথিবীও যা তার উপর অর্পিত ছিল তা ফিরিয়ে দেবে, এবং পাতালও যা তার কাছে ছিল তা ফিরিয়ে দেবে, এবং নরক যা তার কাছে ছিল তা ফিরিয়ে দেবে।
2. আর তিনি তাদের মধ্য থেকে ধার্মিক ও পবিত্রদের বেছে নেবেন: কারণ তাদের পরিত্রাণের দিন কাছে এসে গেছে।
৩. সেই দিনগুলিতে নির্বাচিত ব্যক্তি আমার সিংহাসনে বসবেন, এবং তাঁর মুখ থেকে জ্ঞান ও পরামর্শের সমস্ত গোপন কথা বেরিয়ে আসবে: কারণ আত্মাদের প্রভু তাঁকে সেগুলো দিয়েছেন এবং তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন।
৪. সেই দিনগুলিতে পর্বতমালা ভেড়ার মত লাফাবে, আর উপপর্বতগুলো দুধে পরিতৃপ্ত মেষশাবকের মত লাফাবে, আর স্বর্গের সমস্ত দূতের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হবে।
৫. কারণ সেই দিনগুলিতে নির্বাচিত ব্যক্তি উঠবেন, এবং পৃথিবী আনন্দ করবে, এবং ধার্মিকরা তার উপর বাস করবে, এবং নির্বাচিতরা তার উপর দিয়ে চলবে।

অধ্যায় ৫২

।. এবং সেই দিনগুলির পরে সেই জায়গায় যেখানে আমি লুকানো জিনিসের সমস্ত দর্শন দেখেছি - কারণ আমাকে ঘূর্ণিঝড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তারা আমাকে পশ্চিম দিকে নিয়ে গিয়েছিল।
২. সেখানে আমার চোখ স্বর্গের সমস্ত গোপন জিনিস দেখতে পেল, যা হবে, লোহার পাহাড়, তামার পাহাড়, রূপার পাহাড়, সোনার পাহাড়, নরম ধাতুর পাহাড় এবং সীসার পাহাড়।
৩. আর আমি আমার সাথে যে স্বর্গদূত ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি গোপনে যা দেখেছি তা কী?'
৪. তিনি আমাকে বললেন: 'তুমি যা কিছু দেখেছ তা তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির কর্তৃত্বের সেবা করবে যাতে তিনি পৃথিবীতে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী হতে পারেন।'

৫. আর সেই শান্তির দূত আমাকে উত্তর দিলেন, বললেন: 'একটু অপেক্ষা করো, আর আত্মাদের প্রভুকে ঘিরে থাকা সমস্ত গোপন বিষয় তোমার কাছে প্রকাশিত হবে।'
৬. আর এই যে পর্বতমালা তুমি চোখে দেখেছো, লোহার পর্বত, তামার পর্বত, রূপার পর্বত, সোনার পর্বত, নরম ধাতুর পর্বত, এবং সীসার পর্বত, এই সকলই নির্বাচিত ব্যক্তির সামনে মোমের মত থাকবে: আগুনের সামনে, এবং উপর থেকে সেই পর্বতমালার উপর দিয়ে বয়ে আসা জলের মত, এবং তারা তার পায়ের সামনে শক্তিহীন হয়ে পড়বে।
৭. আর সেই দিনগুলিতে এমন হবে যে, সোনা বা রূপা দিয়ে কেউ রক্ষা পাবে না, আর কেউই পালাতে পারবে না।
8. যুদ্ধের জন্য লোহা থাকবে না, কেউ বুকপাটা পরবে না। পিতলের কোন কাজে আসবে না, টিনের কোন কাজে আসবে না এবং তার কোন মূল্য থাকবে না, এবং সীসার কোন চাহিদা থাকবে না।
৯. আর যখন নির্বাচিত ব্যক্তি আত্মাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত হবেন, তখন পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে এই সমস্ত জিনিস অস্বীকার করা হবে এবং ধ্বংস করা হবে।

অধ্যায় ৫৩

১. সেখানে আমার চোখ খোলা মুখ বিশিষ্ট একটি গভীর উপত্যকা দেখতে পেল, এবং পৃথিবী, সমুদ্র এবং দ্বীপপুঞ্জের সকলেই তাঁর কাছে উপহার, উপহার এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি আনবে, কিন্তু সেই গভীর উপত্যকা পূর্ণ হবে না।
২. তাদের হাত অন্যায় কাজ করে, আর পাপীরা যাদের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে তাদের সবাইকে গ্রাস করে: তবুও পাপীরা আত্মাদের প্রভুর সামনে ধ্বংস হবে, এবং তাদের তাঁর পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করা হবে, এবং তারা চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।
৩. কারণ আমি দেখেছি সমস্ত শাস্তির ফেরেশতারা সেখানে অবস্থান করছে এবং শয়তানের সমস্ত হাতিয়ার প্রস্তুত করছে।
৪. আর আমি আমার সাথে যাওয়া শান্তির দূতকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'তারা কার জন্য এই যন্ত্র প্রস্তুত করছে?'
৫. তিনি আমাকে বললেন: 'তারা এই পৃথিবীর রাজা এবং পরাক্রমশালীদের জন্য এগুলো প্রস্তুত করে, যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।'
৬. আর এর পরে ধার্মিক ও নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁর মণ্ডলীর ঘরকে আবির্ভূত করবেন: এখন থেকে আত্মাদের প্রভুর নামে তাদের আর বাধা দেওয়া হবে না।
7. তাঁর ধার্মিকতার সামনে এই পর্বতমালা পৃথিবীর মতো দাঁড়াবে না, কিন্তু পাহাড়গুলো জলের ঝর্ণার মতো হবে, আর ধার্মিকেরা পাপীদের অত্যাচার থেকে বিশ্রাম পাবে।

অধ্যায় ৫৪

১. আমি তাকিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ফিরে দেখলাম, সেখানে জ্বলন্ত আগুনের সাথে একটি গভীর উপত্যকা।
২. আর তারা রাজা ও পরাক্রমশালীদের এনে এই গভীর উপত্যকায় ফেলে দিতে শুরু করল।
৩. আর সেখানে আমার চোখ দেখেছিল কিভাবে তারা এগুলোকে তাদের যন্ত্র বানিয়েছে, অপরিমেয় ওজনের লোহার শিকল।
৪. আর আমি আমার সাথে যাওয়া শান্তির দূতকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এই শিকলগুলো কার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে?'
৫. আর তিনি আমাকে বললেন: 'এগুলো আজাজেলের সৈন্যদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, যাতে তারা তাদের ধরে সম্পূর্ণ নিন্দার অতল গহ্বরে ফেলে দেয়, এবং আত্মাদের প্রভুর আদেশ অনুসারে তারা তাদের চোয়াল রুক্ষ পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়।'
৬. আর সেই মহান দিনে মাইকেল, গ্যাব্রিয়েল, রাফায়েল এবং ফানুয়েল তাদের ধরে ফেলবেন এবং সেই দিন তাদের জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলে দেবেন, যাতে আত্মাদের প্রভু তাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন যা তারা শয়তানের অধীন হয়ে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বিপথে নিয়ে গেছে।
৭. 'আর সেই দিনগুলিতে আত্মাদের প্রভুর কাছ থেকে শাস্তি আসবে, এবং তিনি আকাশের উপরে অবস্থিত সমস্ত জলের কক্ষ এবং পৃথিবীর নীচের সমস্ত ঝর্ণা খুলে দেবেন।'
৮. আর সমস্ত জল জলের সাথে মিলিত হবে: আকাশের উপরে যা আছে তা হল পুংলিঙ্গ, আর পৃথিবীর নীচে যা আছে তা হল স্ত্রীলিঙ্গ।
৯. তারা পৃথিবীর সকলকে এবং আকাশের শেষ সীমানার নীচে বসবাসকারী সকলকে ধ্বংস করবে।
১০. যখন তারা পৃথিবীতে তাদের অন্যায় কাজগুলো বুঝতে পারবে, তখন এর দ্বারা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

অধ্যায় ৫৫

১. এরপর দিনের প্রধান অনুতপ্ত হয়ে বললেন: 'আমি বৃথাই পৃথিবীর সকলকে ধ্বংস করেছি।'
২. তিনি তাঁর মহান নামের শপথ করে বললেন: 'এখন থেকে আমি পৃথিবীর সকলের সাথে তা করব না, এবং আমি স্বর্গে একটি চিহ্ন স্থাপন করব: এবং এটি আমার এবং তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৎ বিশ্বাসের অঙ্গীকার হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গ পৃথিবীর উপরে থাকে। এবং এটি আমার আদেশ অনুসারে।'
৩. এই কারণে যখন আমি কষ্ট ও যন্ত্রণার দিনে ফেরেশতাদের হাত ধরে তাদের ধরতে চাইব, তখন আমি আমার শাস্তি ও ক্রোধ তাদের উপর চাপিয়ে দেব, আত্মাদের প্রভু ঈশ্বর বলেন।
৪. হে পৃথিবীর অধিবাসী পরাক্রমশালী রাজারা, তোমাদের আমার নির্বাচিত ব্যক্তিকে দেখতে হবে, তিনি কীভাবে গৌরবের সিংহাসনে বসে আছেন এবং আজাজেল, তার সমস্ত সহযোগী এবং তার সমস্ত সেনাবাহিনীর বিচার আত্মার প্রভুর নামে করেন।

অধ্যায় ৫৬

১. আর আমি সেখানে শাস্তির ফেরেশতাদের সৈন্যদলকে যেতে দেখলাম, আর তাদের হাতে ছিল চাবুক, লোহা ও ব্রোঞ্জের শিকল।

২. আর আমি শান্তির দূতকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে আমার সাথে গিয়েছিল, 'এই যারা চাবুক ধরে আছে তারা কাদের দিকে যাচ্ছে?'
৩. আর তিনি আমাকে বললেন: 'তাদের নির্বাচিত ও প্রিয়জনদের কাছে, যাতে তারা উপত্যকার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়।'
৪. আর তখন সেই উপত্যকা তাদের নির্বাচিত ও প্রিয়জনদের দ্বারা পূর্ণ হবে, এবং তাদের জীবনের দিনগুলি শেষ হয়ে যাবে, এবং তাদের বিপথগামী করার দিনগুলি তখন থেকে গণনা করা হবে না।
৫. সেই দিনগুলিতে ফেরেশতারা ফিরে আসবেন, এবং পূর্ব দিকে পার্থীয় ও মাদীয়দের উপর আক্রমণ করবেন। তারা রাজাদের উত্তেজিত করবে, যাতে তাদের উপর অস্থিরতার আত্মা নেমে আসে। তারা তাদের সিংহাসন থেকে তাদের জাগিয়ে তুলবে, যাতে তারা তাদের আস্তানা থেকে সিংহের মতো এবং তাদের পালের মধ্যে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মতো বেরিয়ে আসে।
6. তারা তাঁর মনোনীতদের দেশ উপরে উঠে পদদলিত করবে, আর তাঁর মনোনীতদের দেশ তাদের সামনে খামার ও রাজপথ হবে।
৭. কিন্তু আমার ধার্মিকদের শহর তাদের ঘোড়াদের জন্য বাধা হবে। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করবে, এবং তাদের ডান হাত নিজেদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হবে। কেউ তার ভাইকে, ছেলে তার বাবাকে, মাকে চিনবে না, যতক্ষণ না তাদের হত্যার মাধ্যমে মৃতদেহের সংখ্যা শেষ হয়ে যায় এবং তাদের শাস্তি বৃথা না যায়।
৮. সেই দিনগুলিতে পাতাল তার চোয়াল খুলে দেবে, এবং তারা তাতে গিলে ফেলা হবে, এবং তাদের ধ্বংস শেষ হবে; পাতাল নির্বাচিতদের সামনে পাপীদের গ্রাস করবে।

অধ্যায় ৫৭

১. এরপর আমি আরও একদল গাড়ি দেখতে পেলাম, আর তার উপর আরোহীরা পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ দিকে বাতাসের ধারায় আসছিল।
2. তাদের গাড়ির শব্দ শোনা গেল, এবং যখন এই গোলমাল ঘটেছিল তখন স্বর্গ থেকে পবিত্রগণ তা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং পৃথিবীর স্তম্ভগুলি তাদের স্থান থেকে সরে গিয়েছিল, এবং এর শব্দ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একদিনে শোনা গিয়েছিল।
৩. তারা সকলেই মাথা নত করে আত্মাদের প্রভুর উপাসনা করবে। আর এখানেই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সমাপ্তি।

অধ্যায় ৫৮

১. আর আমি ধার্মিক ও নির্বাচিতদের বিষয়ে তৃতীয় দৃষ্টান্তটি বলতে শুরু করলাম।
২. ধন্য তোমরা, ধার্মিক ও নির্বাচিত, কারণ তোমাদের অংশ মহিমান্বিত হবে।
৩. ধার্মিকেরা সূর্যের আলোতে থাকবে। আর নির্বাচিতরা অনন্ত জীবনের আলোতে থাকবে: তাদের জীবনের দিনগুলি অনন্তকাল স্থায়ী হবে, আর পবিত্রদের দিনগুলি অগণিত হবে।
৪. তারা আলোর সন্ধান করবে এবং আত্মাদের প্রভুর কাছে ধার্মিকতা পাবে: অনন্ত প্রভুর নামে ধার্মিকদের শান্তি থাকবে।
৫. এরপর স্বর্গের পবিত্র লোকদের বলা হবে, তারা যেন ধার্মিকতার গোপন রহস্য, বিশ্বাসের উত্তরাধিকার অনুসন্ধান করে: কারণ পৃথিবীতে সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এবং অন্ধকার কেটে গেছে।
৬. আর এমন এক আলো আসবে যা কখনও শেষ হবে না, আর নির্দিষ্ট দিনের সীমা পর্যন্ত তা আসবে না, কারণ প্রথমে অন্ধকার ধ্বংস হবে, আর আত্মাদের প্রভুর সামনে আলো প্রতিষ্ঠিত হবে, আর আত্মাদের প্রভুর সামনে ন্যায়ের আলো চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

অধ্যায় ৫৯

১. সেই দিনগুলিতে আমার চোখ বিদ্যুৎ চমকানোর গোপন রহস্য, আলোর রহস্য এবং তারা যে বিচার সম্পাদন করে এবং আত্মার প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী আশীর্বাদ বা অভিশাপের জন্য আলোকিত করে তা দেখেছিল।
2. আর সেখানে আমি বজ্রপাতের গোপন রহস্য দেখতে পেলাম, এবং যখন এটি আকাশে উপরে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন এর শব্দ শোনা যায়, এবং তিনি আমাকে পৃথিবীতে বিচারগুলি দেখালেন, তা সে মঙ্গল এবং আশীর্বাদের জন্য হোক, নাকি আত্মাদের প্রভুর বাক্য অনুসারে অভিশাপের জন্য হোক।
৩. এরপর আলো এবং বিদ্যুৎ চমকানোর সমস্ত গোপন রহস্য আমাকে দেখানো হয়েছিল, এবং তারা আশীর্বাদ এবং তৃপ্তির জন্য আলোকিত হয়।

অধ্যায় ৬০

১. পাঁচশো বছরের সপ্তম মাসে, হনোকের জীবনের চৌদ্দতম দিনে। সেই দৃষ্টান্তে আমি দেখেছি কিভাবে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে স্বর্গের আকাশ কেঁপে উঠল, এবং পরাৎপরের সেনাবাহিনী এবং দশ লক্ষ গুণ দশ হাজার ফেরেশতাগণ এক মহা উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।
2. আর দিনের প্রধান তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসেছিলেন, এবং ফেরেশতাগণ এবং ধার্মিকরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিলেন।
3. আর প্রচণ্ড কাঁপুনি আমাকে ধরল, আর ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরল, আর আমার কোমর ঝুলে গেল, আর আমার লাগাম গলে গেল, আর আমি উপুড় হয়ে পড়লাম।
৪. আর মীখায়েল পবিত্রদের মধ্য থেকে আরেকজন দূতকে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে উঠালেন, আর তিনি আমাকে উঠালেন, আর আমার আত্মা ফিরে এলো; কারণ আমি এই বাহিনীর দৃষ্টি, আকাশের কোলাহল ও কম্পন সহ্য করতে পারিনি। আর মীখায়েল আমাকে বললেন: 'তুমি কেন এমন দর্শনে উদ্বিগ্ন? আজ পর্যন্ত তাঁর করুণার দিনটি টিকে আছে; এবং তিনি পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতি করুণাময় ও দীর্ঘসহিষ্ণু ছিলেন।'

৫. আর যখন সেই দিন, ক্ষমতা, শাস্তি এবং বিচার আসবে, যা আত্মাদের প্রভু তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা ধার্মিক ব্যবস্থার উপাসনা করে না, যারা ধার্মিক বিচারকে অস্বীকার করে এবং যারা তাঁর নাম অনর্থক গ্রহণ করে - সেই দিনটি প্রস্তুত করা হয়েছে, নির্বাচিতদের জন্য একটি চুক্তি, কিন্তু পাপীদের জন্য একটি তদন্ত।
৬. যখন আত্মাদের প্রভুর শাস্তি তাদের উপর স্থাপিত হবে, তখন তা স্থির থাকবে যাতে আত্মাদের প্রভুর শাস্তি বৃথা না যায়, এবং এটি শিশুদের তাদের মায়েদের সাথে এবং শিশুদের তাদের পিতাদের সাথে হত্যা করবে। এরপর তাঁর করুণা এবং ধৈর্য অনুসারে বিচার হবে।
৭. সেই দিন দুটি দানব আলাদা হয়ে গেল, লিবিয়াথন নামে একটি স্ত্রী দানব, জলের ঝর্ণার উপরে সমুদ্রের অতল গহ্বরে বাস করার জন্য।
৮. কিন্তু পুরুষটির নাম বেহেমোথ, যে তার বুকে ডুইডাইন নামক একটি নির্জন প্রান্তরে বাস করত, সেই বাগানের পূর্বে যেখানে নির্বাচিত এবং ধার্মিকরা বাস করে, যেখানে আমার দাদাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, আদমের সপ্তম সন্তান, প্রথম মানুষ যাকে আত্মাদের প্রভু সৃষ্টি করেছিলেন।
৯. আর আমি অন্য দেবদূতকে অনুরোধ করলাম যেন সে আমাকে ঐ দানবদের শক্তি দেখায়, কিভাবে একদিন তাদের আলাদা করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, একজনকে সমুদ্রের অতল গহ্বরে, আর অন্যজনকে মরুভূমির শুষ্ক ভূমিতে।
১০. তিনি আমাকে বললেন: 'হে মানুষের সন্তান, এখানে তুমি কি লুকানো আছে তা জানতে চাইছো।'
১১. আর যে স্বর্গদূত আমার সাথে এসে আমাকে লুকানো জিনিস দেখালেন, তিনি আমাকে বললেন, আকাশের উপরে, পৃথিবীর নীচে, গভীরে, আকাশের শেষ প্রান্তে এবং আকাশের ভিত্তির উপরে কী আছে।
১২. এবং বাতাসের কক্ষগুলি, এবং বাতাসগুলি কীভাবে বিভক্ত হয়, এবং কীভাবে তাদের ওজন করা হয়, এবং বাতাসের প্রবেশদ্বারগুলি কীভাবে গণনা করা হয়, প্রতিটি বাতাসের শক্তি অনুসারে, চাঁদের আলোর শক্তি অনুসারে এবং উপযুক্ত শক্তি অনুসারে: এবং তারাগুলির তাদের নাম অনুসারে বিভাগ, এবং কীভাবে সমস্ত বিভাগ বিভক্ত।
১৩. এবং যেখানে তারা পড়ে, সেই স্থান অনুযায়ী বজ্রপাত, এবং বিদ্যুৎ চমকানোর জন্য তৈরি সমস্ত বিভাজন, এবং তাদের বাহিনী যাতে তারা তৎক্ষণাৎ বাধ্য হতে পারে।
১৪. কারণ বজ্রপাতের কিছু বিশ্রামের স্থান আছে যা এটি তার ঝাঁকুনির অপেক্ষায় থাকার সময় নির্ধারিত থাকে; এবং বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ অবিচ্ছেদ্য, এবং যদিও এক এবং অবিভক্ত নয়, তারা উভয়ই আত্মার মাধ্যমে একসাথে যায় এবং পৃথক হয় না।
১৫. যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন বজ্রধ্বনি তার কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে, এবং আত্মা ছোঁড়ার সময় থেমে যায় এবং তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়; কারণ তাদের ছোঁড়ার ভাণ্ডার বালির মতো, এবং তাদের প্রত্যেককে ছোঁড়ার সময় লাগাম দিয়ে আটকে রাখা হয়, এবং আত্মার শক্তি দ্বারা পিছনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত অনুসারে এগিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়।
১৬. আর সমুদ্রের আত্মা পুরুষালি এবং শক্তিশালী, এবং তার শক্তির শক্তি অনুসারে সে লাগাম দিয়ে এটিকে পিছনে টেনে নেয়, এবং একইভাবে এটি সামনের দিকে চালিত হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
১৭. আর তুষারপাতের আত্মা তার নিজের দেবদূত, আর শিলাবৃষ্টির আত্মা একজন ভালো দেবদূত।
১৮. আর তুষারের আত্মা তার শক্তির কারণে তার কক্ষ ত্যাগ করেছে -- সেখানে একটি বিশেষ আত্মা আছে, এবং যা তা থেকে উঠে আসে তা ধোঁয়ার মতো, এবং এর নাম হিম।
১৯. আর কুয়াশার আত্মা তাদের কক্ষে তাদের সাথে একত্রিত হয় না, বরং এর একটি বিশেষ কক্ষ আছে; কারণ আলো ও অন্ধকার, শীত ও গ্রীষ্ম উভয় সময়েই এর গতিপথ মহিমান্বিত, এবং এর কক্ষে একজন দেবদূত থাকেন।
২০. আর শিশিরের আত্মা আকাশের শেষ প্রান্তে বাস করে, এবং বৃষ্টির কক্ষের সাথে সংযুক্ত, এবং শীত ও গ্রীষ্মে এর গতিপথ: এবং এর মেঘ এবং কুয়াশার মেঘ সংযুক্ত, এবং একটি অন্যটিকে দান করে।
২১. আর যখন বৃষ্টির আত্মা তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন ফেরেশতারা এসে কক্ষটি খুলে তা বের করে আনে, এবং যখন এটি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তখন এটি পৃথিবীর জলের সাথে মিশে যায়। আর যখনই এটি পৃথিবীর জলের সাথে মিশে যায়...
22. কারণ জল পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য; কারণ তা স্বর্গের পরাৎপরের কাছ থেকে পৃথিবীর জন্য খাদ্য; তাই বৃষ্টির জন্য একটি পরিমাপ আছে, এবং ফেরেশতারা তা গ্রহণ করেন।
২৩. আর আমি ধার্মিকদের বাগানের দিকে এই জিনিসগুলো দেখেছি।
২৪. আর আমার সাথে থাকা শান্তির দূত আমাকে বললেন: 'ঈশ্বরের মহত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রস্তুত এই দুটি দানব, ... খাওয়াবে।

অধ্যায় ৬১

১. আর আমি সেই দিনগুলিতে দেখেছি কত লম্বা দড়ি দেওয়া হয়েছিল সেই ফেরেশতাদের, আর তারা ডানা মেলে উড়ে গেল, আর উত্তর দিকে চলে গেল।
২. আমি ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন ঐ ফেরেশতারা এই দড়িগুলো নিয়ে চলে গেল?" তিনি আমাকে বললেন, "তারা মাপতে গেছে।"
৩. আর আমার সাথে যে স্বর্গদূত ছিলেন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা ধার্মিকদের পরিমাপ এবং ধার্মিকদের দড়ি ধার্মিকদের কাছে নিয়ে আসবে, যাতে তারা চিরকাল আত্মাদের প্রভুর নামে নিজেদের স্থির রাখতে পারে।'
৪. নির্বাচিতরা নির্বাচিতদের সাথে বাস করতে শুরু করবে, এবং এগুলিই সেই পরিমাপ যা বিশ্বাসকে দেওয়া হবে, এবং যা ধার্মিকতাকে শক্তিশালী করবে।
৫. আর এই পরিমাপ পৃথিবীর গভীরতম স্থানের সমস্ত গোপন রহস্য উন্মোচন করবে, এবং যারা মরুভূমি দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং যারা পশুদের দ্বারা গ্রাস করা হয়েছে, এবং যারা সমুদ্রের মাছ দ্বারা গ্রাস করা হয়েছে, যাতে তারা

ফিরে আসতে পারে এবং নিজেদেরকে থাকতে পারে, নির্বাচিত ব্যক্তির দিনে; কারণ আত্মাদের প্রভুর সামনে কেউ ধ্বংস হবে না, এবং কেউ ধ্বংস হতে পারে না।
৬. আর উপরে স্বর্গে বসবাসকারী সকলেই এক আদেশ, এক শক্তি, এক স্বর এবং এক আগুনের মতো এক আলো পেল।
৭. আর তারা তাদের প্রথম বাক্যেই সেই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাল, এবং জ্ঞানের দ্বারা প্রশংসা ও প্রশংসা করল, আর তারা বাক্যে ও জীবনের আত্মায় জ্ঞানী ছিল।
৮. আর আত্মাদের প্রভু নির্বাচিত ব্যক্তিকে গৌরবের সিংহাসনে বসিয়েছেন। আর তিনি স্বর্গে পবিত্রদের সমস্ত কাজের বিচার করবেন, আর তাদের কাজ ওজন করা হবে,
৯. আর যখন তিনি তাঁর মুখ উত্তোলন করবেন, আত্মাদের প্রভুর নামের বাক্য অনুসারে তাদের গোপন পথের বিচার করার জন্য, এবং আত্মাদের প্রভুর ধার্মিক বিচারের পথ অনুসারে তাদের পথের বিচার করার জন্য, তখন তারা সকলে এক কণ্ঠে কথা বলবে এবং আশীর্বাদ করবে, এবং আত্মাদের প্রভুর নামকে মহিমান্বিত, মহিমান্বিত এবং পবিত্র করবে।
১০. তিনি আকাশের সমস্ত বাহিনীকে, উপরের সমস্ত পবিত্র বাহিনীকে, ঈশ্বরের বাহিনীকে, করূবীয়, সেরাফিন এবং ওফানিনকে, সমস্ত শক্তির দূতদের, সমস্ত রাজ্যপালদের দূতদের, নির্বাচিত ঈশ্বরকে এবং পৃথিবীর ও জলের উপরে অন্যান্য শক্তিকে ডাকবেন।
১১. সেই দিন সকলে এক কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, বিশ্বাসের আত্মায়, জ্ঞানের আত্মায়, ধৈর্যের আত্মায়, করুণার আত্মায়, বিচারের আত্মায়, শান্তির আত্মায় এবং মঙ্গলের আত্মায় আশীর্বাদ, মহিমান্বিত এবং উচ্চীকৃত হবে, এবং সকলে এক কণ্ঠে বলবে: "তিনি ধন্য, এবং আত্মাদের প্রভুর নাম চিরকাল ধন্য হোক।"
১২. যারা স্বর্গে ঘুমায় না, তারা সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করবে: স্বর্গে অবস্থিত সকল পবিত্র ব্যক্তিরা তাঁকে আশীর্বাদ করবেন, এবং জীবন উদ্যানে বসবাসকারী সকল নির্বাচিত ব্যক্তিরাও: এবং প্রতিটি আলোর আত্মা যারা তোমার পবিত্র নামকে আশীর্বাদ করতে, মহিমান্বিত করতে, প্রশংসা করতে এবং পবিত্র করতে সক্ষম, এবং সমস্ত প্রাণী চিরকাল তোমার নামকে অগণিতভাবে মহিমান্বিত করবে এবং ধন্যবাদ জানাবে।
১৩. কারণ আত্মাদের প্রভুর করুণা মহান, এবং তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু, এবং তাঁর সমস্ত কাজ এবং তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিছু তিনি ধার্মিক ও নির্বাচিতদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আত্মাদের প্রভুর নামে।

অধ্যায় ৬২

১. আর এইভাবে প্রভু রাজাদের, পরাক্রমশালীদের, উচ্চপদস্থদের এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের আদেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: 'তোমরা যদি নির্বাচিত ব্যক্তিকে চিনতে পারো, তাহলে তোমাদের চোখ খুলো এবং তোমাদের শিং উঁচু করো।'
২. আত্মাদের প্রভু তাঁকে তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, এবং তাঁর উপর ধার্মিকতার আত্মা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁর মুখের বাক্য সমস্ত পাপীকে হত্যা করে, এবং সমস্ত অধার্মিক তাঁর সামনে থেকে ধ্বংস হয়।
3. সেই দিন সমস্ত রাজা, পরাক্রমশালী, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং যারা পৃথিবীকে ধারণ করে, তারা দাঁড়াবে, এবং তারা দেখবে এবং চিনবে কিভাবে তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসে আছেন, এবং তাঁর সামনে ধার্মিকতার বিচার করা হবে, এবং তাঁর সামনে কোন মিথ্যা কথা বলা হবে না।
৪. তখন তাদের উপর প্রসববেদনার মতো যন্ত্রণা আসবে, আর প্রসববেদনা আসবে, যখন তার সন্তান গর্ভের মুখে প্রবেশ করবে, এবং প্রসববেদনা হবে।
৫. তাদের একদল অন্য দলের দিকে তাকাবে, আর তারা ভীত হবে, মুখ অবনত হবে, আর যখন তারা মানবপুত্রকে তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসে থাকতে দেখবে, তখন তাদের যন্ত্রণা গ্রাস করবে।
৬. রাজা, পরাক্রমশালী এবং পৃথিবীর অধিকারী সকলেই সকলের উপরে কর্তৃত্বকারী, যিনি গোপনে ছিলেন, তাঁকে আশীর্বাদ, মহিমা ও প্রশংসা করবে।
৭. কারণ আদি থেকেই মানবপুত্র গুপ্ত ছিলেন, আর পরমেশ্বর তাঁর পরাক্রমের সামনে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, এবং নির্বাচিতদের কাছে তাঁকে প্রকাশ করেছিলেন।
৮. আর নির্বাচিত ও পবিত্রদের মণ্ডলী বপন করা হবে, আর সেই দিন সমস্ত নির্বাচিত লোক তাঁর সামনে দাঁড়াবে।
৯. আর সমস্ত রাজা, পরাক্রমশালী, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং যারা পৃথিবী শাসন করে, তারা তাঁর সামনে মাথা নত করবে, এবং সেই মানবপুত্রের উপাসনা করবে এবং তাঁর উপর তাদের আশা রাখবে, এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁর কাছে করুণা প্রার্থনা করবে।
১০. তবুও আত্মাদের সেই প্রভু তাদের এত চাপ দেবেন যে তারা তাড়াহুড়ো করে তাঁর সামনে থেকে চলে যাবে, এবং তাদের মুখ লজ্জায় ভরে যাবে, এবং তাদের মুখের উপর অন্ধকার আরও গভীর হবে।
১১. তিনি তাদের শাস্তির জন্য ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেবেন, যেন তারা তাঁর সন্তানদের এবং তাঁর নির্বাচিতদের উপর অত্যাচার করেছে বলে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়।
১২. আর তারা ধার্মিক ও তাঁর নির্বাচিতদের জন্য এক আনন্দের বিষয় হবে: তারা তাদের উপর আনন্দ করবে, কারণ আত্মাদের প্রভুর ক্রোধ তাদের উপর বর্তাবে, এবং তাঁর তরবারি তাদের রক্তে মাতাল।
১৩. সেই দিন ধার্মিক ও নির্বাচিতরা রক্ষা পাবে, আর এরপর থেকে তারা আর কখনও পাপী ও অধার্মিকদের মুখ দেখতে পাবে না।
১৪. আত্মাদের প্রভু তাদের উপরে বাস করবেন, আর তারা সেই মানবপুত্রের সাথে খাবে, এবং চিরকাল ধরে শুয়ে থাকবে এবং উঠবে।
১৫. আর ধার্মিক ও নির্বাচিত লোকেরা পৃথিবী থেকে উঠে আসবে, আর তাদের মুখ আর বিষণ্ণ থাকবে না। আর তারা গৌরবের পোশাক পরবে,
১৬. আর এগুলো হবে আত্মাদের প্রভুর জীবনের পোশাক: আর তোমাদের পোশাক পুরনো হবে না, আত্মাদের প্রভুর সামনে তোমাদের গৌরব ম্লান হবে না।

অধ্যায় ৬৩

১. সেই দিনগুলিতে, পৃথিবীর অধিকারী পরাক্রমশালী এবং রাজারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন যেন তিনি তাদের শাস্তির ফেরেশতাদের কাছ থেকে কিছুটা অবকাশ দেন, যাদের কাছে তারা সমর্পিত হয়েছিল, যাতে তারা আত্মাদের প্রভুর সামনে মাথা নত করে উপাসনা করতে পারে এবং তাঁর সামনে তাদের পাপ স্বীকার করতে পারে।
2. তারা আত্মাদের প্রভুকে ধন্যবাদ ও মহিমা জানাবে এবং বলবে: 'ধন্য আত্মাদের প্রভু, রাজাদের প্রভু, পরাক্রমশালীদের প্রভু, ধনীদের প্রভু, গৌরবের প্রভু ও প্রজ্ঞার প্রভু,'
3. আর তোমার শক্তি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সকল গোপন বিষয়ে মহিমান্বিত, আর তোমার মহিমা চিরকাল স্থায়ী: তোমার সমস্ত গোপন কথা গভীর এবং অসংখ্য, আর তোমার ধার্মিকতা গণনার বাইরে।
৪. আমরা এখন শিখেছি যে আমাদের রাজাদের প্রভু এবং সকল রাজার উপরে রাজাকে মহিমান্বিত করা এবং প্রশংসা করা উচিত।
৫. তারা বলবে: 'আয়! আমরা যদি বিশ্রাম পেতাম, তাঁর প্রশংসা করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং তাঁর মহিমার সামনে আমাদের বিশ্বাস স্বীকার করতে!'
৬. আর এখন আমরা একটু বিশ্রামের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি কিন্তু পাই না: আমরা অনেক চেষ্টা করি কিন্তু পাই না: আর আমাদের সামনে থেকে আলো উধাও হয়ে গেছে, আর অন্ধকার চিরকালের জন্য আমাদের আবাসস্থল।
৭. কারণ আমরা তাঁর সামনে বিশ্বাস করিনি, আত্মাদের প্রভুর নাম মহিমান্বিত করিনি, আমাদের প্রভুর মহিমা ঘোষণা করিনি, বরং আমাদের আশা ছিল আমাদের রাজ্যের রাজদণ্ডে, এবং আমাদের মহিমায়।
৮. আমাদের দুঃখকষ্ট ও ক্লেশের দিনে তিনি আমাদের রক্ষা করেন না, এবং আমরা স্বীকার করার জন্য কোন অবকাশ পাই না যে, আমাদের প্রভু তাঁর সমস্ত কাজে, তাঁর বিচারে এবং তাঁর ন্যায়বিচারে সত্য, এবং তাঁর বিচারে কোনও ব্যক্তি পক্ষপাত নেই।
9. আর আমরা আমাদের কাজের জন্য তাঁর সামনে থেকে চলে যাই, আর আমাদের সমস্ত পাপ ধার্মিকতার সাথে গণনা করা হয়।
১০. এখন তারা নিজেদের মধ্যে বলবে: 'আমাদের আত্মা অন্যায় লাভে পরিপূর্ণ, কিন্তু তা আমাদেরকে এর মধ্য থেকে পাতালের বোঝায় নেমে যেতে বাধা দেয় না।'
১১. তারপর তাদের মুখ কালো হয়ে যাবে, আর মনুষ্যপুত্রের সামনে তারা লজ্জা পাবে। তারা তার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তার সামনে তরবারি তাদের মধ্যে থাকবে।
১২. আত্মাদের প্রভু এইভাবে বললেন: 'এটিই শক্তিমান, রাজা, উচ্চপদস্থ এবং যারা পৃথিবী অধিকার করে তাদের সম্পর্কে আদেশ এবং রায়।'

অধ্যায় ৬৪

১. এবং সেই জায়গায় লুকিয়ে থাকা অন্যান্য রূপগুলো আমি দেখেছি।
২. আমি ফেরেশতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন: 'এরা সেই ফেরেশতা যারা পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন এবং মানবসন্তানদের কাছে গোপন বিষয় প্রকাশ করেছিলেন এবং মানবসন্তানদের পাপে প্ররোচিত করেছিলেন।'

অধ্যায় ৬৫

১. সেই দিনগুলিতে নোহ দেখলেন যে পৃথিবী ডুবে গেছে এবং এর ধ্বংস নিকটবর্তী।
2. তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গেলেন এবং তাঁর দাদা হনোকের কাছে চিৎকার করে ডাকলেন: আর নোহ তিক্ত স্বরে তিনবার বললেন: "আমার কথা শোন, আমার কথা শোন, আমার কথা শোন।"
৩. আমি তাকে বললাম: 'আমাকে বলো তো, পৃথিবীতে এমন কী পড়ছে যে পৃথিবী এত খারাপ অবস্থায় পড়েছে এবং কাঁপছে, পাছে আমিও তার সাথে ধ্বংস হয়ে যাই?'
৪. তখন পৃথিবীতে এক বিরাট কোলাহল শুরু হল, আর স্বর্গ থেকে একটা শব্দ শোনা গেল, আর আমি উপুড় হয়ে পড়লাম।
৫. আমার দাদা হনোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'তুমি কেন এত কান্নাকাটি করে আমার কাছে চিৎকার করে কাঁদছো?'
৬. আর পৃথিবীতে বসবাসকারীদের সম্পর্কে প্রভুর কাছ থেকে এই আদেশ জারি হয়েছে যে, তাদের ধ্বংস সম্পন্ন হয়েছে কারণ তারা ফেরেশতাদের সমস্ত গোপন কথা, শয়তানদের সমস্ত দৌরাত্ম্য, তাদের সমস্ত শক্তি - সবচেয়ে গোপন কথা - এবং যারা জাদুবিদ্যা অনুশীলন করে তাদের সমস্ত শক্তি, জাদুবিদ্যার শক্তি এবং যারা সমগ্র পৃথিবীর জন্য ঝালাই করা প্রতিমা তৈরি করে তাদের শক্তি শিখেছে:
৭. এবং কিভাবে পৃথিবীর ধুলো থেকে রূপা উৎপন্ন হয়, এবং কিভাবে মাটিতে নরম ধাতু উৎপন্ন হয়।
৮. কারণ মাটি থেকে সীসা এবং টিন প্রথমটির মতো উৎপন্ন হয় না: এটি একটি ঝর্ণা যা এগুলি উৎপন্ন করে, এবং একজন দেবদূত তাতে দাঁড়িয়ে থাকেন, এবং সেই দেবদূতই সর্বশ্রেষ্ঠ।
৯. এরপর আমার দাদা হনোক আমার হাত ধরে আমাকে তুলে ধরলেন এবং বললেন: 'যাও, কারণ আমি পৃথিবীতে এই গোলমাল সম্পর্কে আত্মাদের প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করেছি।'
১০. তিনি আমাকে বললেন: "তাদের অন্যায়ের জন্য তাদের বিচার নির্ধারিত হয়েছে এবং আমি তা চিরকালের জন্য আটকে রাখব না। তারা যে জাদুবিদ্যা অনুসন্ধান করেছে এবং শিখেছে তার কারণে, পৃথিবী এবং তার বাসিন্দারা ধ্বংস হয়ে যাবে।"
১১. আর এরা -- তাদের চিরকালের জন্য অনুতাপের কোন স্থান নেই, কারণ তারা তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করেছে, এবং তারাই অভিশপ্ত: কিন্তু তোমার কথা বলতে গেলে, আমার পুত্র, আত্মাদের প্রভু জানেন যে তুমি পবিত্র, এবং গোপন বিষয়গুলির এই নিন্দা থেকে তুমি নির্দোষ।
১২. তিনি তোমার নাম পবিত্রদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন, আর পৃথিবীতে বসবাসকারীদের মধ্যে তোমাকে রক্ষা করবেন, আর তোমার ধার্মিক বংশকে রাজত্ব ও মহান

সম্মানের জন্য নিযুক্ত করেছেন, আর তোমার বংশ থেকে চিরকালের জন্য ধার্মিক ও পবিত্রের এক ঝর্ণা নির্গত হবে।

অধ্যায় ৬৬

১. এরপর তিনি আমাকে শাস্তির ফেরেশতাদের দেখালেন, যারা পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলের উপর বিচার ও ধ্বংস আনার জন্য পৃথিবীতে নীচের জলের সমস্ত শক্তি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।
২. আর আত্মাদের প্রভু সেই ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন যারা বেরিয়ে আসছিল, যেন তারা জলের উচ্চতা বৃদ্ধি না করে বরং তা নিয়ন্ত্রণে রাখে; কারণ সেই ফেরেশতারা জলের শক্তির উপরে ছিলেন।
৩. আর আমি হনোকের সামনে থেকে চলে গেলাম।

অধ্যায় ৬৭

১. সেই দিনগুলিতে ঈশ্বরের বাক্য আমার কাছে এলো, এবং তিনি আমাকে বললেন: 'নূহ, তোমার ভাগ্য আমার সামনে এসেছে, অনেক দোষ ছাড়াই, অনেক ভালোবাসা এবং ন্যায়পরায়ণতা।'
২. আর এখন ফেরেশতারা একটি কাঠের ভবন তৈরি করছে, আর যখন তারা সেই কাজটি সম্পন্ন করবে তখন আমি তার উপর আমার হাত রাখব এবং এটিকে রক্ষা করব, এবং এটি থেকে জীবনের বীজ বের হবে, এবং এমন একটি পরিবর্তন আসবে যাতে পৃথিবী বাসিন্দা ছাড়া থাকবে না।
৩. আমি তোমার বংশকে চিরকালের জন্য আমার সামনে স্থির রাখব, এবং তোমার সাথে যারা বাস করে তাদের আমি ছড়িয়ে দেব; পৃথিবীর বুকে তা ফলহীন হবে না, বরং প্রভুর নামে পৃথিবীতে তা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে এবং বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
৪. আর তিনি সেইসব ফেরেশতাদের বন্দী করবেন, যারা অন্যায় দেখিয়েছে, সেই জ্বলন্ত উপত্যকায় যা আমার দাদা হনোক পূর্বে পশ্চিমে সোনা, রূপা, লোহা, নরম ধাতু এবং টিনের পাহাড়ের মধ্যে আমাকে দেখিয়েছিলেন।
৫. আর আমি সেই উপত্যকাটি দেখলাম যেখানে প্রচণ্ড কম্পন এবং জলের কম্পন ছিল।
৬. আর যখন এই সব ঘটেছিল, সেই জ্বলন্ত গলিত ধাতু এবং সেই স্থানে তার কম্পন থেকে, সালফারের গন্ধ বের হচ্ছিল, এবং এটি সেই জলের সাথে সংযুক্ত ছিল, এবং মানবজাতিকে বিপথগামীকারী ফেরেশতাদের সেই উপত্যকা সেই ভূমির নীচে পুড়ে গিয়েছিল।
৭. আর এর উপত্যকা দিয়ে আগুনের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়, যেখানে এই ফেরেশতাদের শাস্তি দেওয়া হয় যারা পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বিপথগামী করেছিল।
৮. কিন্তু সেই জল সেই দিনগুলিতে রাজা, পরাক্রমশালী, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য, দেহের আরোগ্যের জন্য, কিন্তু আত্মার শাস্তির জন্য কাজ করবে; এখন তাদের আত্মা কামনায় পূর্ণ, যাতে তারা তাদের দেহে শাস্তি পায়, কারণ তারা আত্মার প্রভুকে অস্বীকার করেছে এবং প্রতিদিন তাদের শাস্তি দেখেছে, তবুও তাঁর নামে বিশ্বাস করে না।
৯. এবং তাদের দেহের দহন যত তীব্র হবে, ততই তাদের আত্মায় চিরকালের জন্য একই পরিবর্তন ঘটবে; কারণ আত্মাদের প্রভুর সামনে কেউ একটিও অলস কথা বলবে না।
১০. কারণ তাদের উপর বিচার আসবে, কারণ তারা তাদের দেহের কামনা-বাসনায় বিশ্বাস করে এবং প্রভুর আত্মাকে অস্বীকার করে।
১১. আর সেই দিনগুলিতে সেই একই জলরাশির পরিবর্তন হবে; কারণ যখন সেই ফেরেশতাদের এই জলরাশিতে শাস্তি দেওয়া হবে, তখন এই জলপ্রপাতগুলি তাদের তাপমাত্রা পরিবর্তন করবে, এবং যখন ফেরেশতারা উপরে উঠবে, তখন এই ঝর্ণার জল পরিবর্তিত হয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে।
১২. আর আমি মাইকেলকে উত্তর দিতে শুনলাম এবং বলতে লাগলাম: 'এই বিচারের মাধ্যমে ফেরেশতাদের বিচার করা হয়, যা পৃথিবীর অধিকারী রাজা এবং পরাক্রমশালীদের জন্য একটি সাক্ষ্য।'
১৩. কারণ এই বিচারের জল রাজাদের দেহের আরোগ্য এবং তাদের দেহের কামনা-বাসনা পূরণ করে; তাই তারা দেখতে পাবে না এবং বিশ্বাস করবে না যে সেই জল পরিবর্তিত হয়ে চিরকাল জ্বলন্ত আগুনে পরিণত হবে।

অধ্যায় ৬৮

১. এরপর আমার দাদা হনোক আমাকে দৃষ্টান্তের বইয়ের সমস্ত গোপন বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন যা তাকে দেওয়া হয়েছিল, এবং তিনি দৃষ্টান্তের বইয়ের কথায় আমার জন্য সেগুলি একত্রিত করেছিলেন।
২. আর সেদিন মাইকেল রাফায়েলকে উত্তর দিয়ে বললেন: 'রহস্যের বিচারের তীব্রতা, ফেরেশতাদের বিচারের তীব্রতা দেখে আত্মার শক্তি আমাকে বহন করে এবং কাঁপিয়ে তোলে: যে কঠোর বিচার কার্যকর করা হয়েছে এবং যার সামনে তারা গলে যায়, তা কে সহ্য করতে পারে?'
৩. মাইকেল আবার উত্তর দিলেন এবং রাফায়েলকে বললেন: 'কে এমন যার হৃদয় এই বিষয়ে নরম হয়নি, এবং যারা তাদের এভাবে বের করে এনেছে তাদের কারণে তাদের উপর যে বিচারের বাক্য এসেছে তাতে যার লাগাম বিচলিত হয়নি?'
৪. আর যখন তিনি আত্মাদের প্রভুর সামনে দাঁড়ালেন, তখন মাইকেল রাফায়েলকে বললেন: 'আমি প্রভুর চোখের সামনে তাদের অংশ নেব না; কারণ আত্মাদের প্রভু তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন কারণ তারা যেন প্রভু। অতএব, গোপন সবকিছু তাদের উপর চিরকালের জন্য আসবে; কারণ এতে কোন ফেরেশতা বা মানুষ তার অংশ পাবে না, বরং কেবল তারাই চিরকালের জন্য তাদের বিচার পেয়েছে।'

অধ্যায় ৬৯

১. এই বিচারের পর তারা ভয় দেখাবে এবং তাদের কাঁপিয়ে তুলবে কারণ তারা পৃথিবীর লোকদের কাছে এই বিষয়টি জানিয়েছে।

২. আর দেখো সেই ফেরেশতাদের নাম এবং তাদের নাম এই: তাদের মধ্যে প্রথমটি হল সামজা, দ্বিতীয়টি আরতাকিফা, এবং তৃতীয় আরমেন, চতুর্থ কাকাবল, পঞ্চম তুরিল, ষষ্ঠ রুমজাল, সপ্তম দাঞ্জাল, অষ্টম নাকাল, নবম বারাকেল, দশম আজাযেল, একাদশ আরমারস, দ্বাদশ বাতারজাল, ত্রয়োদশ বুসাসেজাল, চতুর্দশ হানানেল, পঞ্চদশ তুরেল, এবং ষোড়শ সিমাপেসিল, সপ্তদশ জেত্রেল, আঠারোতম তুমাল, উনিশতম তুরেল, বিংশতম রুমায়েল, একবিংশ আজাযেল।

৩. আর এরা হল তাদের ফেরেশতাদের সর্দার এবং তাদের নাম, এবং তাদের সর্দাররা যারা শত শত, পঞ্চাশ শত এবং দশ শতকের উপর।

৪. প্রথম জেকনের নাম: অর্থাৎ, যিনি ঈশ্বরের সমস্ত পুত্রকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাদের পৃথিবীতে নামিয়েছিলেন, এবং মানুষের কন্যাদের মাধ্যমে তাদের বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৫. দ্বিতীয়জনের নাম ছিল আসবীল: সে ঈশ্বরের পবিত্র পুত্রদের মন্দ পরামর্শ দিত এবং তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করত যাতে তারা মানব কন্যাদের সাথে তাদের দেহকে অশুচি করে।

৬. তৃতীয়জনের নাম ছিল গাদ্রিয়েল: তিনিই মানবসন্তানদের মৃত্যুর সমস্ত আঘাত দেখিয়েছিলেন, এবং তিনি হবাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং মানবসন্তানদের মৃত্যুর অস্ত্র - ঢাল, বর্ম, যুদ্ধের জন্য তরবারি এবং মানবসন্তানদের মৃত্যুর সমস্ত অস্ত্র দেখিয়েছিলেন।

৭. আর তাঁর হাত থেকে তারা সেই দিন থেকে চিরকাল পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছে।

৮. চতুর্থজনের নাম ছিল পেনেমু: তিনি মানবসন্তানদের তেতো ও মিষ্টি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের জ্ঞানের সমস্ত গোপন রহস্যও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৯. তিনি মানবজাতিকে কালি ও কাগজ দিয়ে লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এর ফলে অনেকেই অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল এবং আজ পর্যন্ত পাপ করেছে।

১০. কারণ মানুষকে এমন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি যে, তারা কলম ও কালি দিয়ে তাদের সৎ বিশ্বাসের প্রমাণ দেবে।

১১. কারণ মানুষকে ঠিক ফেরেশতাদের মতোই সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই উদ্দেশ্যে যে তারা পবিত্র ও ধার্মিকভাবে চলতে থাকবে, এবং মৃত্যু, যা সবকিছু ধ্বংস করে, তাদের ধরে ফেলতে পারত না, কিন্তু এই জ্ঞানের মাধ্যমে তারা ধ্বংস হচ্ছে, এবং এই শক্তির মাধ্যমে এটি আমাকে গ্রাস করছে।

১২. পঞ্চম পুত্রের নাম ছিল কাসদেজা: তিনিই মনুষ্যসন্তানদের আত্মা ও দানবদের সমস্ত দুষ্ট আঘাত, গর্ভের ভ্রূণের আঘাত, যাতে এটি চলে যায়, এবং আত্মার আঘাত, সাপের কামড়, এবং দুপুরের তাপে যে আঘাত আসে, তা দেখিয়েছিলেন, তাবা'য়েট নামক সর্পের পুত্র।

১৩. আর এই হলো কাসবিলের কাজ, যিনি পবিত্র ব্যক্তিদের কাছে যে শপথটি প্রদর্শন করেছিলেন, যখন তিনি মহিমান্বিতভাবে উচ্চে অবস্থান করেছিলেন, তার প্রধান, এবং এর নাম বিকা।

১৪. এই স্বর্গদূত মাইকেলকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাকে সেই গোপন নামটি দেখান, যাতে তিনি শপথের মাধ্যমে তা উচ্চারণ করতে পারেন, যাতে সেই নাম এবং শপথের সামনে যারা কাঁপে, যিনি মানবসন্তানদের কাছে গোপনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করেছেন।

১৫. আর এই শপথের শক্তি এটাই, কারণ এটি শক্তিশালী এবং শক্তিশালী, এবং তিনি এই শপথ আকায়েকে মাইকেলের হাতে তুলে দিলেন।

১৬. আর এই শপথের গোপন রহস্যগুলো হলো... আর এগুলো তার শপথের মাধ্যমে শক্তিশালী: আর পৃথিবী সৃষ্টির আগেই আকাশ ঝুলে ছিল, এবং চিরকালের জন্য।

১৭. আর তার মাধ্যমেই পৃথিবী জলের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর পাহাড়ের গোপন গর্ত থেকে সুন্দর জলধারা নির্গত হয়, পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।

১৮. আর সেই শপথের মাধ্যমে সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ভিত্তি হিসেবে তিনি তার ক্রোধের সময় থেকে বালি স্থাপন করেছিলেন, এবং পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এটি এর বাইরে যাওয়ার সাহস করে না।

১৯. আর সেই শপথের মাধ্যমেই গভীর জলরাশি দৃঢ় করা হয়েছে, এবং অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তাদের স্থান থেকে স্থির থাকবে এবং নড়বে না।

২০. আর সেই শপথের মাধ্যমে সূর্য ও চন্দ্র তাদের গতিপথ সম্পূর্ণ করে, এবং অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তাদের নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয় না।

২১. আর সেই শপথের মাধ্যমে তারারা তাদের পথ সম্পূর্ণ করে, আর তিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন, আর তারা অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর ডাকে সাড়া দেয়।

22. একইভাবে জলের আত্মা, বাতাসের আত্মা, সমস্ত তুষারকণা, এবং বাতাসের সমস্ত প্রান্ত থেকে তাদের পথ।

২৩. আর সেখানে বজ্রপাতের শব্দ এবং বিদ্যুৎ চমকানোর আলো সংরক্ষিত আছে; আর সেখানে শিলাবৃষ্টির কক্ষ, হিমের কক্ষ, কুয়াশার কক্ষ, বৃষ্টি ও শিশিরের কক্ষ সংরক্ষিত আছে।

২৪. আর এরা সকলেই বিশ্বাস করে এবং আত্মাদের প্রভুর সামনে ধন্যবাদ জানায়, এবং তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে মহিমান্বিত করে, এবং তাদের খাদ্য হল প্রতিটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজে: তারা চিরকাল ধরে আত্মাদের প্রভুর নামকে ধন্যবাদ, মহিমান্বিত এবং প্রশংসা করে।

২৫. আর এই শপথ তাদের উপর প্রবল, এবং এর মাধ্যমে তারা রক্ষা পায় এবং তাদের পথ রক্ষা পায়, এবং তাদের পথ ধ্বংস হয় না।

২৬. আর তাদের মধ্যে মহা আনন্দ হল। আর তারা ঈশ্বরের প্রশংসা, মহিমা ও প্রশংসা করতে লাগল, কারণ মানবপুত্রের নাম তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল।

27. তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসেছিলেন, আর বিচারের ভার মানবপুত্রকে দেওয়া হয়েছিল, আর তিনি পাপীদের পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দিলেন, আর যারা পৃথিবীকে বিপথে নিয়ে গেছে তাদেরও।

28. তাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হবে, তাদের ধ্বংসের স্থানে বন্দী করা হবে, এবং তাদের সমস্ত কাজ পৃথিবীর বুক থেকে উধাও হয়ে যাবে।

29. আর এখন থেকে কিছুই ক্ষয়ী হবে না; কারণ সেই মানবপুত্র আবির্ভূত হয়েছেন, এবং তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসেছেন, এবং তাঁর সামনে থেকে সমস্ত মন্দতা লোপ পাবে, এবং সেই মানবপুত্রের বাক্য আত্মাদের প্রভুর সামনে শক্তিশালী হবে।

অধ্যায় ৭০

১. আর এর পরে এমনটি ঘটেছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নাম মানবপুত্রের নামে এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে আত্মাদের প্রভুর নামে উচ্চে উত্থিত হয়েছিল।
২. আর তাকে আত্মার রথের উপরে উঁচুতে তোলা হয়েছিল এবং তার নাম তাদের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।
৩. আর সেই দিন থেকে আমি আর তাদের মধ্যে গণ্য হইনি: এবং তিনি আমাকে দুই বাতাসের মাঝখানে, উত্তর ও পশ্চিমের মাঝখানে স্থাপন করলেন, যেখানে ফেরেশতারা আমার জন্য নির্বাচিত ও ধার্মিকদের জন্য স্থান পরিমাপ করার জন্য দড়ি নিয়েছিলেন।
৪. আর সেখানে আমি প্রথম পিতৃপুরুষদের এবং ধার্মিকদের দেখেছি যারা আদি থেকে সেই স্থানে বাস করে আসছে।

অধ্যায় ৭১

১. এরপর আমার আত্মা স্থানান্তরিত হল, এবং স্বর্গে আরোহণ করল: আর আমি ঈশ্বরের পবিত্র পুত্রদের দেখলাম। তারা আগুনের শিখার উপর পা রাখছিল: তাদের পোশাক সাদা ছিল এবং তাদের পোশাক ছিল, এবং তাদের মুখমণ্ডল তুষারের মতো উজ্জ্বল ছিল।
2. আর আমি দুটি আগুনের স্রোত দেখতে পেলাম, আর সেই আগুনের আলো কচুরিপানার মতো জ্বলছিল, আর আমি আত্মাদের প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে পড়লাম।
৩. আর প্রধান ফেরেশতাদের একজন, দেবদূত মাইকেল আমার ডান হাত ধরে আমাকে তুলে নিলেন এবং সমস্ত গোপন রহস্যের মধ্যে নিয়ে গেলেন, এবং তিনি আমাকে ধার্মিকতার সমস্ত গোপন রহস্য দেখালেন।
4. আর তিনি আমাকে আকাশের শেষ প্রান্তের সমস্ত গোপন স্থান, সমস্ত তারার সমস্ত কক্ষ এবং সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখালেন, যেখান থেকে তারা পবিত্রগণের সামনে থেকে বেরিয়ে আসে।
৫. আর তিনি আমার আত্মাকে স্বর্গের স্বর্গে স্থানান্তরিত করলেন, আর আমি সেখানে স্ফটিক দিয়ে তৈরি একটি কাঠামোর মতো দেখতে পেলাম, আর সেই স্ফটিকগুলির মধ্যে জীবন্ত আগুনের জিহ্বা।
৬. আর আমার আত্মা সেই আগুনের ঘরের কোমরবন্ধনী দেখতে পেল, আর তার চার পাশে ছিল জীবন্ত আগুনে ভরা স্রোত, আর তারা সেই ঘরটিকে কোমরবন্ধনী দিয়ে আবৃত করেছিল।
৭. আর চারপাশে ছিল সেরাফিন, করূবিক এবং ওফানিন: আর এরা হল তারা যারা ঘুমায় না, এবং তাঁর মহিমার সিংহাসন রক্ষা করে।
৮. আর আমি দেখলাম, অগণিত স্বর্গদূতেরা, এক হাজার, দশ হাজার গুণ দশ হাজার, সেই ঘরটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাইকেল, রাফায়েল, গ্যাব্রিয়েল, ফানুয়েল, আর স্বর্গের উপরে অবস্থিত পবিত্র স্বর্গদূতেরা, সেই ঘর থেকে ভেতরে-বাইরে যাতায়াত করছে।
৯. আর তারা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আর মাইকেল, গ্যাব্রিয়েল, রাফায়েল, ফানুয়েল, আর অসংখ্য পবিত্র ফেরেশতা।
১০. আর তাদের সাথে থাকবে দিনের প্রধান, তাঁর মাথা পশমের মতো সাদা ও বিশুদ্ধ, আর তাঁর পোশাক অবর্ণনীয়।
১১. আমি উপুড় হয়ে পড়লাম, আর আমার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল, আর আমার আত্মা রূপান্তরিত হল; আর আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম, . . . শক্তির আত্মায়, আর ধন্য, মহিমান্বিত ও প্রশংসিত।
১২. আর আমার মুখ থেকে বের হওয়া এই আশীর্বাদগুলো সেই দিনের প্রধানের সামনে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল।
১৩. আর সেই দিনের প্রধান মাইকেল, গ্যাব্রিয়েল, রাফায়েল এবং ফানুয়েল সহ হাজার হাজার, দশ হাজার অগণিত ফেরেশতাদের সাথে এসেছিলেন।
১৪. তিনি আমার কাছে এসে তাঁর কণ্ঠে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন: 'ইনিই মানবপুত্র যিনি ধার্মিকতার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন; এবং ধার্মিকতা তাঁর উপরে থাকে, এবং দিনের প্রধানের ধার্মিকতা তাঁকে ত্যাগ করে না।'
১৫. আর তিনি আমাকে বললেন: 'তিনি তোমাকে আগামী জগতের নামে শান্তি ঘোষণা করছেন; কারণ জগৎ সৃষ্টির সময় থেকেই শান্তি চলে আসছে, আর তোমার প্রতি চিরকাল, চিরকাল এবং চিরকাল থাকবে।'
১৬. আর সকলেই তাঁর পথে চলবে, কারণ ধার্মিকতা তাঁকে কখনও ত্যাগ করে না। তাঁর সাথেই থাকবে তাদের বাসস্থান এবং তাঁর সাথেই থাকবে তাদের অধিকার। তারা চিরকাল তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।
১৭. আর সেই মানবপুত্রের আয়ু দীর্ঘ হবে, আর ধার্মিকেরা শান্তি পাবে ও সরল পথ পাবে, আত্মাদের প্রভুর নামে, চিরকাল ধরে।

অধ্যায় ৭২

১. স্বর্গের জ্যোতিষ্কদের গতিপথের বই, প্রত্যেকের সম্পর্ক, তাদের শ্রেণী অনুসারে, তাদের রাজত্ব অনুসারে, তাদের ঋতু অনুসারে, তাদের নাম অনুসারে, উৎপত্তিস্থল অনুসারে এবং তাদের মাস অনুসারে, যা পবিত্র দেবদূত উরিয়েল, যিনি আমার সাথে ছিলেন, যিনি তাদের পথপ্রদর্শক, আমাকে দেখিয়েছিলেন; এবং তিনি আমাকে তাদের সমস্ত আইন ঠিক যেমন আছে তেমনই দেখিয়েছিলেন, এবং বিশ্বের সমস্ত বছর এবং অনন্তকাল পর্যন্ত, নতুন সৃষ্টি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যা অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
২. আর এটিই জ্যোতিষ্কের প্রথম সূত্র: জ্যোতিষ্ক সূর্য স্বর্গের পূর্ব দিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
৩. আর আমি ছয়টি দরজা দেখলাম যেখানে সূর্য ওঠে, এবং ছয়টি দরজা যেখানে সূর্য অস্ত যায় এবং চাঁদ ওঠে এবং অস্ত যায়, এবং তারার নেতা এবং তারা যাদের নেতৃত্ব দেয়:

পূর্ব দিকে ছয়টি এবং পশ্চিমে ছয়টি, এবং সবাই একে অপরকে যথাযথভাবে অনুরূপ ক্রমে অনুসরণ করছে: এই দরজাগুলির ডান এবং বামেও অনেক জানালা ছিল।
৪. আর প্রথমে সূর্য নামে এক মহান জ্যোতির্ময় বেরিয়ে আসেন, আর তাঁর পরিধি আকাশের পরিধির মতো, এবং তিনি আলোকিত ও উত্তপ্ত আগুনে পূর্ণ।
৫. যে রথে তিনি আরোহণ করেন, বাতাস তাকে চালিত করে, এবং সূর্য স্বর্গ থেকে অস্ত যায় এবং পূর্ব দিকে পৌঁছানোর জন্য উত্তর দিকে ফিরে আসে, এবং এতটাই পরিচালিত হয় যে তিনি উপযুক্ত প্রবেশদ্বারে আসেন এবং স্বর্গের মুখে আলোকিত হন।
৬. এইভাবে সে প্রথম মাসেই গ্রেট পোর্টালে উঠে আসে, যা কাস্টের ছয়টি পোর্টালের মধ্যে চতুর্থ।
৭. আর চতুর্থ দরজায়, যেখান থেকে প্রথম মাসে সূর্য ওঠে, সেখানে বারোটি জানালা খোলা থাকে, যেখান থেকে যখন ঋতু অনুযায়ী এগুলো খোলা হয়, তখন আগুন জ্বলে ওঠে।
৮. যখন সূর্য আকাশে উদিত হয়, তখন সে পরপর ত্রিশ সকালে চতুর্থ দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং আকাশের পশ্চিমে চতুর্থ দরজায় সঠিকভাবে অস্ত যায়।
৯. আর এই সময়ে দিন প্রতিদিন লম্বা হয় এবং রাত্রি রাত্রিকাল ছোট হয় ত্রিশতম সকাল পর্যন্ত।
১০. সেই দিন দিন রাতের চেয়ে এক নবম অংশ দীর্ঘ হয়, এবং দিন ঠিক দশ ভাগ এবং রাত আট ভাগ।
১১. আর সূর্য চতুর্থ দরজা থেকে উদিত হয়, চতুর্থ দরজায় অস্ত যায় এবং ত্রিশ সকালে পূর্বের পঞ্চম দরজায় ফিরে আসে, এবং সেখান থেকে উদিত হয় এবং পঞ্চম দরজায় অস্ত যায়।
১২. তারপর দিন দুই ভাগ করে লম্বা হয়ে এগারো ভাগে পরিণত হয়, আর রাত ছোট হয়ে সাত ভাগে পরিণত হয়।
১৩. এবং এটি পূর্ব দিকে ফিরে আসে এবং ষষ্ঠ প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করে এবং তার রাশির কারণে ষষ্ঠ প্রবেশদ্বারে একত্রিশ সকালে উদিত এবং অস্ত যায়।
১৪. সেই দিন দিন রাতের চেয়ে লম্বা হয়ে যায়, এবং দিন রাতের দ্বিগুণ হয়ে যায়, এবং দিন বারো ভাগে বিভক্ত হয়, এবং রাত ছোট হয়ে ছয় ভাগে বিভক্ত হয়।
১৫. আর সূর্য উপরে উঠে দিনকে ছোট এবং রাতকে দীর্ঘ করে, এবং সূর্য পূর্ব দিকে ফিরে ষষ্ঠ প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করে, এবং সেখান থেকে উদিত হয় এবং ত্রিশটি সকাল অস্ত যায়।
১৬. আর যখন ত্রিশটি সকাল পূর্ণ হয়, তখন দিন ঠিক এক ভাগ কমে এগারো ভাগে পরিণত হয়, আর রাত সাত ভাগে পরিণত হয়।
১৭. আর সূর্য পশ্চিমে ষষ্ঠ প্রবেশদ্বার থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে যায় এবং ত্রিশ সকালের জন্য পঞ্চম প্রবেশদ্বারে উদিত হয় এবং পঞ্চম পশ্চিম প্রবেশদ্বারে আবার পশ্চিমে অস্ত যায়।
১৮. সেই দিন দিন দুই ভাগ কমে দশ ভাগে এবং রাত আট ভাগে পরিণত হয়।
১৯. আর সূর্য পঞ্চম দরজা থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের পঞ্চম দরজায় অস্ত যায়, এবং তার রাশির কারণে একত্রিশ ভোরে চতুর্থ দরজায় উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।
২০. সেদিন দিন রাতের সমান হয়ে যায় এবং দৈর্ঘ্য সমান হয়ে যায়, এবং রাত নয় ভাগে এবং দিন নয় ভাগে পরিণত হয়।
২১. আর সূর্য সেই দরজা থেকে উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায়, এবং পূর্ব দিকে ফিরে আসে এবং ত্রিশ সকালে তৃতীয় দরজায় উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায় তৃতীয় দরজায়।
২২. আর সেই দিন রাত দিনের চেয়ে লম্বা হয়ে যায়, রাত রাতের চেয়ে লম্বা হয়ে যায়, এবং দিন দিনের চেয়ে ছোট হয়ে যায় ত্রিশতম সকাল পর্যন্ত, এবং রাত ঠিক দশ ভাগের সমান এবং দিন আট ভাগের সমান।
২৩. আর সূর্য ঐ তৃতীয় দরজা থেকে উদিত হয় এবং পশ্চিমে তৃতীয় দরজায় অস্ত যায় এবং পূর্ব দিকে ফিরে আসে, এবং ত্রিশটি সকাল পূর্বের দ্বিতীয় দরজায় উদিত হয় এবং একইভাবে স্বর্গের পশ্চিমে দ্বিতীয় দরজায় অস্ত যায়।
২৪. আর সেদিন রাত্রি এগারো ভাগ এবং দিন সাত ভাগ।
২৫. আর সেই দিন সূর্য দ্বিতীয় দরজা থেকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় দরজায় অস্ত যায়, এবং একত্রিশ দিনের জন্য পূর্ব দিকে প্রথম দরজায় ফিরে আসে এবং স্বর্গের পশ্চিম দিকে প্রথম দরজায় অস্ত যায়।
২৬. আর সেই দিন রাত্রি দীর্ঘ হয়ে দিনের দ্বিগুণ হয়ে যায়: আর রাত্রি ঠিক বারো ভাগের সমান এবং দিন ছয় ভাগের সমান।
২৭. আর সূর্য তার কক্ষপথের বিভিন্ন বিভাগ অতিক্রম করে আবার সেই বিভাগগুলিতে ঘুরে ত্রিশ সকালে সেই প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করে এবং তার বিপরীতে পশ্চিমে অস্ত যায়।
২৮. আর সেই রাতে রাতের দৈর্ঘ্য এক নবম ভাগ কমে যায়, এবং রাত এগারো ভাগে এবং দিন সাত ভাগে পরিণত হয়।
২৯. আর সূর্য ফিরে এসেছে এবং পূর্ব দিকের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করেছে, এবং ত্রিশ সকালের জন্য তার কক্ষপথের সেই বিভাগগুলিতে ফিরে এসেছে, উদিত এবং অস্তমিত।
৩০. আর সেদিন রাতের দৈর্ঘ্য কমে যায়, আর রাত দশ ভাগে এবং দিন আট ভাগে পরিণত হয়।
৩১. আর সেই দিন সূর্য সেই দরজা থেকে উদিত হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়, এবং পূর্ব দিকে ফিরে আসে, এবং তৃতীয় দরজা থেকে একত্রিশটা সকালে উদিত হয়, এবং আকাশের পশ্চিমে অস্ত যায়।
৩২. সেই দিন রাত্রি কমে নয় ভাগে পরিণত হয়, আর দিন নয় ভাগে পরিণত হয়, আর রাত্রি দিনের সমান হয় এবং বছরটি ঠিক তার দিনের সমান হয় তিনশো চৌষট্টি।
৩৩. আর দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য, এবং দিন ও রাতের সংক্ষিপ্ততা দেখা দেয় -- সূর্যের গতিপথের মাধ্যমে এই পার্থক্যগুলি তৈরি হয়।
৩৪. ফলে এর গতিপথ প্রতিদিন দীর্ঘতর হয় এবং রাতের বেলায় সংক্ষিপ্ততর হয়।
৩৫. আর এটাই সূর্যের নিয়ম এবং গতিপথ, এবং যতবার সে ষাট বার ফিরে আসে এবং উদিত হয়, অর্থাৎ সেই মহান জ্যোতির্ময় যাকে সূর্য বলা হয়, চিরকাল ধরে তার প্রত্যাবর্তন।

৩৬. আর যা এইভাবে উদিত হয় তা হল মহান জ্যোতির্ময়, এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে তার চেহারা অনুসারে এই নামকরণ করা হয়েছে।
৩৭. তিনি যখন উদিত হন, তখন তিনি অস্ত যান, আর কখনও হ্রাস পান না, বিশ্রাম নেন না, বরং দিনরাত ছুটে বেড়ান, এবং তাঁর আলো চাঁদের আলোর চেয়ে সাতগুণ বেশি উজ্জ্বল; কিন্তু আকারের দিক থেকে উভয়ই সমান।

অধ্যায় ৭৩

১. এবং এই সূত্রের পরে আমি আরও একটি সূত্র দেখতে পেলাম যা ছোট আলোর সাথে সম্পর্কিত, যার নাম চাঁদ।
২. তার পরিধি আকাশের পরিধির মতো, এবং তার রথটি বাতাস দ্বারা চালিত হয় এবং তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে আলো দেওয়া হয়।
৩. আর প্রতি মাসে তার উদয় ও অস্ত পরিবর্তন হয়: এবং তার দিনগুলি সূর্যের দিনের মতো, এবং যখন তার আলো সমান হয় তখন তা সূর্যের আলোর সপ্তম অংশের সমান হয়।
৪. আর এভাবেই সে উদিত হয়। আর পূর্ব দিকে তার প্রথম পর্যায় ত্রিশতম সকালে প্রকাশিত হয়: এবং সেই দিন সে দৃশ্যমান হয়, এবং ত্রিশতম দিনে সূর্যের সাথে সূর্যের প্রবেশদ্বারে তোমার জন্য চাঁদের প্রথম পর্যায় গঠন করে।
৫. আর তার অর্ধেক অংশ সপ্তম অংশের সমান, আর তার পুরো পরিধি শূন্য, আলোহীন, এক সপ্তম অংশ এবং তার আলোর চতুর্দশ অংশ ছাড়া।
৬. আর যখন সে তার আলোর অর্ধেকের এক-সপ্তমাংশ পায়, তখন তার আলো তার এক-সপ্তমাংশ এবং অর্ধেক হয়ে যায়।
৭. আর সে সূর্যের সাথে অস্ত যায়, আর যখন সূর্য উদিত হয়, তখন চাঁদও তার সাথে উদিত হয় এবং আলোর এক অংশের অর্ধেক গ্রহণ করে, আর সেই রাতে তার সকালের শুরুতে চন্দ্র দিনের শুরুতে চাঁদ সূর্যের সাথে অস্ত যায়, আর সেই রাতে চৌদ্দ অংশ এবং তাদের একটির অর্ধেক অংশের সাথে অদৃশ্য থাকে।
৮. আর সেই দিন সে ঠিক সপ্তম ভাগের এক ভাগ নিয়ে উদিত হয়, এবং সূর্যোদয় থেকে বেরিয়ে আসে এবং পিছিয়ে যায়, এবং তার বাকি দিনগুলিতে সে বাকি তেরো ভাগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ৭৪

১. আর আমি আরেকটি পথ দেখেছি, তার জন্য একটি আইন, এবং সেই আইন অনুসারে সে কীভাবে তার মাসিক চক্রাকারে কাজ করে।
২. আর এই সকলের নেতা পবিত্র দূত উরিয়েল আমাকে তাদের অবস্থান এবং তাদের অবস্থান দেখালেন, আর আমি তাদের অবস্থান লিখে রাখলাম যেমন তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন, আর আমি তাদের মাসগুলি যেমন ছিল তেমন লিখে রাখলাম, এবং পনেরো দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আলোর আবির্ভাব।
৩. এক সপ্তম ভাগে সে পূর্ব দিকে তার সমস্ত আলো সম্পন্ন করে, এবং এক সপ্তম ভাগে পশ্চিম দিকে তার সমস্ত অন্ধকার সম্পন্ন করে।
৪. এবং কিছু মাসে সে তার পরিবেশ পরিবর্তন করে, এবং কিছু মাসে সে তার নিজস্ব বিশেষ পথ অনুসরণ করে।
৫. দুই মাসের মধ্যে চাঁদ সূর্যের সাথে অস্ত যায়: ঐ দুটি মধ্যবর্তী প্রবেশপথে তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রবেশপথ।
৬. সে সাত দিন ধরে বাইরে যায়, এবং ঘুরে ফিরে সূর্যোদয়ের দরজা দিয়ে আবার ফিরে আসে, এবং তার সমস্ত আলো শেষ করে: এবং সে সূর্য থেকে সরে যায়, এবং আট দিনের মধ্যে ষষ্ঠ দরজায় প্রবেশ করে যেখান থেকে সূর্য বের হয়।
৭. যখন সূর্য চতুর্থ দরজা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সে সাত দিন ধরে বেরিয়ে যায়, যতক্ষণ না সে পঞ্চম দরজা থেকে বেরিয়ে সাত দিনের মধ্যে আবার চতুর্থ দরজায় ফিরে আসে এবং তার সমস্ত আলো শেষ করে: এবং আট দিনের মধ্যে সে ফিরে যায় এবং প্রথম দরজায় প্রবেশ করে।
৮. এবং সাত দিনের মধ্যে সে আবার চতুর্থ প্রবেশদ্বারে ফিরে আসে যেখান থেকে সূর্য বেরিয়ে আসে।
৯. এভাবে আমি তাদের অবস্থান দেখেছি -- সেই দিনগুলিতে চাঁদ কীভাবে উদিত হত এবং সূর্য অস্ত যেত।
১০. আর যদি পাঁচ বছর যোগ করা হয়, তাহলে সূর্যের ত্রিশ দিন অতিরিক্ত হয়ে যায়, এবং সেই পাঁচ বছরের পূর্ণতার সময় সূর্যের সাথে যুক্ত সমস্ত দিন ৩৬৪ দিন হয়।
১১. আর সূর্য ও নক্ষত্রের আধিক্য ছয় দিন: ৫ বছরে প্রতি বছর ৬ দিন ৩০ দিনে পরিণত হয়: এবং চাঁদ সূর্য ও নক্ষত্রের পিছনে পড়ে ৩০ দিনের সংখ্যায় পৌঁছে যায়।
১২. আর সূর্য ও তারা সকল বছরকে ঠিকঠাকভাবে সামনে আনে, যাতে তারা তাদের অবস্থান অনন্তকালের জন্য এক দিনও অগ্রসর না হয় বা বিলম্বিত না হয়; বরং ৩৬৪ দিনে নিখুঁত ন্যায়বিচারের সাথে বছরগুলি সম্পন্ন করে।
১৩. ৩ বছরে ১০৯২ দিন থাকে, এবং ৫ বছরে ১৮২০ দিন থাকে, ফলে ৮ বছরে ২৯১২ দিন থাকে।
১৪. শুধুমাত্র চাঁদের ক্ষেত্রে ৩ বছরে দিনের সংখ্যা ১০৬২ দিন হয়, এবং ৫ বছরে চাঁদ ৫০ দিন পিছিয়ে পড়ে: [অর্থাৎ (১৭৭০ সালের) যোগফলের সাথে (১০০০ এবং) ৬২ দিন যোগ করতে হবে।]
১৫. আর ৫ বছরে ১৭৭০ দিন থাকে, অর্থাৎ চাঁদের জন্য ৮ বছরে দিনগুলোর পরিমাণ ২৮৩২ দিন।
১৬. [কারণ ৮ বছরে সে ৮০ দিনের মতো পিছিয়ে পড়ে], ৮ বছরে সে যত দিন পিছিয়ে পড়ে তার সবগুলোই ৮০।
১৭. এবং বছরটি তাদের বিশ্ব-কেন্দ্র এবং সূর্যের অবস্থান অনুসারে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, যা সেই দ্বার থেকে উদিত হয় যার মধ্য দিয়ে এটি (সূর্য) উদিত হয় এবং ৩০ দিন অস্ত যায়।

অধ্যায় ৭৫

১. এবং হাজার হাজার নেতাদের নেতারা, যারা সমগ্র সৃষ্টি এবং সমস্ত নক্ষত্রের উপরে নিযুক্ত, তারা চারটি আন্তঃকালীন দিনের সাথেও সম্পর্কিত, বছরের গণনা অনুসারে তাদের পদ থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং তারা সেই

চারটি দিনে সেবা প্রদান করে যা বছরের গণনায় গণনা করা হয় না।
২. আর তাদের কারণেই মানুষ সেখানে ভুল করে, কারণ সেই জ্যোতিষ্করা সত্যিকার অর্থে বিশ্ব-কেন্দ্রগুলিতে সেবা প্রদান করেন, প্রথম প্রবেশপথে একজন, স্বর্গের তৃতীয় প্রবেশপথে একজন, চতুর্থ প্রবেশপথে একজন এবং ষষ্ঠ প্রবেশপথে একজন, এবং বছরের নির্ভুলতা তার পৃথক তিনশো চৌষট্টিটি স্টেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
৩. দূত উরিয়েল আমাকে যে চিহ্ন, সময়, বছর এবং দিনগুলি দেখিয়েছিলেন, সেই চিহ্নগুলির জন্য, যাকে মহিমান্বিত প্রভু স্বর্গের সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপরে, স্বর্গে এবং পৃথিবীতে চিরকালের জন্য স্থাপন করেছেন, যাতে তারা স্বর্গের উপরে রাজত্ব করে এবং পৃথিবীতে দেখা যায়, এবং দিন ও রাতের, অর্থাৎ সূর্য, চাঁদ এবং তারার, এবং স্বর্গের সমস্ত রথে তাদের ঘূর্ণনকারী সমস্ত সেবাকারী প্রাণীর নেতা হয়।
৪. একইভাবে উরিয়েল আমাকে বারোটি দরজা দেখিয়েছিলেন, যা স্বর্গে সূর্যের রথের পরিধিতে খোলা ছিল, যেখান দিয়ে সূর্যের রশ্মি বেরিয়ে আসে: এবং যখন নির্ধারিত সময়ে খোলা হয় তখন পৃথিবীর উপর উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে।
৫. আর বাতাস এবং শিশিরের বাতাসের জন্য যখন সেগুলো খুলে দেওয়া হয়, আকাশের শেষ প্রান্তে খোলা থাকে।
৬. পৃথিবীর শেষ প্রান্তে স্বর্গের বারোটি প্রবেশদ্বার, যেখান থেকে সূর্য, চন্দ্র, তারা এবং পূর্ব ও পশ্চিমে স্বর্গের সমস্ত জিনিস বের হয়।
৭. তাদের বাম এবং ডানে অনেক জানালা খোলা আছে, এবং একটি জানালা তার নির্ধারিত সময়ে উষ্ণতা উৎপন্ন করে, যেমনটি এই দরজাগুলি করে যেখান থেকে তারাগুলি তাঁর নির্দেশ অনুসারে বেরিয়ে আসে এবং যেখানে তারা তাদের সংখ্যা অনুসারে স্থাপন করে।
৮. আর আমি স্বর্গে রথগুলোকে পৃথিবীতে ছুটে চলতে দেখলাম, সেই দরজাগুলোর উপরে যেখানে কখনও অস্ত যায় না এমন তারাগুলো ঘুরছে।
৯. আর একজন অন্য সকলের চেয়ে বড়, আর সেই ব্যক্তিই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তার পথ তৈরি করে।

অধ্যায় ৭৬

১. পৃথিবীর শেষ প্রান্তে আমি আকাশের সমস্ত প্রান্তে বারোটি দরজা খোলা দেখতে পেলাম, যেখান থেকে বাতাস বের হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায়।
২. এর মধ্যে তিনটি আকাশের দিকে খোলা, তিনটি পশ্চিমে, তিনটি আকাশের ডানে এবং তিনটি বাম দিকে।
৩. আর প্রথম তিনটি পূর্বের, এবং তিনটি উত্তরের, এবং দক্ষিণের বাম দিকের তিনটির পরে এবং তিনটি পশ্চিমের।
৪. এই চারটির মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধির বাতাস আসে, এবং সেই আটটি থেকে ক্ষতিকারক বাতাস আসে: যখন এগুলি পাঠানো হয়, তখন তারা সমস্ত পৃথিবী, তার উপরকার জল, এবং তার উপরকার সকলের উপর, এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তার উপর ধ্বংস ডেকে আনে।
৫. আর সেই দরজাগুলো থেকে প্রথম বাতাস, যাকে পূর্ব দিকের বাতাস বলা হয়, পূর্ব দিকের প্রথম দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে, দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে পড়ে: তা থেকে নির্গত হয় ধ্বংস, খরা, তাপ এবং ধ্বংস।
৬. আর মাঝখানের দ্বিতীয় প্রবেশপথ দিয়ে যা উপযুক্ত তা আসে, আর তা থেকে বৃষ্টি, ফসল, সমৃদ্ধি এবং শিশির আসে; আর তৃতীয় প্রবেশপথ দিয়ে যা উত্তর দিকে অবস্থিত, ঠান্ডা এবং খরা আসে।
৭. এরপর দক্ষিণ বায়ু তিনটি প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে: তাদের প্রথম প্রবেশপথ দিয়ে পূর্ব দিকে ঝুঁকে একটি গরম বায়ু বের হয়।
৮. এবং এর পাশের মাঝখানের প্রবেশপথ দিয়ে সুগন্ধি গন্ধ, শিশির ও বৃষ্টি, এবং সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য নির্গত হয়।
৯. আর পশ্চিম দিকে অবস্থিত তৃতীয় প্রবেশদ্বার দিয়ে শিশির ও বৃষ্টি, পঙ্গপাল ও ধ্বংস নেমে আসে।
১০. এরপর উত্তরের বাতাস বইবে: পূর্ব দিকের সপ্তম প্রবেশদ্বার থেকে শিশির ও বৃষ্টি, পঙ্গপাল ও ধ্বংস নেমে আসবে।
১১. আর মাঝখানের প্রবেশদ্বার থেকে সরাসরি স্বাস্থ্য, বৃষ্টি, শিশির এবং সমৃদ্ধি আসে; এবং পশ্চিমে তৃতীয় প্রবেশদ্বার দিয়ে মেঘ, তুষারপাত, তুষারপাত, বৃষ্টি, শিশির এবং পঙ্গপাল আসে।
১২. আর এই [চারটি] পরে পশ্চিমা বাতাস: উত্তরের সংলগ্ন প্রথম প্রবেশদ্বার দিয়ে শিশির ও তুষারপাত, এবং ঠান্ডা, তুষারপাত এবং তুষারপাত বের হয়।
১৩. আর মাঝখান থেকে শিশির ও বৃষ্টি, সমৃদ্ধি ও আশীর্বাদ নির্গত হয়; আর দক্ষিণের সংলগ্ন শেষ প্রবেশপথ দিয়ে খরা, জনশূন্যতা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংস নির্গত হয়।
১৪. আর আকাশের চার প্রান্তের বারোটি প্রবেশদ্বার এর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, এবং তাদের সমস্ত আইন, তাদের সমস্ত আঘাত এবং তাদের সমস্ত মঙ্গল, আমার পুত্র মথুশেলাহ, আমি তোমাকে দেখিয়েছি।

অধ্যায় ৭৭

১. আর প্রথম প্রান্তিককে পূর্ব বলা হয়, কারণ এটি প্রথম প্রান্তিক: এবং দ্বিতীয় প্রান্তিককে দক্ষিণ প্রান্তিক, কারণ সেখানে পরমেশ্বর অবতরণ করবেন, হ্যাঁ, সেখানে এক বিশেষ অর্থে যিনি চিরকালের জন্য ধন্য তিনি অবতরণ করবেন।
২. আর পশ্চিম অংশটিকে বলা হয় ক্ষীণ, কারণ সেখানে স্বর্গের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ম্লান হয়ে যায় এবং অস্ত যায়।
৩. আর চতুর্থ অংশ, যার নাম উত্তর, তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম অংশটি মানুষের বাসস্থানের জন্য: এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জলের সমুদ্র, অতল গহ্বর, বন, নদী, অন্ধকার এবং মেঘ; এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে ধার্মিকতার উদ্যান।
৪. আমি সাতটি উঁচু পর্বত দেখলাম, যা পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের চেয়ে উঁচু ছিল: এবং সেখান থেকে তুষারপাত বের হয় এবং দিন, ঋতু এবং বছর চলে যায়।

৫. আমি পৃথিবীতে সাতটি নদী দেখেছি, যা সমস্ত নদীর চেয়ে বড়: তাদের মধ্যে একটি পশ্চিম দিক থেকে এসে তার জল মহাসাগরে ঢেলে দেয়।
৬. আর এই দুজন উত্তর দিক থেকে সমুদ্রের দিকে আসে এবং পূর্বে ইরিথ্রিয়ান সাগরে তাদের জল ঢেলে দেয়।
৭. আর বাকি চারজন উত্তর দিকে তাদের নিজস্ব সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে আসে, তাদের মধ্যে দুজন ইরিথ্রিয়ান সাগরে এবং দুজন মহাসাগরে যায় এবং সেখানে নিজেদের ছেড়ে দেয় এবং কেউ কেউ বলে: মরুভূমিতে।
৮. সমুদ্র এবং মূল ভূখণ্ডে আমি সাতটি বৃহৎ দ্বীপ দেখেছি: দুটি মূল ভূখণ্ডে এবং পাঁচটি মহাসাগরে।

অধ্যায় ৭৮

১. আর সূর্যের নামগুলো হলো: প্রথম অর্জারেস এবং দ্বিতীয় টোমাস।
২. আর চাঁদের চারটি নাম আছে: প্রথম নাম আসোঞ্জা, দ্বিতীয় এবলা, তৃতীয় বেনাসে এবং চতুর্থ ইরা।
৩. এই দুই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী: তাদের পরিধি আকাশের পরিধির মতো, এবং উভয়ের পরিধির আকার একই রকম।
৪. সূর্যের পরিধিতে সাতটি অংশ আলো রয়েছে যা চাঁদের চেয়ে বেশি যোগ করা হয় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে এটি স্থানান্তরিত হয় যতক্ষণ না সূর্যের সপ্তম অংশ নিঃশেষ হয়ে যায়।
৫. তারা পশ্চিমের প্রবেশপথে প্রবেশ করে, উত্তর দিকে ঘুরে, এবং আকাশের দিকে পূর্ব দিকের প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
৬. আর যখন চাঁদ ওঠে, তখন আকাশের চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ দেখা যায়: তার মধ্যে আলো পূর্ণ হয়ে যায়: চৌদ্দতম দিনে সে তার আলো পূর্ণ করে।
৭. এবং পনেরো ভাগ আলো তার কাছে স্থানান্তরিত হয় পনেরো দিন পর্যন্ত যখন তার আলো পূর্ণ হয়, বছরের চিহ্ন অনুসারে, এবং সে পনেরো ভাগ হয়ে যায়, এবং চতুর্দশ ভাগ যোগ করে চাঁদ বৃদ্ধি পায়।
৮. আর চন্দ্রের অস্তমিত হওয়ার প্রথম দিনে তার আলোর চৌদ্দ ভাগ, দ্বিতীয় দিনে আলোর তেরো ভাগ, তৃতীয় দিনে বারো ভাগ, চতুর্থ দিনে এগারো ভাগ, পঞ্চম দিনে দশ ভাগ, ষষ্ঠ দিনে নয় ভাগ, সপ্তম দিনে আট ভাগ, অষ্টম দিনে সাত ভাগ, নবম দিনে ছয় ভাগ, দশম দিনে পাঁচ ভাগ, একাদশ দিনে চার ভাগ, দ্বাদশ দিনে তিন ভাগ, ত্রয় ভাগ থেকে দুই ভাগ, চৌদ্দ দিনে সপ্তম দিনের অর্ধেক ভাগ এবং পনেরো ভাগের এক ভাগে তার অবশিষ্ট আলো সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়।
৯. আর নির্দিষ্ট কিছু মাসে মাসে ঊনত্রিশ দিন এবং একবার আঠাশ দিন থাকে।
১০. আর উরিয়েল আমাকে আরেকটি সূত্র দেখিয়েছেন: কখন আলো চাঁদে স্থানান্তরিত হয়, এবং কোন দিকে সূর্য তার কাছে স্থানান্তরিত হয়।
১১. যতক্ষণ চাঁদ তার আলোয় বেড়ে ওঠে, ততক্ষণ সে নিজের দিকে তা স্থানান্তর করে, যখন চৌদ্দ দিন ধরে সূর্যের বিপরীতে থাকে, তখন তার আলো স্বর্গে পূর্ণ হয়, এবং যখন সে সর্বত্র আলোকিত হয়, তখন তার আলো স্বর্গে পূর্ণ হয়।
১২. আর প্রথম দিনটিকে অমাবস্যা বলা হয়, কারণ সেই দিন তার উপর আলো ওঠে।
১৩. যেদিন সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় ঠিক সেইদিনই সে পূর্ণিমা হয়, আর রাতে পূর্ব দিক থেকে সে উদিত হয়, আর চাঁদ সারা রাত ধরে আলোকিত থাকে যতক্ষণ না সূর্য তার বিপরীত দিকে উদিত হয় এবং সূর্যের বিপরীতে চাঁদ দেখা যায়।
১৪. যে দিক থেকে চাঁদের আলো বের হয়, সেখানে আবার তা ম্লান হয়ে যায় যতক্ষণ না সমস্ত আলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মাসের সমস্ত দিন শেষ হয়ে যায়, এবং তার পরিধি শূন্য, আলোহীন হয়ে যায়।
১৫. আর তিন মাস হল ত্রিশ দিন, আর তার সময়ে সে তিন মাস করে ঊনত্রিশ দিন, এই সময়ে সে প্রথম সময়ের মধ্যে তার ক্ষয় সম্পন্ন করে, এবং প্রথম প্রবেশপথে একশো সাতাশ দিন।
১৬. আর যখন সে বের হয়, তখন সে ত্রিশ দিনের তিন মাস ধরে আবির্ভূত হয়, এবং তিন মাসের জন্য সে ঊনত্রিশ দিনের আবির্ভূত হয়।
১৭. রাতের বেলায় সে বিশ দিন ধরে পুরুষের মতো দেখায়, আর দিনের বেলায় সে স্বর্গের মতো দেখায়, আর তার আলো ছাড়া আর কিছুই নেই।

অধ্যায় ৭৯

১. আর এখন, আমার ছেলে, আমি তোমাকে সবকিছু দেখিয়েছি, আর আকাশের সমস্ত তারার নিয়ম সম্পূর্ণ হয়েছে।
2. তিনি আমাকে প্রতিটি দিনের জন্য, প্রতিটি ঋতুর জন্য, প্রতিটি বছরের জন্য, তার যাত্রার জন্য এবং প্রতি মাস ও প্রতি সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত আদেশের জন্য এই সমস্ত নিয়মগুলি দেখালেন:
৩. এবং ষষ্ঠ প্রবেশদ্বারে চাঁদের অস্তমিত হওয়া: কারণ এই ষষ্ঠ প্রবেশদ্বারে তার আলো সম্পন্ন হয়, এবং তার পরে অস্তমিত হওয়ার শুরু হয়:
৪. এবং প্রথম দ্বারে তার ঋতুতে যে ক্ষয় ঘটে, যতক্ষণ না একশো সত্তর দিন পূর্ণ হয়: সপ্তাহ অনুসারে গণনা করা হয়, পঁচিশ সপ্তাহ এবং বাইশ দিন।
৫. তুমি যে স্থানটি দেখতে পাচ্ছ, সেই স্থানটি অতিক্রম করার পর, এক সময়কালে, ঠিক পাঁচ দিন অন্তরালে, সে সূর্য এবং তারার ক্রম থেকে পিছিয়ে পড়ে।
৬. প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের ছবি এবং স্কেচ এই রকম, যা তাদের নেতা প্রধান দেবদূত উরিয়েল আমাকে দেখিয়েছিলেন।

অধ্যায় ৮০

১. সেই দিনগুলিতে দেবদূত উরিয়েল উত্তর দিলেন এবং আমাকে বললেন: 'দেখ, আমি তোমাকে সবকিছু দেখিয়েছি, হনোক, এবং আমি তোমাকে সবকিছু প্রকাশ করেছি যাতে তুমি এই সূর্য ও এই চাঁদ, এবং আকাশের তারার নেতাদের এবং যারা তাদের ঘুরিয়ে দেয় তাদের সকলকে, তাদের কাজ, সময় এবং প্রস্থান দেখতে পাও।'

2. আর পাপীদের আমলে বছরগুলো ছোট করা হবে, আর তাদের বংশধরেরা তাদের জমিতে ও মাঠে বিলম্বিত থাকবে, আর পৃথিবীর সবকিছু বদলে যাবে, আর তাদের সময়ে আর দেখা যাবে না: আর বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে, আর আকাশ তা বন্ধ করে দেবে।
৩. সেই সময়ে পৃথিবীর ফল পিছিয়ে যাবে, যথাসময়ে বৃদ্ধি পাবে না, এবং বৃক্ষের ফল যথাসময়ে বর্জন করা হবে।
৪. আর চাঁদ তার ক্রম পরিবর্তন করবে, এবং তার সময়ে দেখা দেবে না।
৫. সেই দিনগুলিতে সূর্য দেখা যাবে এবং সন্ধ্যাবেলায় তিনি পশ্চিম দিকের মহান রথের প্রান্তে ভ্রমণ করবেন, এবং আলোর ক্রম অনুসারে আরও উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হবেন।
৬. আর অনেক নক্ষত্রপুঞ্জের প্রধান নির্ধারিত আদেশ লঙ্ঘন করবে। আর এরা তাদের কক্ষপথ এবং কাজ পরিবর্তন করবে, এবং তাদের জন্য নির্ধারিত ঋতুতে উপস্থিত হবে না।
7. পাপীদের কাছ থেকে তারাগুলোর সমস্ত বিন্যাস লুকিয়ে থাকবে, আর পৃথিবীর লোকদের চিন্তাভাবনা তাদের সম্পর্কে ভুল হবে, আর তারা তাদের সমস্ত পথ থেকে বিচ্যুত হবে; হ্যাঁ, তারা ভুল করবে এবং তাদেরকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করবে।
৮. তাদের উপর বিপদ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, আর তাদের উপর এমন শাস্তি আসবে যে সকলকে ধ্বংস করে দেবে।

অধ্যায় ৮১

১. তিনি আমাকে বললেন: 'হনোক, এই স্বর্গীয় ফলকগুলি লক্ষ্য করো, এবং তাতে যা লেখা আছে তা পড়ো, এবং প্রতিটি সত্য লক্ষ্য করো।'
2. আমি স্বর্গীয় ফলকগুলি লক্ষ্য করলাম, এবং তার উপর যা লেখা ছিল তা পড়লাম এবং সবকিছু বুঝতে পারলাম, এবং মানুষের সমস্ত কাজের বইটি পড়লাম, এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সন্তানদের, যারা দূরবর্তী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীতে থাকবে।
৩. আর সাথে সাথেই আমি মহান প্রভুকে চিরকালের জন্য মহিমান্বিত রাজার প্রশংসা করলাম, কারণ তিনি পৃথিবীর সমস্ত কাজ করেছেন, এবং আমি প্রভুর ধৈর্যের জন্য তাঁর প্রশংসা করলাম, এবং মানবসন্তানদের জন্য তাঁকে আশীর্বাদ করলাম।
৪. এরপর আমি বললাম: 'ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি ধার্মিকতা ও সৎকর্মে মৃত্যুবরণ করেন, যার সম্পর্কে কোন অধার্মিকতার বই লেখা নেই, এবং যার বিরুদ্ধে কোন বিচারের দিন পাওয়া যাবে না।'
৫. আর সেই সাতজন পবিত্র ব্যক্তি আমাকে এনে আমার ঘরের দরজার সামনে মাটিতে শুইয়ে দিলেন, এবং বললেন: 'তোমার পুত্র মথুশেলাহকে সবকিছু বলো, এবং তোমার সমস্ত সন্তানদের দেখাও যে, প্রভুর দৃষ্টিতে কোন প্রাণীই ধার্মিক নয়, কারণ তিনিই তাদের সৃষ্টিকর্তা।'
৬. এক বছর আমরা তোমাকে তোমার ছেলের কাছে রেখে যাব, যতক্ষণ না তুমি তোমার শেষ আদেশ দাও, যেন তুমি তোমার সন্তানদের শিক্ষা দাও, তাদের জন্য তা লিখে রাখো এবং তোমার সমস্ত সন্তানদের কাছে সাক্ষ্য দাও; এবং দ্বিতীয় বছরে তারা তোমাকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নেবে।
৭. তোমার হৃদয় সবল থাকুক, কারণ ভালোরা ভালোদের কাছে ধার্মিকতা ঘোষণা করবে; ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে আনন্দ করবে, এবং একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাবে।
৮. কিন্তু পাপীরা পাপীদের সাথে মারা যাবে, আর ধর্মভ্রষ্টরাও ধর্মভ্রষ্টদের সাথে ধ্বংস হবে।
9. আর যারা ধার্মিকতা করে, তারা মানুষের কাজের জন্য মারা যাবে, আর ঈশ্বরহীনদের কাজের জন্য তাদের তুলে নেওয়া হবে।
১০. আর সেই দিনগুলিতে তারা আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল, আর আমি আমার লোকদের কাছে এলাম, জগতের প্রভুর প্রশংসা করে।

অধ্যায় ৮২

১. আর এখন, আমার পুত্র মথুশেলা, আমি এই সমস্ত কথা তোমাকে বলছি এবং তোমার জন্য লিখছি, এবং আমি তোমাকে সবকিছু প্রকাশ করেছি এবং তোমাকে এই সমস্ত বিষয়ে বই দিয়েছি: অতএব, আমার পুত্র মথুশেলা, তোমার পিতার হাত থেকে বইগুলি সংরক্ষণ করো এবং দেখো যে তুমি সেগুলি পৃথিবীর বংশধরদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছ।
২. আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের জ্ঞান দান করেছি, আর তোমার সন্তানরা যারা তোমার হবে, যেন তারা বংশ পরম্পরায় তাদের সন্তানদের তা দান করতে পারে, এই জ্ঞান যা তাদের চিন্তার অতীত।
৩. যারা এটা বোঝে তারা ঘুমাবে না, বরং কান দিয়ে শুনবে যাতে তারা এই জ্ঞান শিখতে পারে, এবং যারা এটা খায় তাদের জন্য ভালো খাবারের চেয়ে ভালো হবে।
৪. ধন্য সকল ধার্মিক, ধন্য সকল যারা ধার্মিকতার পথে চলে এবং পাপ করে পাপীদের মতো নয়, তাদের সমস্ত দিন গণনা করে যখন সূর্য আকাশের মধ্য দিয়ে ত্রিশ দিনের জন্য প্রবেশ করে এবং হাজার হাজার নক্ষত্রের মাথা নিয়ে প্রবেশ করে, একসাথে চারটি যা বছরের চারটি অংশকে বিভক্ত করে, যা তাদের নেতৃত্ব দেয় এবং তাদের সাথে চার দিন প্রবেশ করে।
৫. তাদের কারণে মানুষ দোষী হবে এবং বছরের পুরো হিসাব-নিকাশে তাদের গণনা করবে না: হ্যাঁ, মানুষ দোষী হবে, এবং তাদের সঠিকভাবে চিনতে পারবে না।
৬. কারণ এগুলো বছরের হিসাবের অন্তর্গত এবং সত্যিকার অর্থে চিরকালের জন্য তাতে লিপিবদ্ধ থাকে, প্রথম প্রবেশদ্বারে একটি, তৃতীয় প্রবেশদ্বারে একটি, চতুর্থ প্রবেশদ্বারে একটি এবং ষষ্ঠ প্রবেশদ্বারে একটি, এবং বছরটি তিনশো চৌষট্টি দিনে সম্পন্ন হয়।
৭. আর এর বিবরণ সঠিক এবং লিপিবদ্ধ হিসাব সঠিক; কারণ জ্যোতিষ্ক, মাস, উৎসব, বছর এবং দিন, উরিয়েল আমাকে দেখিয়েছেন এবং প্রকাশ করেছেন, যার কাছে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির প্রভু স্বর্গের বাহিনীকে অধীন করেছেন।
৮. আর আকাশে রাত ও দিনের উপর তাঁর ক্ষমতা আছে, যাতে তিনি মানুষকে আলো দান করতে পারেন -- সূর্য, চন্দ্র,

তারা, এবং আকাশের সমস্ত শক্তি যা তাদের বৃত্তাকার রথে ঘুরছে।
৯. আর এই হল নক্ষত্রদের ক্রম, যারা তাদের নিজ নিজ স্থানে, তাদের ঋতু, উৎসব এবং মাসে অস্ত যায়।
১০. আর এই হল তাদের নাম যারা তাদের নেতৃত্ব দেয়, যারা তাদের সময়ে, তাদের ক্রমানুসারে, তাদের ঋতুতে, তাদের মাসে, তাদের রাজত্বের সময়কালে এবং তাদের অবস্থানে প্রবেশ করে তা পর্যবেক্ষণ করে।
১১. তাদের চারজন নেতা যারা বছরের চারটি অংশ ভাগ করে, প্রথমে প্রবেশ করেন; এবং তাদের পরে বারোজন নেতা যারা মাস ভাগ করে; এবং তিনশো ষাট দিনের জন্য হাজার হাজার নেতা আছেন যারা দিন ভাগ করেন; এবং চারটি আন্তঃক্যালারি দিনের জন্য নেতারা আছেন যারা বছরের চারটি অংশ ভাগ করে।
১২. এবং হাজার হাজার নেতার উপর নির্ভরশীল এই নেতারা একে অপরের নেতার মধ্যে অবস্থান করে, প্রত্যেকে একটি স্টেশনের পিছনে থাকে, কিন্তু তাদের নেতারা বিভাজন তৈরি করে। এবং এই নেতাদের নাম যারা বছরের চারটি অংশকে ভাগ করে যা নির্ধারিত হয়: মিলকি'য়েল, হেলেমেলেক, মেলেজাল এবং নারেল।
১৩. এবং তাদের নেতৃত্বদানকারীদের নাম: আদনারেল, ইজাসুসায়েল, এবং এলোমেল - এই তিনজনই আদেশের নেতাদের অনুসরণ করেন,
১৪. এবং এমন একজন আছেন যিনি তিনজন নেতাকে অনুসরণ করেন যারা বছরের চারটি অংশকে বিভক্তকারী স্টেশনের নেতাদের অনুসরণ করেন।
১৫. বছরের শুরুতে মেলকেজাল প্রথমে উদিত হন এবং শাসন করেন, যাকে তাম'ইনি এবং সূর্য বলা হয়, এবং তিনি যখন শাসন করেন তখন তাঁর রাজত্বের সমস্ত দিন একানব্বই দিন।
১৬. তাঁর রাজত্বের সময় পৃথিবীতে যে দিনগুলি দেখা যাবে তার লক্ষণগুলি হল: ঘাম, তাপ, এবং প্রশান্তি; এবং সমস্ত গাছে ফল ধরে, এবং সমস্ত গাছে পাতা জন্মায়, এবং গমের ফসল, গোলাপ ফুল এবং মাঠে যে সমস্ত ফুল ফুটে, কিন্তু শীতের গাছগুলি শুকিয়ে যায়।
১৭. তাদের অধীনে যারা নেতা ছিলেন তাদের নাম এই: বর্কাইল, জেলেবসেল এবং আরও একজন যার সাথে এক হাজার সেনাপতির নাম হিলুযাসেফ ছিল। এই নেতার রাজত্বের সময় শেষ হয়ে আসছে।
১৮. তার পরের নেতা হলেন হেলেমেলেক, যাকে কেউ উজ্জ্বল সূর্য বলে ডাকে, এবং তার আলোর সমস্ত দিন একানব্বই দিন।
১৯. পৃথিবীতে তাঁর দিনের লক্ষণ এই: প্রচণ্ড তাপ এবং শুষ্কতা, গাছগুলি তাদের ফল পাকে এবং তাদের সমস্ত ফল পাকা এবং প্রস্তুত করে, এবং মেষরা জোড়া লাগায় এবং গর্ভবতী হয়, এবং পৃথিবীর সমস্ত ফল, এবং ক্ষেতে যা কিছু আছে এবং দ্রাক্ষারস তৈরি করে: এই জিনিসগুলি তার রাজত্বের সময়ে ঘটে।
২০. এই হল হাজার নেতার নাম, আদেশ এবং নেতারা: গিদা'ইজাল, কে'ইল এবং হেল, এবং তাদের সাথে যুক্ত হওয়া হাজার নেতার নাম, আসফা'ইল: এবং তার রাজত্বের দিন শেষ হয়ে গেছে।

অধ্যায় ৮৩

১. আর এখন, আমার পুত্র মথূশেলাহ, আমি আমার দেখা সমস্ত দর্শন তোমাকে দেখাবো এবং তোমার সামনে সেগুলো বর্ণনা করবো।
২. স্ত্রী গ্রহণের আগে আমি দুটি দর্শন দেখেছিলাম, এবং একটি অন্যটির থেকে একেবারেই আলাদা ছিল: প্রথমটি যখন আমি লিখতে শিখছিলাম; দ্বিতীয়টি যখন আমি তোমার মাকে গ্রহণ করার আগে, যখন আমি একটি ভয়ঙ্কর দর্শন দেখেছিলাম। এবং সেগুলি সম্পর্কে আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম।
৩. আমি আমার দাদা মহললেলের বাড়িতে শুয়ে ছিলাম, যখন আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম কিভাবে আকাশ ভেঙে পড়ে এবং মাটিতে পড়ে গেল।
৪. আর যখন এটি মাটিতে পড়ে গেল, তখন আমি দেখলাম পৃথিবী এক বিরাট অতল গহ্বরে ডুবে গেছে, পাহাড়ের উপর পাহাড় ঝুলে আছে, পাহাড়ের উপর পাহাড় ধ্বসে পড়েছে, উঁচু গাছগুলো তাদের কাণ্ড থেকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং অতল গহ্বরে ডুবে গেছে।
৫. আর তখনই আমার মুখে একটা কথা ভেসে এলো, আর আমি জোরে চিৎকার করে বললাম: 'পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে।'
৬. আর আমার দাদু মহললেল যখন তাঁর কাছে শুয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে জাগিয়ে বললেন: 'বাছা, তুমি কেন এত কাঁদছো, আর কেন এত বিলাপ করছো?'
৭. আমি তাকে আমার দেখা পুরো দর্শনটি বললাম, আর সে আমাকে বলল: 'তুমি একটা ভয়াবহ জিনিস দেখেছো, আমার ছেলে, আর পৃথিবীর সমস্ত পাপের গোপন রহস্য সম্পর্কে তোমার স্বপ্নের স্বপ্ন হলো এক ভয়াবহ মুহূর্ত: এটি অবশ্যই অতল গহ্বরে ডুবে যাবে এবং এক বিরাট ধ্বংসের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।'
৮. আর এখন, আমার পুত্র, ওঠো এবং গৌরবের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো, যেহেতু তুমি একজন বিশ্বাসী, যাতে পৃথিবীতে কিছু অবশিষ্টাংশ থাকে এবং তিনি যেন পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস না করেন।
৯. আমার পুত্র, স্বর্গ থেকে এই সব পৃথিবীতে আসবে, এবং পৃথিবীতে মহা ধ্বংস আসবে।
১০. এরপর আমি উঠে প্রার্থনা করলাম, মিনতি করলাম, মিনতি করলাম, এবং পৃথিবীর বংশধরদের জন্য আমার প্রার্থনা লিখে রাখলাম, আর আমি তোমাকে সবকিছু দেখাবো, আমার পুত্র মথুশেলাহ।
১১. আর যখন আমি নীচে বেরিয়ে আসমান দেখলাম, পূর্ব দিকে সূর্য উঠছে, পশ্চিম দিকে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, আর কিছু তারা, আর সমগ্র পৃথিবী, আর শুরুতে যেমনটা তিনি জানতেন, সবকিছু দেখলাম, তখন আমি বিচারের প্রভুকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাঁর প্রশংসা করলাম কারণ তিনি পূর্ব দিকের জানালা দিয়ে সূর্যকে বের করে এনেছিলেন, আর তিনি আকাশের উপরে উঠে গেলেন এবং তাঁকে দেখানো পথে চলতে থাকলেন।

অধ্যায় ৮৪

১. আমি ধার্মিকতায় আমার হাত তুলে পবিত্র ও মহানকে ধন্যবাদ জানালাম, এবং আমার মুখের নিঃশ্বাস এবং মাংসের জিহ্বা দিয়ে কথা বললাম, যা ঈশ্বর মানুষের জন্য তৈরি করেছেন, যাতে তারা কথা বলতে পারে, এবং তিনি তাদের নিঃশ্বাস, জিহ্বা এবং মুখ দিলেন যাতে তারা তা দিয়ে কথা বলতে পারে:
২. 'হে প্রভু, রাজা, তোমার মহত্ত্বে তুমি ধন্য, মহান ও পরাক্রমশালী, স্বর্গের সমগ্র সৃষ্টির প্রভু, রাজাদের রাজা এবং সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বর। তোমার শক্তি, রাজত্ব এবং মহিমা চিরকাল স্থায়ী হোক, এবং সমস্ত বংশধরে তোমার রাজত্ব; এবং সমস্ত স্বর্গ চিরকাল তোমার সিংহাসন, এবং সমগ্র পৃথিবী চিরকাল তোমার পাদপীঠ।'
৩. কারণ তুমিই সবকিছু তৈরি করেছ এবং তুমিই শাসন করে থাকো, আর তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়, জ্ঞান তোমার সিংহাসনের স্থান থেকে সরে যায় না, তোমার উপস্থিতি থেকে সরে যায় না। আর তুমি সবকিছু জানো, দেখো এবং শোনো, আর তোমার কাছ থেকে কিছুই লুকানো নেই কারণ তুমি সবকিছুই দেখো।
৪. আর এখন তোমার স্বর্গের দূতেরা অপরাধের দোষে দোষী, আর তোমার ক্রোধ মানুষের উপর বিচারের মহান দিন পর্যন্ত থাকবে।
৫. আর এখন, হে ঈশ্বর, প্রভু এবং মহান রাজা, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমার প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য অনুরোধ করছি, যেন তুমি পৃথিবীতে আমার জন্য একটি বংশধর রেখে যাও, এবং সমস্ত মানুষের দেহ ধ্বংস না করো, এবং পৃথিবীকে জনশূন্য না করো, যাতে চিরন্তন ধ্বংস হয়।
৬. আর এখন, হে আমার প্রভু, তোমার ক্রোধ জাগানো মাংসকে পৃথিবী থেকে ধ্বংস করো, বরং ধার্মিকতা ও ন্যায়ের মাংসকে চিরন্তন বীজের চারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো, আর তোমার দাসের প্রার্থনা থেকে তোমার মুখ লুকাও না, হে প্রভু।

অধ্যায় ৮৫

১. এরপর আমি আরেকটি স্বপ্ন দেখলাম, আর আমি তোমাকে পুরো স্বপ্নটা বলব, আমার ছেলে।
২. হনোক উচ্চস্বরে তাঁর পুত্র মথূশেলহকে বললেন: 'বৎস, আমি তোমার সাথে কথা বলব: আমার কথা শোন, তোমার পিতার স্বপ্নদর্শনের প্রতি কর্ণপাত করো।'
৩. তোমার মা এডনাকে নিয়ে যাওয়ার আগে, আমি আমার বিছানায় এক দর্শনে দেখলাম, আর দেখো মাটি থেকে একটা ষাঁড় বেরিয়ে এসেছে, আর সেই ষাঁড়টা সাদা; তারপর একটা গাভী বের হল, আর তার সাথে দুটো ষাঁড় বের হল, একটা কালো আর অন্যটা লাল।
৪. আর সেই কালো ষাঁড়টি লাল ষাঁড়টিকে আঘাত করে মাটির উপর দিয়ে তাকে তাড়া করে, আর তখন আমি আর সেই লাল ষাঁড়টিকে দেখতে পাইনি।
৫. কিন্তু সেই কালো ষাঁড়টি বড় হয়ে উঠল এবং সেই গাভীটিও তার সাথে গেল, এবং আমি দেখলাম যে তার কাছ থেকে অনেক ষাঁড় বেরিয়ে এসে তার মতো দেখতে হয়ে তার পিছনে পিছনে গেল।
৬. আর সেই গরুটি, প্রথমটি, সেই লাল ষাঁড়টিকে খুঁজতে প্রথম ষাঁড়ের সামনে থেকে চলে গেল, কিন্তু তাকে পেল না, এবং তার জন্য বিরাট বিলাপ করে তাকে খুঁজতে লাগল।
৭. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না প্রথম ষাঁড়টি তার কাছে এসে তাকে চুপ করিয়ে দিল, আর সেই সময় থেকে সে আর কাঁদল না।
৮. এরপর সে আরেকটি সাদা ষাঁড়ের জন্ম দিল, এবং তার পরে সে অনেক ষাঁড় এবং কালো গাভীর জন্ম দিল।
৯. আর আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম সেই সাদা ষাঁড়টিও একইভাবে বেড়ে উঠে একটি বিরাট সাদা ষাঁড়ে পরিণত হয়েছে, এবং তার থেকে অনেক সাদা ষাঁড়ের জন্ম হয়েছে, এবং তারা তার মতো দেখতে। এবং তারা অনেক সাদা ষাঁড়ের জন্ম দিতে শুরু করেছে, যা তাদের মতো দেখতে ছিল, একটির পর একটি, এমনকি অনেক।

অধ্যায় ৮৬

১. ঘুমন্ত অবস্থায় আমি আবার আমার চোখে দেখলাম, আর উপরে আকাশ দেখলাম, আর দেখো একটা তারা আকাশ থেকে পড়ল, আর সে উঠে সেই ষাঁড়গুলোর মধ্যে খাচ্ছিল এবং চরছিল।
২. এরপর আমি বৃহৎ এবং কালো ষাঁড়গুলো দেখতে পেলাম, আর দেখো তারা সবাই তাদের আস্তানা, চারণভূমি এবং গবাদি পশু পরিবর্তন করে একে অপরের সাথে বসবাস শুরু করেছে।
৩. আমি আবার দর্শনে দেখলাম, এবং স্বর্গের দিকে তাকালাম, আর দেখ, অনেক তারা নেমে এসে স্বর্গ থেকে সেই প্রথম তারার দিকে নিজেদের নিক্ষেপ করতে দেখলাম, এবং তারা সেই গবাদি পশুদের মধ্যে ষাঁড় হয়ে গেল এবং তাদের সাথে তাদের সাথে চরতে লাগল।
৪. আমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর দেখো, তারা সবাই ঘোড়ার মতো তাদের গোপনাঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে, এবং গরুর গাভী ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে, এবং তারা সবাই গর্ভবতী হয়ে হাতি, উট এবং গাধা জন্ম দিয়েছে।
৫. আর সমস্ত ষাঁড় তাদের ভয় পেল এবং তাদের দেখে ভীত হয়ে উঠল, এবং দাঁত দিয়ে কামড়াতে, খেতে এবং শিং দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।
৬. আর তারা সেই ষাঁড়গুলোকেও খেতে শুরু করল; আর দেখো, পৃথিবীর সমস্ত সন্তান তাদের সামনে কাঁপতে কাঁপতে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে লাগল।

অধ্যায় ৮৭

১. আমি আবার দেখলাম কিভাবে তারা একে অপরকে আঘাত করতে এবং একে অপরকে গ্রাস করতে শুরু করেছে, এবং পৃথিবী জোরে কাঁদতে শুরু করেছে।
২. আমি আবার স্বর্গের দিকে চোখ তুললাম, আর দর্শনে দেখলাম, আর দেখ, স্বর্গ থেকে সাদা মানুষের মতো কিছু মানুষ বেরিয়ে আসছে: আর সেই স্থান থেকে চারজন বেরিয়ে এলেন এবং তাদের সাথে তিনজন।

৩. আর শেষবার যারা বেরিয়ে এসেছিল তারা আমার হাত ধরে আমাকে পৃথিবীর বংশধরদের থেকে দূরে নিয়ে গেল, এবং আমাকে একটি উঁচু স্থানে তুলে ধরল, এবং আমাকে পৃথিবীর উপরে উঁচু একটি মিনার দেখাল, এবং সমস্ত পাহাড় নিচু ছিল।
৪. আর একজন আমাকে বলল: 'এই হাতি, উট, গাধা, তারা, বলদ এবং তাদের সকলের উপর কী ঘটছে তা না দেখা পর্যন্ত এখানেই থাকো।'

অধ্যায় ৮৮

১. আর আমি সেই চারজনের মধ্যে একজনকে দেখলাম যারা প্রথমে বেরিয়ে এসেছিল, এবং সে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়া প্রথম তারাটিকে ধরে তার হাত-পা বেঁধে অতল গহ্বরে ফেলে দিল: এখন সেই অতল গহ্বর ছিল সরু ও গভীর, ভয়ঙ্কর ও অন্ধকার।
২. আর তাদের একজন তরবারি বের করে সেই হাতি, উট এবং গাধাগুলোকে দিল: তারপর তারা একে অপরকে আঘাত করতে শুরু করল, এবং তাদের কারণে পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠল।
৩. আর আমি যখন দর্শনে দেখছিলাম, তখন দেখ, সেই চারজনের মধ্যে একজন যারা স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের পাথর ছুঁড়ে মারল, এবং ঘোড়ার মতো সমস্ত বৃহৎ তারাগুলিকে একত্রিত করে নিয়ে গেল, এবং তাদের হাত-পা বেঁধে পৃথিবীর অতল গহ্বরে ফেলে দিল।

অধ্যায় ৮৯

১. আর সেই চারজনের মধ্যে একজন সেই সাদা ষাঁড়ের কাছে গেল এবং তাকে গোপনে কিছু শিক্ষা দিল, কিন্তু সে ভীত হল না: সে ষাঁড় হয়ে জন্মগ্রহণ করল এবং মানুষ হয়ে উঠল, এবং নিজের জন্য একটি বড় পাত্র তৈরি করল এবং তার উপর বাস করল; এবং তিনটি ষাঁড় সেই পাত্রে তার সাথে থাকল এবং সেগুলিকে ঢেকে দেওয়া হল।
২. আমি আবার স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দেখলাম একটি উঁচু ছাদ, যার উপর দিয়ে সাতটি জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সেই জলধারা প্রচুর জল নিয়ে একটি ঘেরা জায়গায় প্রবাহিত হচ্ছে।
৩. আমি আবার দেখলাম, আর দেখো, সেই বিশাল ঘেরের উপরিভাগে ঝর্ণা খুলে গেছে, আর জল ফুলে উঠতে শুরু করেছে এবং পৃষ্ঠের উপরে উঠতে শুরু করেছে, আর আমি সেই ঘেরটি দেখতে পেলাম যতক্ষণ না এর সমস্ত পৃষ্ঠ জলে ঢাকা পড়ে গেছে।
৪. আর তার উপর জল, অন্ধকার এবং কুয়াশা আরও বেড়ে গেল; আর আমি যখন সেই জলের উচ্চতার দিকে তাকালাম, তখন সেই জল সেই ঘেরের উচ্চতার উপরে উঠে এসে সেই ঘেরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল এবং মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল।
৫. আর সেই ঘেরের সমস্ত গবাদি পশু একত্রিত করা হয়েছিল যতক্ষণ না আমি দেখতে পেলাম কিভাবে তারা ডুবে গিয়েছিল এবং গিলে ফেলা হয়েছিল এবং সেই জলে মারা গিয়েছিল।
৬. কিন্তু সেই জাহাজটি জলের উপর ভেসে উঠল, আর সমস্ত গরু, হাতি, উট এবং গাধা সমস্ত প্রাণীর সাথে তলদেশে ডুবে গেল, যাতে আমি আর তাদের দেখতে না পাই, এবং তারা পালাতে সক্ষম না হয়ে, বরং মারা গেল এবং গভীর জলে ডুবে গেল।
৭. আর আমি আবার দর্শনে দেখলাম যতক্ষণ না সেই উঁচু ছাদ থেকে জলের স্রোত সরে গেল, এবং পৃথিবীর খাদগুলি সমান হয়ে গেল এবং অন্যান্য অতল গহ্বরগুলি খুলে গেল।
৮. তারপর জল এই জলের মধ্যে ঢুকতে শুরু করল, যতক্ষণ না পৃথিবী দৃশ্যমান হয়ে উঠল; কিন্তু সেই পাত্রটি পৃথিবীতে স্থির হয়ে গেল, এবং অন্ধকার কেটে গেল এবং আলো দেখা দিল।
৯. কিন্তু সেই সাদা ষাঁড়টি, যা মানুষে পরিণত হয়েছিল, সেই পাত্র থেকে বেরিয়ে এল, তার সাথে তিনটি ষাঁড়, এবং সেই তিনটির মধ্যে একটি ছিল সেই ষাঁড়ের মতো সাদা, এবং তাদের মধ্যে একটি রক্তের মতো লাল এবং একটি কালো: এবং সেই সাদা ষাঁড়টি তাদের কাছ থেকে চলে গেল।

১০-২৭। নোহের মৃত্যু থেকে যাত্রা পর্যন্ত।

১০. আর তারা মাঠের পশু ও পাখিদের জন্ম দিতে শুরু করল, যার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব হল: সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, কুকুর, হায়েনা, বুনো শুয়োর, শিয়াল, কাঠবিড়ালি, শূকর, বাজপাখি, শকুন, চিল, ঈগল এবং কাক; এবং তাদের মধ্যে একটি সাদা ষাঁড়ের জন্ম হল।
১১. তারা একে অপরকে কামড়াতে শুরু করল; কিন্তু তাদের মধ্যে জন্মানো সাদা ষাঁড়টি একটি বুনো গাধা এবং তার সাথে একটি সাদা ষাঁড়ের জন্ম দিল, এবং বুনো গাধাগুলি বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।
১২. কিন্তু তার গর্ভে জন্মানো ষাঁড়টি একটি কালো বুনো শুয়োর এবং একটি সাদা ভেড়ার জন্ম দেয়; আর প্রথমটি অনেক শুয়োরের জন্ম দেয়, কিন্তু সেই ভেড়াটি বারোটি ভেড়ার জন্ম দেয়।
১৩. আর যখন সেই বারোটি ভেড়া বড় হয়ে গেল, তখন তারা তাদের মধ্যে একটি গাধাকে দিয়ে দিল, আর সেই গাধাগুলো আবার সেই ভেড়াটিকে নেকড়েদের হাতে তুলে দিল, আর সেই ভেড়াটি নেকড়েদের মধ্যে বেড়ে উঠল।
১৪. আর প্রভু এগারোটি ভেড়াকে তার সাথে বসবাস করতে এবং নেকড়েদের মধ্যে চরাতে নিয়ে এলেন: আর তারা সংখ্যাবৃদ্ধি করে অনেক ভেড়ার পাল হয়ে উঠল।
১৫. আর নেকড়েরা তাদের ভয় পেতে শুরু করল, এবং তাদের উপর অত্যাচার করতে লাগল যতক্ষণ না তারা তাদের ছোট বাচ্চাদের ধ্বংস করে ফেলল, এবং তাদের বাচ্চাদের প্রচুর জলের নদীতে ফেলে দিল: কিন্তু সেই ভেড়াগুলো তাদের ছোট বাচ্চাদের জন্য চিৎকার করে কাঁদতে লাগল এবং তাদের প্রভুর কাছে অভিযোগ করতে লাগল।
১৬. আর নেকড়েদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একটি ভেড়া পালিয়ে বন্য গাধার কাছে চলে গেল; আর আমি ভেড়াগুলোকে দেখলাম কিভাবে তারা বিলাপ করছে, চিৎকার করছে, আর তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে, যতক্ষণ না সেই ভেড়ার প্রভু একটি

উঁচু আবাস থেকে ভেড়ার আওয়াজ শুনে নেমে এসে তাদের কাছে এসে তাদের চরাতে লাগল।
১৭. আর তিনি সেই মেষটিকে ডাকলেন, যেটি নেকড়েদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং তাকে নেকড়েদের বিষয়ে বললেন, যেন সে তাদের ভেড়াগুলিকে স্পর্শ না করার জন্য সতর্ক করে।
১৮. আর প্রভুর বাক্য অনুসারে ভেড়াগুলো নেকড়েদের কাছে গেল, আর আরেকটি ভেড়াও তার সাথে দেখা করে তার সাথে গেল, আর দুজনে গিয়ে সেই নেকড়েদের সমাবেশে একসাথে প্রবেশ করল, এবং তাদের সাথে কথা বলল এবং তাদের সতর্ক করল যেন এখন থেকে ভেড়াগুলোকে স্পর্শ না করে।
১৯. আর তখনই আমি নেকড়েদের দেখতে পেলাম, আর তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভেড়াদের উপর অত্যাচার করছিল; আর ভেড়াগুলো জোরে চিৎকার করছিল।
২০. আর প্রভু মেষদের কাছে এলেন এবং তারা সেই নেকড়েদের মারতে শুরু করলেন: আর নেকড়েরা বিলাপ করতে লাগল; কিন্তু মেষরা চুপ করে গেল এবং সাথে সাথে চিৎকার করা বন্ধ করে দিল।
২১. আর আমি ভেড়াগুলোকে নেকড়েদের মাঝখান থেকে চলে যেতে দেখলাম; কিন্তু নেকড়েদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল, আর সেই নেকড়েরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভেড়াদের তাড়া করতে করতে চলে গেল।
22. আর মেষপালক তাদের নেতা হিসেবে তাদের সাথে চললেন, আর তাঁর সমস্ত মেষপাল তাঁর পিছনে পিছনে চলল: আর তাঁর মুখ উজ্জ্বল, মহিমান্বিত এবং দেখতে ভয়ঙ্কর ছিল।
২৩. কিন্তু নেকড়েরা সেই ভেড়াগুলোকে তাড়া করতে লাগলো যতক্ষণ না তারা জলের সমুদ্রে পৌঁছে গেল।
২৪. আর সেই সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, আর জল তাদের সামনে এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে রইল, আর তাদের প্রভু তাদের নেতৃত্ব দিলেন এবং তাদের ও নেকড়েদের মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করলেন।
২৫. আর যখন সেই নেকড়েরা তখনও ভেড়াগুলোকে দেখতে পেল না, তখন তারা সেই সমুদ্রের মাঝখানে চলে গেল, আর নেকড়েরা ভেড়াগুলোকে অনুসরণ করল, আর সেই নেকড়েরা তাদের পিছনে পিছনে সেই সমুদ্রে ছুটে গেল।
২৬. আর যখন তারা মেষদের প্রভুকে দেখতে পেল, তখন তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু সেই সমুদ্র একত্রিত হয়ে গেল, এবং যেমনটি তৈরি হয়েছিল তেমনই হয়ে গেল, এবং জল ফুলে উঠল এবং উপরে উঠে গেল যতক্ষণ না এটি নেকড়েদের ঢেকে দিল।
২৭. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না সেই ভেড়াগুলোর পিছনে ধাওয়া করা সমস্ত নেকড়ে মারা গেল এবং ডুবে গেল।

২৮-৪০। মরুভূমিতে ইস্রায়েল, আইন প্রদান, ফিলিস্তিনে প্রবেশ।

২৮. কিন্তু ভেড়াগুলো সেই জল থেকে পালিয়ে এক প্রান্তরে চলে গেল, যেখানে জল ছিল না, ঘাসও ছিল না; এবং তারা তাদের চোখ খুলতে শুরু করল এবং দেখতে পেল; এবং আমি দেখলাম ভেড়াগুলোর প্রভু তাদের চরাতেন এবং তাদের জল ও ঘাস দিতেন, এবং সেই ভেড়াগুলো তাদের নেতৃত্ব দিতেন।
২৯. আর সেই ভেড়াগুলো সেই উঁচু পাথরের চূড়ায় উঠে গেল, আর ভেড়ার প্রভু তাদের কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন।
৩০. এরপর আমি মেষদের প্রভুকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, আর তাঁর চেহারা ছিল মহান, ভয়ঙ্কর এবং মহিমান্বিত, আর সমস্ত মেষ তাঁকে দেখে তাঁর সামনে ভীত হয়ে পড়ল।
31. তারা সকলেই তাঁর ভয়ে ভীত ও কাঁপতে লাগল, এবং তাদের মধ্যে থাকা সেই মেষপালককে চিৎকার করে বলল, "আমরা আমাদের প্রভুর সামনে দাঁড়াতে বা তাঁকে দেখতে সক্ষম নই।"
৩২. আর যে ভেড়া তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সেই ভেড়া আবার সেই পাথরের চূড়ায় উঠে গেল, কিন্তু ভেড়াগুলো অন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল এবং সে যে পথ দেখিয়েছিল তা থেকে বিচ্যুত হতে লাগল, কিন্তু সেই ভেড়াগুলো তা জানত না।
৩৩. আর মেষদের প্রভু তাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, আর সেই মেষটি তা আবিষ্কার করে, এবং পাথরের চূড়া থেকে নেমে এসে মেষদের কাছে এসে দেখতে পেল যে তাদের বেশিরভাগই অন্ধ এবং পড়ে গেছে।
34. তারা যখন তা দেখল, তখন তারা ভীত ও কাঁপতে লাগল, এবং তাদের খোঁয়াড়ে ফিরে যেতে চাইল।
৩৫. আর সেই ভেড়াটি তার সাথে আরও ভেড়া নিয়ে গেল, এবং পড়ে যাওয়া ভেড়াগুলির কাছে এসে তাদের মারতে শুরু করল; আর ভেড়াগুলি তার উপস্থিতির ভয় পেল, আর এইভাবে সেই ভেড়াটি পড়ে যাওয়া ভেড়াগুলিকে ফিরিয়ে আনল, এবং তারা তাদের খোঁয়াড়ে ফিরে গেল।
৩৬. আর আমি এই দর্শনে দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না সেই মেষটি মানুষ হয়ে ওঠে এবং মেষদের প্রভুর জন্য একটি ঘর তৈরি করে, এবং সমস্ত মেষকে সেই ঘরে রাখে।
৩৭. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না এই ভেড়াটি, যেটি তাদের নেতৃত্বদানকারী ভেড়ার সাথে দেখা করেছিল, ঘুমিয়ে পড়ল; আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না সমস্ত বড় ভেড়া মারা গেল এবং ছোট বাচ্চারা তাদের জায়গায় উঠে দাঁড়াল, এবং তারা একটি চারণভূমিতে এসে জলের স্রোতের কাছে গেল।
৩৮. তারপর সেই ভেড়া, তাদের নেতা, যেটি মানুষ হয়ে উঠেছিল, তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আর সমস্ত ভেড়া এটির খোঁজ করতে লাগল এবং প্রচণ্ড চিৎকার করে তার জন্য কাঁদতে লাগল।
৩৯. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না তারা সেই ভেড়ার জন্য কান্নাকাটি বন্ধ করে জলের সেই স্রোত পার হল, আর সেখানে দুটি ভেড়া তাদের নেতৃত্বদানকারী এবং ঘুমিয়ে পড়া লোকদের জায়গায় নেতা হিসেবে উঠে দাঁড়াল।
৪০. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না ভেড়াগুলো একটা সুন্দর জায়গায়, আর একটা মনোরম ও মহিমান্বিত

দেশে এসে পৌঁছায়, আর যতক্ষণ না ভেড়াগুলো তৃপ্ত হয়; আর সেই ঘরটা তাদের মাঝে সেই মনোরম দেশে দাঁড়িয়ে রইল।

৪১-৫০। বিচারকদের সময় থেকে মন্দির নির্মাণ পর্যন্ত।

৪১. আর কখনও কখনও তাদের চোখ খুলে যেত, আবার কখনও অন্ধ করে দিত, যতক্ষণ না অন্য একটি ভেড়া উঠে তাদের নেতৃত্ব দিত এবং তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনত, এবং তাদের চোখ খুলে যেত।
৪২. আর কুকুর, শিয়াল এবং বুনো শুয়োর সেই মেষগুলোকে খেয়ে ফেলতে শুরু করল, যতক্ষণ না মেষদের প্রভু তাদের মধ্য থেকে আরেকটি মেষকে তুলে আনলেন, যে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।
৪৩. আর সেই মেষটি কুকুর, শিয়াল এবং বুনো শুয়োরের দুপাশে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল যতক্ষণ না সে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল।
৪৪. আর সেই মেষ, যার চোখ খোলা ছিল, সে মেষদের মধ্যে থাকা মেষটিকে দেখতে পেল, যতক্ষণ না সে তার গৌরব ত্যাগ করে সেই মেষগুলিকে পিষে ফেলতে শুরু করল, তাদের উপর পদদলিত করল এবং অশোভন আচরণ করল।
৪৫. আর মেষপালকের প্রভু মেষশাবকটিকে অন্য মেষশাবকের কাছে পাঠালেন এবং সেই মেষটির পরিবর্তে মেষ এবং মেষদের নেতা হিসেবে উত্থাপন করলেন, যে মেষটি তার গৌরব ত্যাগ করেছিল।
৪৬. আর সে তার কাছে গেল এবং একা তার সাথে কথা বলল, এবং তাকে একটি মেষে পরিণত করল, এবং তাকে মেষদের রাজা ও নেতা করল; কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার সময় সেই কুকুরগুলো ভেড়াদের উপর অত্যাচার করল।
৪৭. প্রথম মেষটি দ্বিতীয় মেষটিকে তাড়া করল, আর দ্বিতীয় মেষটি উঠে তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল; আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না কুকুরগুলি প্রথম মেষটিকে টেনে নামিয়ে ফেলল।
৪৮. আর সেই দ্বিতীয় মেষটি উঠে ছোট মেষগুলোকে নিয়ে গেল।
৪৯. আর সেই ভেড়াগুলো বেড়ে উঠল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল; কিন্তু সব কুকুর, শিয়াল, বুনো শুয়োর ভয় পেয়ে তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর সেই ভেড়াটা বন্য পশুদের মারতে মারতে মারতে মারতে মারতে মারতে মারতে মারতে আর সেই বন্য পশুদের আর কোন ক্ষমতা রইল না এবং তাদের কাছ থেকে আর কিছু লুট করতে পারল না। আর সেই ভেড়া অনেক ভেড়ার জন্ম দিল এবং ঘুমিয়ে পড়ল; আর তার বদলে একটি ছোট ভেড়া মেষ হয়ে উঠল, এবং সেই ভেড়াগুলোর রাজপুত্র ও নেতা হয়ে উঠল।
৫০. আর সেই ঘরটি বৃহৎ ও প্রশস্ত হয়ে উঠল, এবং সেই মেষদের জন্য এটি নির্মিত হল: এবং মেষদের প্রভুর জন্য ঘরের উপর একটি উঁচু ও মহৎ টাওয়ার নির্মিত হল, এবং সেই ঘরটি ছিল নিচু, কিন্তু টাওয়ারটি ছিল উঁচু ও উঁচু, এবং মেষদের প্রভু সেই টাওয়ারের উপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং তারা তাঁর সামনে একটি পূর্ণ টেবিল উৎসর্গ করেছিলেন।

৫১-৬৭। ইস্রায়েল ও যিহূদার দুই রাজ্য, জেরুজালেমের ধ্বংস পর্যন্ত।

51. আর আমি আবার সেই মেষগুলোকে দেখলাম যেগুলো আবার ভুল করে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছিল, আর তাদের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর মেষদের প্রভু মেষদের মধ্য থেকে কিছুকে ডেকে মেষদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মেষগুলো তাদের মারতে শুরু করেছিল।
52. আর তাদের মধ্যে একজন রক্ষা পেল এবং তাকে হত্যা করা হল না, এবং সে দ্রুত চলে গেল এবং মেষদের উপর জোরে চিৎকার করে উঠল; এবং তারা এটিকে হত্যা করার চেষ্টা করল, কিন্তু মেষদের প্রভু এটিকে মেষদের হাত থেকে রক্ষা করলেন এবং আমার কাছে নিয়ে এলেন এবং সেখানে বাস করতে দিলেন।
৫৩. আর তিনি আরও অনেক মেষকে সেই মেষদের কাছে পাঠালেন তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এবং তাদের জন্য বিলাপ করার জন্য।
৫৪. এরপর আমি দেখলাম যে যখন তারা প্রভুর ঘর এবং তাঁর দুর্গ ত্যাগ করল, তখন তারা সম্পূর্ণরূপে পড়ে গেল এবং তাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল; এবং আমি মেষপালককে দেখলাম যে তিনি তাদের পালের মধ্যে প্রচুর হত্যা করেছিলেন যতক্ষণ না সেই মেষগুলি সেই হত্যাকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাঁর স্থানকে বিশ্বাসঘাতকতা করে।
৫৫. তিনি তাদের সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, হায়েনা, শেয়াল এবং সমস্ত বন্য পশুর হাতে তুলে দিলেন, আর সেই বন্য পশুরা সেই ভেড়াগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করল।
৫৬. আর আমি দেখলাম যে, তিনি তাদের ঘরবাড়ি ও উঁচু দুর্গ ত্যাগ করে সিংহদের হাতে তুলে দিলেন, যেন তারা তাদের ছিঁড়ে ফেলে এবং গ্রাস করে, অর্থাৎ সমস্ত বন্য পশুদের হাতে।
৫৭. আর আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে জোরে চিৎকার করতে লাগলাম, এবং মেষদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, এবং তাঁর কাছে মেষদের সম্পর্কে বলতে লাগলাম যে, সমস্ত বন্য পশু তাদের খেয়ে ফেলেছে।
৫৮. কিন্তু তিনি তা দেখেও স্থির থাকলেন, এবং আনন্দ করলেন যে তাদের গ্রাস করা হয়েছে, গিলে ফেলা হয়েছে এবং লুট করা হয়েছে, এবং সমস্ত পশুর হাতে তাদের গ্রাস করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৫৯. তিনি সত্তরজন রাখালকে ডাকলেন এবং সেই মেষগুলোকে তাদের কাছে চরাতে দিলেন, আর তিনি রাখালদের ও তাদের সঙ্গীদের বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকে এখন থেকে ভেড়াগুলো চরাতে দাও, আর আমি তোমাদের যা যা আদেশ করব, তাই করতে থাকো।"
৬০. আমি তাদের গণনা করে তোমাদের হাতে তুলে দেব, আর তোমাদের বলবো তাদের মধ্যে কাদের ধ্বংস করা হবে -- আর তারা তোমাদের ধ্বংস করবে।" আর তিনি সেই মেষদের তাদের হাতে তুলে দিলেন।
৬১. তিনি আর একজনকে ডেকে বললেন, "পালকরা ঐ মেষদের প্রতি কী করবে তা লক্ষ্য করো এবং লক্ষ্য করো; কারণ আমি তাদের যা আদেশ দিয়েছি তার চেয়েও তারা তাদের অনেক বেশি ধ্বংস করবে।"

৬২. আর রাখালদের মাধ্যমে যে কোন অতিরিক্ত জিনিসপত্র এবং ধ্বংস সাধন করা হবে, তার হিসাব রাখো, অর্থাৎ আমার আদেশ অনুসারে তারা কতজনকে ধ্বংস করে এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে কতজনকে ধ্বংস করে: প্রতিটি রাখালের বিরুদ্ধে সে যে সমস্ত ধ্বংস আনে তা লিপিবদ্ধ করো।
৬৩. আর আমার সামনে সংখ্যা অনুযায়ী পড়ে শোনাও কতজনকে তারা ধ্বংস করে, আর কতজনকে ধ্বংসের জন্য তুলে দেয়, যেন আমি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে এটি পেতে পারি, এবং রাখালদের প্রতিটি কাজ জানতে পারি, যাতে আমি বুঝতে পারি এবং দেখতে পারি তারা কী করে, আমি তাদের যে আদেশ দিয়েছি তা তারা পালন করে কিনা।
৬৪. কিন্তু তারা তা জানবে না, আর তুমি তাদের কাছে তা প্রকাশ করবে না, অথবা তাদের সতর্ক করবে না, বরং প্রতিটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাখালরা তাদের সময়ে যে সমস্ত ধ্বংস সাধন করে তা লিপিবদ্ধ করবে এবং আমার সামনে তা উপস্থাপন করবে।"
৬৫. আর আমি দেখলাম যতক্ষণ না সেই রাখালরা তাদের সময়মতো চরতে শুরু করে, এবং তারা তাদের যতটা নিষেধ করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি হত্যা ও ধ্বংস করতে শুরু করে, এবং তারা সেই মেষগুলিকে সিংহের হাতে তুলে দেয়।
৬৬. আর সিংহ ও বাঘ ঐ ভেড়াগুলোর বেশিরভাগই খেয়ে ফেলেছিল, আর বুনো শুয়োরও তাদের সাথে খায়; আর তারা সেই মিনারটি পুড়িয়ে দেয় এবং সেই ঘরটি ভেঙে ফেলে।
৬৭. আর সেই মিনারটির জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লাম কারণ সেই ভেড়ার ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল, এবং পরে আমি দেখতে পাইনি যে সেই ভেড়াগুলি সেই ঘরে প্রবেশ করেছে কিনা।

৬৮-৭১। দেবদূত শাসকদের প্রথম সময়কাল - জেরুজালেমের ধ্বংস থেকে বন্দিদশা থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত।

৬৮. আর রাখালরা এবং তাদের সহযোগীরা সেই মেষগুলোকে সমস্ত বন্য পশুদের হাতে তুলে দিল, যাতে তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে, এবং তাদের প্রত্যেকে তার সময়ে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পেয়েছিল: একে অপরের দ্বারা একটি বইতে লেখা ছিল যে তাদের প্রত্যেকে কতগুলি ধ্বংস করেছে।
৬৯. আর প্রত্যেকে নির্ধারিত মেষের চেয়ে অনেক বেশি মেরে ফেলল এবং ধ্বংস করল; আর আমি সেই মেষদের জন্য কাঁদতে ও বিলাপ করতে লাগলাম।
৭০. আর এইভাবে আমি সেই দর্শনে সেই ব্যক্তিকে দেখলাম যিনি লিখেছিলেন, কীভাবে তিনি সেই সমস্ত কিছু লিখেছিলেন যা সেই রাখালদের দ্বারা দিনের পর দিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এবং বহন করে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে পুরো বইটি মেষপালকদের প্রভুকে দেখিয়েছিলেন - এমনকি তারা যা কিছু করেছিল, এবং তাদের প্রত্যেকে যা কিছু হারিয়েছিল এবং যা কিছু তারা ধ্বংসের জন্য সমর্পণ করেছিল।
৭১. আর মেষপালকের প্রভুর সামনে বইটি পাঠ করা হল, আর তিনি তাঁর হাত থেকে বইটি নিয়ে তা পড়লেন এবং সীলমোহর করে রাখলেন এবং তা রেখে দিলেন।

৭২-৭৭। দ্বিতীয় যুগ - সাইরাসের সময় থেকে মহান আলেকজান্ডারের সময় পর্যন্ত।

৭২. আর সাথে সাথে আমি দেখলাম রাখালরা বারো ঘন্টা ধরে চরছে, আর দেখো, তিনটি ভেড়া ফিরে এসে ঘরে ঢুকে পড়ে যা কিছু পড়েছিল তা তৈরি করতে শুরু করেছে; কিন্তু বুনো শুয়োররা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা পারেনি।
৭৩. তারা আবার আগের মতোই নির্মাণ শুরু করল, এবং তারা সেই দুর্গটি তৈরি করল, এবং এর নাম রাখা হল উঁচু দুর্গ; এবং তারা আবার দুর্গের সামনে একটি টেবিল রাখতে শুরু করল, কিন্তু এর উপর থাকা সমস্ত রুটি ছিল দূষিত এবং বিশুদ্ধ নয়।
৭৪. আর এই সমস্ত কিছুর সাথে সাথে সেই মেষদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল যাতে তারা দেখতে না পায়, এবং তাদের রাখালদের চোখও অন্ধ হয়ে গেল; এবং তারা তাদের প্রচুর সংখ্যক মেষপালকদের হাতে ধ্বংসের জন্য তুলে দিল, এবং তারা মেষদের পায়ে মাড়িয়ে গ্রাস করল।
৭৫. আর মেষদের প্রভু স্থির থাকলেন যতক্ষণ না সমস্ত মেষ মাঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের সাথে মিশে যায়, এবং তারা তাদের পশুদের হাত থেকে রক্ষা করে না।
৭৬. আর যিনি বইটি লিখেছিলেন, তিনি বইটি বহন করে দেখালেন এবং মেষপালকদের প্রভুর সামনে তা পাঠ করলেন, এবং তাদের জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করলেন, এবং তাদের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন, যখন তিনি তাকে রাখালদের সমস্ত কাজ দেখিয়েছিলেন এবং সমস্ত রাখালের বিরুদ্ধে তাঁর সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।
৭৭. আর তিনি আসল বইটি নিয়ে তাঁর পাশে রেখে চলে গেলেন।

অধ্যায় ৯০

১-৫। তৃতীয় যুগ -- মহান আলেকজান্ডার থেকে গ্রিকো-সিরীয় আধিপত্য পর্যন্ত।

১. আর আমি দেখলাম যে, এভাবে পঁয়ত্রিশ জন রাখাল মেষপালক চরানোর কাজ শুরু করলো, এবং তারা প্রথমজনের মতোই তাদের সময়কাল সম্পূর্ণ করলো; এবং অন্যরা তাদের হাতে তুলে দিলো, তাদের সময়কালের জন্য তাদের চরানোর জন্য, প্রত্যেক রাখাল তার নিজের সময়কালে।
২. এরপর আমি আমার দর্শনে আকাশের সমস্ত পাখি আসতে দেখলাম, ঈগল, শকুন, চিল, কাক; কিন্তু ঈগল সমস্ত পাখিকে এগিয়ে নিয়ে গেল; এবং তারা সেই মেষগুলিকে গ্রাস করতে শুরু করল, তাদের চোখ উপড়ে ফেলল এবং তাদের মাংস খেতে লাগল।

৩. আর ভেড়াগুলো চিৎকার করে উঠল কারণ পাখিরা তাদের মাংস খেয়ে ফেলছিল, আর আমি ঘুমের মধ্যে তাকিয়ে সেই রাখালের জন্য বিলাপ করলাম যে মেষদের চরাতেন।
৪. আর আমি দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না কুকুর, ঈগল এবং চিল সেই ভেড়াগুলোকে খেয়ে ফেলল, আর তারা তাদের মাংস, চামড়া বা শিরা কিছুই অবশিষ্ট রাখল না, যতক্ষণ না কেবল তাদের হাড়গুলো সেখানে দাঁড়িয়ে রইল: এবং তাদের হাড়গুলোও মাটিতে পড়ে গেল এবং ভেড়াগুলো সংখ্যায় কম হয়ে গেল।
৫. আর আমি দেখলাম যতক্ষণ না তেইশ জন চারণভূমি গ্রহণ করেছে এবং তাদের বিভিন্ন সময়ে ৫৮ বার সম্পন্ন করেছে।

৬-১২। চতুর্থ যুগ - গ্রিকো-সিরীয় আধিপত্য থেকে ম্যাকাবিয় বিদ্রোহ পর্যন্ত।

৬. কিন্তু দেখো, সেই সাদা ভেড়াগুলো মেষশাবকদের বহন করছিল, এবং তারা চোখ খুলতে শুরু করল, দেখতে পেল এবং মেষদের ডাকতে লাগল।
৭. হ্যাঁ, তারা তাদের কাছে চিৎকার করেছিল, কিন্তু তারা তাদের কথায় কান দেয়নি, বরং তারা অত্যন্ত বধির ছিল এবং তাদের চোখ অত্যন্ত অন্ধ ছিল।
৮. আর আমি দর্শনে দেখলাম কিভাবে কাকগুলো সেই মেষশাবকগুলোর উপর উড়ে এসেছিল এবং সেই মেষশাবকগুলোর মধ্যে একটিকে ধরে নিয়ে মেষগুলোকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছিল।
৯. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না ঐ মেষশাবকগুলোর উপর শিং গজালো, আর কাকগুলো তাদের শিং ছুঁড়ে ফেলল; আর আমি দেখলাম যতক্ষণ না ঐ মেষগুলোর মধ্যে একটির বিরাট শিং গজালো, আর তাদের চোখ খুলে গেল।
১০. আর সে তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ খুলে গেল, আর সে মেষদের ডাকল, আর মেষেরা তা দেখতে পেল এবং সকলে তার কাছে দৌড়ে গেল।
১১. আর এত কিছুর পরেও ঐ ঈগল, শকুন, কাক এবং চিল ভেড়াগুলোকে ছিঁড়ে ফেলছিল, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাদের গ্রাস করছিল: তবুও ভেড়াগুলো চুপ করে রইল, কিন্তু ভেড়াগুলো বিলাপ করছিল এবং চিৎকার করছিল।
১২. আর সেই কাকগুলো তার সাথে যুদ্ধ করে, যুদ্ধ করে, তার শিং নিচু করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার উপর তাদের কোন ক্ষমতা ছিল না।

১৩-১৯। ইহুদিদের উপর অইহুদীদের শেষ আক্রমণ (যেখানে ১৩-১৫ এবং ১৬-১৮ দ্বিধা)।

১৩. আর আমি দেখলাম যতক্ষণ না রাখাল, ঈগল, সেই শকুন আর চিল এসে কাকদের ডাকল যেন তারা সেই ভেড়ার শিং ভেঙে দেয়, আর তারা কাকের সাথে যুদ্ধ করে, আর সে তাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর চিৎকার করে বলে, যেন তার সাহায্য আসে।
১৪. আর আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না সেই লোকটি, যে রাখালদের নাম লিখে মেষপালকের প্রভুর সামনে নিয়ে যেত, এসে তাকে সাহায্য করল এবং সবকিছু দেখাল: সে সেই মেষের সাহায্যের জন্য নেমে এসেছিল।
১৫. আর আমি দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না মেষপালকের প্রভু ক্রোধে তাদের কাছে এলেন, আর যারা তাঁকে দেখল তারা সকলেই পালিয়ে গেল, আর সকলেই তাঁর মুখ থেকে তাঁর ছায়ায় পড়ে গেল।
১৬. সমস্ত ঈগল, শকুন, কাক এবং চিল একত্রিত হয়েছিল, এবং তাদের সাথে মাঠের সমস্ত মেষও এসেছিল, হ্যাঁ, তারা সবাই একত্রিত হয়েছিল, এবং একে অপরকে মেষের শিং ভাঙতে সাহায্য করেছিল।
১৭. আর আমি সেই ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি প্রভুর আদেশ অনুসারে বইটি লিখেছিলেন, যতক্ষণ না তিনি সেই বারোজন শেষ রাখাল যে ধ্বংস সাধন করেছিলেন তার বিষয়ে সেই বইটি খুলেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে তারা মেষপালের প্রভুর সামনে তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংস করেছে।
১৮. আর আমি দেখলাম, যতক্ষণ না মেষদের প্রভু তাদের কাছে এসে তাঁর ক্রোধের লাঠিটি হাতে নিলেন এবং পৃথিবীতে আঘাত করলেন, তাতে পৃথিবী দু'ভাগ হয়ে গেল, এবং আকাশের সমস্ত পশু এবং সমস্ত পাখি সেই মেষদের মধ্য থেকে পড়ে গেল এবং মাটিতে গিলে ফেলল এবং মাটি তাদের ঢেকে দিল।
১৯. আর আমি দেখলাম, অবশেষে মেষদের হাতে একটা বিরাট তরবারি দেওয়া হল, আর মেষরা তাদের হত্যা করার জন্য মাঠের সমস্ত পশুদের আক্রমণ করল, আর আকাশের সমস্ত পশু ও পাখি তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।

২০-২৭। পতিত ফেরেশতা, রাখাল এবং ধর্মত্যাগীদের বিচার।

২০. আর আমি দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না মনোরম দেশে একটি সিংহাসন স্থাপন করা হল, এবং মেষপালক নিজেই তার উপর বসেছিলেন, এবং অন্যজন সিল করা বইগুলি নিয়ে মেষপালকের সামনে সেই বইগুলি খুললেন।
২১. আর প্রভু সেই সাতজনকে প্রথম সাদা রঙের লোক হিসেবে ডাকলেন, এবং আদেশ দিলেন যে তারা যেন তাঁর সামনে আনে, প্রথম তারাটি থেকে শুরু করে যেটি পথ দেখিয়েছিল, সেই সমস্ত তারা যাদের গোপনাঙ্গ ঘোড়ার মতো ছিল, এবং তারা তাদের সকলকে তাঁর সামনে আনে।
২২. আর যে লোকটি তাঁর সামনে লিখেছিল, সেই সাতজন শ্বেতাঙ্গের একজনকে তিনি বললেন, "ঐ সত্তরজন রাখালকে নাও যাদের কাছে আমি ভেড়াগুলো দিয়েছিলাম, যারা নিজেরাই তাদের ধরে নিয়ে আমার আদেশের চেয়েও বেশি মেষপালককে হত্যা করেছিল।"
২৩. আর দেখ, তারা সকলেই বাঁধা ছিল, আমি দেখলাম, আর তারা সকলেই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
২৪. প্রথমে তারাদের উপর বিচার অনুষ্ঠিত হল, এবং তাদের বিচার করা হল এবং দোষী সাব্যস্ত করা হল, এবং তারা দণ্ডাদেশের স্থানে গেল, এবং তাদের এক অতল গহ্বরে

নিক্ষেপ করা হল, যা আগুন ও অগ্নিশিখায় পূর্ণ ছিল এবং আগুনের স্তম্ভে পূর্ণ ছিল।
২৫. আর সেই সত্তর জন রাখালকে বিচার করা হয়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এবং তাদের সেই অগ্নিগর্ভ অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
২৬. আর আমি সেই সময় দেখলাম কিভাবে পৃথিবীর মাঝখানে আগুনে ভরা একটা অতল গহ্বর খুলে গেল, আর তারা সেই অন্ধ মেষদের নিয়ে এল, আর তাদের সকলের বিচার হল এবং দোষী সাব্যস্ত করে এই অগ্নিগর্ভ অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হল, আর তারা পুড়িয়ে ফেলা হল; এখন এই অতল গহ্বরটি সেই বাড়ির ডানদিকে ছিল।
২৭. আর আমি সেই ভেড়াগুলোকে জ্বলতে দেখেছি এবং তাদের হাড়গুলোও জ্বলছে।

২৮-৩৮। নতুন জেরুজালেম, বেঁচে থাকা অইহুদীদের ধর্মান্তর, ধার্মিকদের পুনরুত্থান, মশীহ।

28. আমি দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না তারা সেই পুরনো ঘরটি ভাঁজ করে, সমস্ত স্তম্ভ খুলে ফেলে, এবং ঘরের সমস্ত কড়িকাঠ এবং অলঙ্কারগুলিও একই সাথে ভাঁজ করে, এবং তারা এটি বহন করে দেশের দক্ষিণে একটি জায়গায় রাখল।
29. আর আমি দেখলাম, মেষপালকের প্রভু প্রথমটির চেয়েও বৃহত্তর এবং উঁচু একটি নতুন ঘর এনে প্রথমটির জায়গায় এটি স্থাপন করলেন, যেটি বিয়ার দিয়ে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল; এর সমস্ত স্তম্ভ নতুন ছিল, এবং এর অলংকারগুলি প্রথমটির চেয়ে নতুন এবং বৃহত্তর ছিল, যেটি তিনি সরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং সমস্ত মেষ তার মধ্যে ছিল।
৩০. আর আমি দেখলাম যে সমস্ত মেষ, পৃথিবীর সমস্ত পশু এবং আকাশের সমস্ত পাখি, সেই মেষদের কাছে মাথা নত করে প্রণাম করছে এবং সর্ববিষয়ে তাদের কাছে প্রার্থনা করছে এবং তাদের বাধ্য হচ্ছে।
৩১. এরপর সেই তিনজন যারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল এবং যারা আমাকে আগে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আমার হাত ধরেছিল, এবং সেই মেষটির হাতও আমাকে ধরেছিল, তারা আমাকে তুলে নিয়ে সেই ভেড়াদের মাঝখানে দাঁড় করিয়েছিল, বিচার হওয়ার আগে।
৩২. আর সেই ভেড়াগুলো সব সাদা ছিল, এবং তাদের পশম প্রচুর এবং পরিষ্কার ছিল।
33. আর যারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, মাঠের সমস্ত পশু এবং আকাশের সমস্ত পাখি, সেই বাড়িতে জড়ো হয়েছিল, এবং মেষপালকরা খুব আনন্দে আনন্দিত হয়েছিল কারণ তারা সবাই ভালো ছিল এবং তার বাড়িতে ফিরে এসেছিল।
৩৪. আর আমি দেখলাম যতক্ষণ না তারা সেই তরবারিটি রেখে দিল, যা মেষদের দেওয়া হয়েছিল, এবং তারা তা ঘরে ফিরিয়ে আনল, এবং প্রভুর সামনে তা সীলমোহর করা হল, এবং সমস্ত মেষকে সেই ঘরে আমন্ত্রণ জানানো হল, কিন্তু তা তাদের ধরে রাখল না।
৩৫. তখন তাদের সকলের চোখ খুলে গেল, আর তারা মঙ্গল দেখতে পেল, আর তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে দেখতে পায়নি।
৩৬. আর আমি দেখলাম যে সেই ঘরটি বিশাল ও প্রশস্ত এবং খুব পরিপূর্ণ।
৩৭. আর আমি দেখলাম যে, একটি সাদা ষাঁড়ের জন্ম হয়েছে, যার বড় বড় শিং ছিল এবং মাঠের সমস্ত পশু এবং আকাশের সমস্ত পাখি তাকে ভয় করত এবং সর্বদা তার কাছে প্রার্থনা করত।
৩৮. আর আমি দেখতে দেখতে তাদের সকল প্রজন্ম রূপান্তরিত হয়ে গেল, এবং তারা সকলেই সাদা ষাঁড়ে পরিণত হল; এবং তাদের মধ্যে প্রথমটি একটি মেষশাবক হয়ে উঠল, এবং সেই মেষশাবকটি একটি বৃহৎ প্রাণীতে পরিণত হল এবং তার মাথায় বৃহৎ কালো শিং ছিল; এবং মেষশাবকের প্রভু এটি এবং সমস্ত ষাঁড়ের উপর আনন্দ করলেন। ৩৯. আর আমি তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম: এবং আমি জেগে উঠলাম এবং সবকিছু দেখলাম।
৪০. ঘুমন্ত অবস্থায় আমি এই দর্শন দেখেছিলাম, আর জেগে উঠে আমি ধার্মিকতার প্রভুর প্রশংসা করে তাঁকে মহিমান্বিত করলাম।
৪১. তারপর আমি প্রচণ্ড কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে থামলাম এবং আমার চোখের জল আর সহ্য করতে না পেরে থামল: যখন আমি দেখলাম, তখন যা দেখেছি তার কারণেই তা প্রবাহিত হল; কারণ সবকিছুই আসবে এবং পূর্ণ হবে, এবং মানুষের সমস্ত কাজ তাদের ক্রমানুসারে আমাকে দেখানো হয়েছে।
৪২. সেই রাতে আমার প্রথম স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, আর আমি কেঁদে ফেললাম এবং ব্যাথিত হলাম - কারণ আমি সেই দর্শনটি দেখেছিলাম।

অধ্যায় ৯১

১. 'আর এখন, আমার পুত্র মথুশেলা, তোমার সমস্ত ভাইদের আমার কাছে ডাকো, আর তোমার মায়ের সমস্ত পুত্রকে আমার কাছে একত্র করো; কারণ বাক্য আমাকে ডাকছে, আর আমার উপর আত্মা ঢেলে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমি তোমাকে চিরকালের জন্য যা ঘটবে তা দেখাতে পারি।'
2. আর সেখানে মথুশেলহ গিয়ে তার সমস্ত ভাইদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ডেকে পাঠালেন।
৩. তিনি সকল ধার্মিক সন্তানদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'হে হনোকের সন্তানগণ, তোমাদের পিতার সমস্ত কথা শোন, আর আমার মুখের কথা মনোযোগ সহকারে শোন; কারণ আমি তোমাদের অনুরোধ করছি এবং বলছি, প্রিয়জনরা, ন্যায়পরায়ণতাকে ভালোবাসো এবং সেই পথে চলো।'
৪. দ্বি-হৃদয় নিয়ে ন্যায়পরায়ণের কাছে যেও না, দ্বি-হৃদয়ের লোকদের সাথে মেলামেশা করো না, বরং সৎ পথে চলো, আমার ছেলেরা। তা তোমাদের সৎ পথে পরিচালিত করবে, আর সৎকর্ম তোমাদের সঙ্গী হবে।
৫. কারণ আমি জানি যে পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে, পৃথিবীতে এক মহা শাস্তি কার্যকর করা হবে, এবং সমস্ত অন্যায়ের অবসান ঘটবে: হ্যাঁ, এটি তার মূল থেকে কেটে ফেলা হবে, এবং এর সম্পূর্ণ কাঠামো ধ্বংস করা হবে।

৬. পৃথিবীতে আবারও অন্যায় শেষ হবে, আর অন্যায় ও হিংস্রতার সমস্ত কাজ, আর অধর্ম দ্বিগুণ মাত্রায় বিরাজ করবে।
৭. আর যখন পাপ, অধর্ম, নিন্দা, এবং সকল প্রকার কাজে সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে, এবং ধর্মত্যাগ, অধর্ম ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে, তখন স্বর্গ থেকে এই সকলের উপর এক মহা শাস্তি নেমে আসবে, এবং পবিত্র প্রভু পৃথিবীতে বিচার করার জন্য ক্রোধ ও শাস্তি নিয়ে বেরিয়ে আসবেন।
৮. সেই দিনগুলিতে হিংস্রতা তার মূল থেকে উচ্ছেদ করা হবে, অন্যায়ের শিকড় ছলের সাথে মিলিত হবে, এবং আকাশের নীচে থেকে তাদের ধ্বংস করা হবে।
৯. আর জাতিগণের সমস্ত প্রতিমা পরিত্যক্ত হবে, আর মন্দিরগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, আর তারা সেগুলোকে সমগ্র পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, আর তাদের আগুনের বিচারে নিক্ষেপ করা হবে, আর ক্রোধে ও ভয়াবহ বিচারে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।
১০. আর ধার্মিকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠবে, আর জ্ঞান জাগবে এবং তাদের দেওয়া হবে।
১১. এরপর অধার্মিকতার শিকড় কেটে ফেলা হবে, এবং পাপীরা তরবারির আঘাতে ধ্বংস হবে... সর্বত্র নিন্দুকদের মধ্য থেকে কেটে ফেলা হবে, এবং যারা হিংস্রতার পরিকল্পনা করে এবং যারা নিন্দা করে তারা তরবারির আঘাতে ধ্বংস হবে।
১২. এরপর আসবে আর এক সপ্তাহ, অষ্টম সপ্তাহ, ধার্মিকতার। অত্যাচারীদের উপর ন্যায়সঙ্গত বিচারের জন্য তাকে তরবারি দেওয়া হবে, আর পাপীদের ধার্মিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
১৩. আর তার শেষে তারা তাদের ধার্মিকতার মাধ্যমে ঘরবাড়ি অর্জন করবে, এবং চিরকালের জন্য মহিমায় মহান রাজার জন্য একটি ঘর নির্মিত হবে,
১৪. আর সমস্ত মানবজাতি ন্যায়ের পথের দিকে তাকাবে। আর তার পর, নবম সপ্তাহে, সমগ্র বিশ্বের কাছে ন্যায়পরায়ণ বিচার প্রকাশিত হবে, আর ঈশ্বরহীনদের সমস্ত কাজ সমস্ত পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাবে, আর পৃথিবী ধ্বংসের জন্য লেখা হবে।
১৫. আর এর পরে, দশম সপ্তাহে, সপ্তম ভাগে, মহান অনন্ত বিচার আসবে, যেখানে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে প্রতিশোধ নেবেন।
১৬. আর প্রথম আকাশ চলে যাবে এবং চলে যাবে, আর একটি নতুন আকাশ আবির্ভূত হবে, আর আকাশের সমস্ত শক্তি সাতগুণ আলো দেবে।
১৭. এরপর এমন অনেক সপ্তাহ থাকবে যা চিরকাল অগণিত থাকবে, আর সকলেই মঙ্গল ও ধার্মিকতায় থাকবে, আর পাপের কথা আর কখনও উল্লেখ করা হবে না।
১৮. আর এখন, আমার ছেলেরা, আমি তোমাদের বলছি এবং তোমাদেরকে ন্যায়ের পথ এবং হিংস্রতার পথ দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি আবার তোমাদেরকে সেগুলো দেখাব যাতে তোমরা জানতে পারো কী ঘটবে।
19. আর এখন, আমার বৎসগণ, আমার কথা শোন, এবং ধার্মিকতার পথে চল, এবং হিংস্রতার পথে চলো না; কারণ যারা অন্যায়ের পথে চলে তারা চিরতরে ধ্বংস হবে।

অধ্যায় ৯২

১. হনোকের লেখা বই - হনোক প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের এই সম্পূর্ণ মতবাদটি লিখেছিলেন, যা সমস্ত মানুষের কাছে প্রশংসিত এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী আমার সমস্ত সন্তানদের জন্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য যারা ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তি পালন করবে, সমস্ত পৃথিবীর বিচারক।
2. সময়ের জন্য তোমাদের আত্মা বিচলিত না হোক; কারণ পবিত্র ও মহান ঈশ্বর সকল কিছুর জন্য দিন নির্ধারণ করেছেন।
৩. আর ধার্মিক ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে উঠবে, উঠবে এবং ধার্মিকতার পথে চলবে, এবং তার সমস্ত পথ এবং কথাবার্তা চিরন্তন মঙ্গল ও অনুগ্রহে পূর্ণ হবে।
৪. তিনি ধার্মিকদের প্রতি করুণা করবেন এবং তাকে চিরস্থায়ী ন্যায়পরায়ণতা দান করবেন, এবং তাকে শক্তি দেবেন যাতে সে মঙ্গল ও ধার্মিকতায় সমৃদ্ধ হয়। এবং সে অনন্ত আলোতে চলবে।
৫. আর পাপ চিরকালের জন্য অন্ধকারে বিনষ্ট হবে, আর সেই দিন থেকে আর কখনও দেখা যাবে না।

অধ্যায় ৯৩

1. "তারপর হনোক বইগুলো দিলেন এবং সেগুলো থেকে বর্ণনা করতে লাগলেন। আর হনোক বললেন: 'ধার্মিকতার সন্তানদের এবং পৃথিবীর নির্বাচিতদের সম্পর্কে, এবং ধার্মিকতার উদ্ভিদ সম্পর্কে, আমি এই কথাগুলো বলব, হ্যাঁ, আমি হনোক তোমাদের কাছে এগুলো ঘোষণা করব, হে আমার ছেলেরা:"
2. স্বর্গীয় দর্শনে আমাকে যা দেখা গিয়েছিল, এবং পবিত্র ফেরেশতাদের বাক্যের মাধ্যমে আমি যা জেনেছি, এবং স্বর্গীয় ফলকগুলি থেকে যা শিখেছি, সেই অনুসারে।
৩. আর হনোক পুস্তক থেকে বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং বললেন: 'প্রথম সপ্তাহে সপ্তম দিনে আমার জন্ম হয়েছিল, যখন বিচার ও ধার্মিকতা তখনও টিকে ছিল।'
৪. আমার পরে দ্বিতীয় সপ্তাহে মহা দুষ্টতা দেখা দেবে, এবং ছলনা ফুটে উঠবে; এবং তার মধ্যে প্রথম পরিণতি হবে। এবং তার মধ্যে একজন মানুষ রক্ষা পাবে; এবং তার শেষের পরে অন্যায় বৃদ্ধি পাবে, এবং পাপীদের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হবে।
৫. এরপর তৃতীয় সপ্তাহের শেষে, একজন মানুষ ধার্মিক বিচারের চারা হিসেবে নির্বাচিত হবেন, এবং তার বংশধররা চিরকালের জন্য ধার্মিকতার চারা হয়ে উঠবে।
৬. এরপর চতুর্থ সপ্তাহের শেষে, পবিত্র ও ধার্মিকদের দর্শন দেখা যাবে, এবং সমস্ত বংশের জন্য একটি আইন এবং তাদের জন্য একটি আবরণ তৈরি করা হবে।
৭. এবং তারপর পঞ্চম সপ্তাহের শেষে, গৌরব ও আধিপত্যের গৃহ চিরকালের জন্য নির্মিত হবে।
৮. এরপর ষষ্ঠ সপ্তাহে সেখানে বসবাসকারী সকলেই অন্ধ হয়ে যাবে, এবং তাদের সকলের হৃদয় ঈশ্বরবিহীনভাবে জ্ঞান ত্যাগ করবে। এবং সেখানে একজন মানুষ আরোহণ

করবে; এবং এর শেষে রাজত্বের ঘর আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, এবং নির্বাচিত মূলের সমস্ত জাতি ছড়িয়ে পড়বে।
৯. তারপর সপ্তম সপ্তাহে এক ধর্মভ্রষ্ট প্রজন্মের উৎপত্তি হবে, এবং তাদের অনেক কর্ম হবে, এবং তাদের সমস্ত কর্ম হবে ধর্মভ্রষ্ট।
১০. আর এর শেষে নির্বাচিত হবেন, ধার্মিকতার চিরন্তন উদ্ভিদ থেকে নির্বাচিত ধার্মিকরা, তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে সাতগুণ নির্দেশনা পাওয়ার জন্য।
১১. কারণ সমস্ত মানুষের মধ্যে এমন কে আছে যে পবিত্রতমের রব শুনতে পারে, বিচলিত না হয়ে? আর তাঁর চিন্তাভাবনা কে ভাবতে পারে? আর এমন কে আছে যে আকাশের সমস্ত কাজ দেখতে পারে?
১২. আর এমন কেউ কীভাবে থাকতে পারে যে স্বর্গ দেখতে পারে, আর এমন কে আছে যে স্বর্গের বিষয়গুলি বুঝতে পারে, একটি আত্মা বা আত্মা দেখতে পারে এবং তা বলতে পারে, অথবা উপরে উঠে তাদের সমস্ত লক্ষ্য দেখতে পারে এবং সেগুলি চিন্তা করতে পারে বা তাদের মতো কাজ করতে পারে?
১৩. আর পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত তা কে জানতে পারে এবং কাকে তাদের সকলের পরিমাপ দেখানো হয়েছে?
১৪. এমন কেউ কি আছে যে আকাশের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ভিত্তি, নক্ষত্রের সংখ্যা এবং সমস্ত জ্যোতিষ্ক কোথায় অবস্থান করে তা বুঝতে পারে?

অধ্যায় ৯৪

১. আর এখন আমি তোমাদের বলছি, হে আমার সন্তানরা, ধার্মিকতাকে ভালোবাসো এবং সেই পথে চলো; কারণ ধার্মিকতার পথ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু অধার্মিকতার পথ হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে।
2. আর এক প্রজন্মের কিছু লোকের কাছে দৌরাত্ম্য ও মৃত্যুর পথ প্রকাশিত হবে, এবং তারা তাদের থেকে দূরে থাকবে, এবং তাদের অনুসরণ করবে না।
৩. আর এখন আমি তোমাদের ধার্মিকদের বলছি: দুষ্টতার পথে বা মৃত্যুর পথে হাঁটো না, আর তাদের কাছেও যেও না, পাছে ধ্বংস হও।
4. কিন্তু তোমরা তোমাদের জন্য ধার্মিকতা ও মনোনীত জীবন অন্বেষণ কর এবং মনোনীত কর, এবং শান্তির পথে চল, তাহলে তোমরা বেঁচে থাকবে এবং উন্নতি লাভ করবে।
৫. আর আমার কথাগুলো তোমাদের হৃদয়ের অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, আর তোমাদের হৃদয় থেকে সেগুলো মুছে ফেলতে দিও না; কারণ আমি জানি যে পাপীরা মানুষকে প্রজ্ঞার প্রতি মন্দভাবে প্রলুব্ধ করবে, যাতে তার জন্য কোন স্থান না থাকে, এবং কোন প্রকার প্রলোভন কম না হয়।
6. ধিক্ তাদের, যারা অন্যায় ও অত্যাচার গড়ে তোলে, আর ছলনার ভিত্তি স্থাপন করে; কারণ তারা হঠাৎ করেই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তাদের কোন শান্তি থাকবে না।
৭. যারা পাপ দিয়ে ঘর বানায়, তাদের জন্য ধিক্! কারণ তাদের সমস্ত ভিত্তিমূল থেকে তারা উৎপাটিত হবে, আর তরবারির আঘাতে তারা পতিত হবে। আর যারা বিচারের জন্য সোনা ও রূপা অর্জন করে, তারা হঠাৎ ধ্বংস হবে।
৪. ধিক্ তোমাদের, হে ধনীরা, কারণ তোমরা তোমাদের ধনের উপর নির্ভর করেছ, আর তোমাদের ধন থেকে দূরে সরে যাবে, কারণ তোমাদের ধনসম্পদের সময়ে তোমরা পরাৎপরকে স্মরণ করোনি।
৯. তোমরা ঈশ্বরনিন্দা ও অন্যায় করেছ, আর বধের দিনের জন্য, অন্ধকারের দিনের জন্য এবং মহাবিচারের দিনের জন্য প্রস্তুত হয়েছ।
১০. আমি তোমাদের এই কথা বলছি এবং ঘোষণা করছি: যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের ধ্বংস করবেন, আর তোমাদের পতনের জন্য কোন করুণা থাকবে না, আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের ধ্বংসে আনন্দ করবেন।
১১. সেই দিনগুলিতে তোমাদের ধার্মিক লোকেরা পাপী ও ঈশ্বরহীনদের কাছে নিন্দার পাত্র হবে।

অধ্যায় ৯৫

১. যদি আমার চোখ জলের মেঘ হত, তাহলে আমি তোমার জন্য কাঁদতাম, আর জলের মেঘের মতো আমার অশ্রু ঢেলে দিতাম: যেন আমি আমার হৃদয়ের কষ্ট থেকে বিশ্রাম পেতাম!
২. কে তোমাদেরকে নিন্দা ও দুষ্টতা করতে দিয়েছে? আর তাই পাপীরা, তোমাদের উপর বিচার আসবে।
৩. হে ধার্মিকেরা, পাপীদের ভয় পেও না; কারণ প্রভু আবার তাদের তোমাদের হাতে তুলে দেবেন, যাতে তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের বিচার করতে পারো।
৪. ধিক্ তোমাদের, যারা এমন অভিশাপ পূর্ণ করে যা ফেরানো যায় না: অতএব তোমাদের পাপের কারণে আরোগ্য তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে।
৫. ধিক্ তোমাদের, যারা তোমাদের প্রতিবেশীর প্রতিফল মন্দভাবে দিয়ে দাও; কারণ তোমাদের কাজের ফল তোমাদেরকেই পেতে হবে।
6. ধিক্ তোমাদের, মিথ্যা সাক্ষীদের, আর যারা অন্যায়ের হিসাব করে, কারণ তোমরা হঠাৎ ধ্বংস হবে।
7. ধিক্ তোমাদের, পাপীরা, কারণ তোমরা ধার্মিকদের তাড়না করছ; কারণ অন্যায়ের জন্য তোমাদের সমর্পিত করা হবে এবং তাড়না করা হবে, আর তার জোয়াল তোমাদের উপর ভারী হবে।

অধ্যায় ৯৬

১. হে ধার্মিকগণ, আশা রাখো; কারণ হঠাৎ করেই পাপীরা তোমাদের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উপর তোমরা কর্তৃত্ব করবে।
২. আর পাপীদের ক্লেশের দিনে, তোমার সন্তানরা ঈগলের মতো আরোহণ করবে এবং উঠবে, আর শকুনের চেয়েও উঁচুতে তোমার বাসা হবে, আর তুমি উপরে উঠে পৃথিবীর ফাটলে প্রবেশ করবে, আর পাথরের ফাটলে চিরকালের জন্য অধার্মিকদের সামনে শঙ্কু হিসেবে, আর সাইরেনরা তোমার জন্য আর্তনাদ করবে - এবং কাঁদবে।
3. অতএব, যারা কষ্ট ভোগ করেছো, ভয় পেও না; কারণ আরোগ্য তোমাদের অংশ হবে, এবং একটি উজ্জ্বল আলো

তোমাদের আলোকিত করবে, এবং তোমরা স্বর্গ থেকে বিশ্রামের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে।
৪. ধিক্ তোমাদের, পাপীরা! কারণ তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের ধার্মিক বলে মনে করে, কিন্তু তোমাদের হৃদয় তোমাদের পাপী বলে দোষী সাব্যস্ত করে। আর এই ঘটনা তোমাদের মন্দ কাজের স্মরণার্থে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।
৫. ধিক্ তোমাদের, যারা সবচেয়ে ভালো গম খাও, আর বড় বড় পাত্রে দ্রাক্ষারস পান করো, আর তোমাদের শক্তি দিয়ে নীচুদের পদতলে মাড়াও।
6. ধিক্ তোমাদের, যারা প্রতিটি ঝর্ণার জল পান করো, কারণ তোমরা হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শুকিয়ে যাবে, কারণ তোমরা জীবনের ঝর্ণা ত্যাগ করেছ।
৭. ধিক্ তোমাদের, যারা অন্যায়, ছলনা ও নিন্দার কাজ করে থাকো! এটা তোমাদের বিরুদ্ধে মন্দ কাজের স্মারক হবে।
৮. ধিক্ তোমাদের, হে বীরগণ, তোমরা ধার্মিকদের উপর অত্যাচার করছ; কারণ তোমাদের ধ্বংসের দিন আসছে। সেই দিনগুলিতে ধার্মিকদের অনেক মঙ্গল আসবে -- তোমাদের বিচারের দিনে।

অধ্যায় ৯৭

১. হে ধার্মিকগণ, বিশ্বাস কর যে পাপীরা লজ্জার কারণ হবে, এবং অন্যায়ের দিনে ধ্বংস হবে।
2. পাপীরা, তোমরা জেনে রাখো যে, পরমেশ্বর তোমাদের ধ্বংসের কথা জানেন, আর স্বর্গের ফেরেশতারা তোমাদের ধ্বংসে আনন্দিত হন।
৩. পাপীরা, তোমরা কী করবে? আর বিচারের দিনে কোথায় পালিয়ে যাবে, যখন তোমরা ধার্মিকদের প্রার্থনার কণ্ঠস্বর শুনবে?
৪. হ্যাঁ, তোমাদের অবস্থাও তাদের মতোই হবে, যাদের বিরুদ্ধে এই কথাটি সাক্ষ্য দেবে: "তোমরা পাপীদের সঙ্গী ছিলে।"
৫. সেই দিনগুলিতে ধার্মিকদের প্রার্থনা প্রভুর কাছে পৌঁছাবে, আর তোমার বিচারের দিন আসবে।
৬. আর তোমাদের সমস্ত অন্যায়ের কথা মহান পবিত্র ব্যক্তির সামনে পাঠ করা হবে, আর তোমাদের মুখ লজ্জায় ঢাকা পড়বে, আর তিনি অন্যায়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রতিটি কাজ প্রত্যাখ্যান করবেন।
৭. ধিক্ তোমাদের, তোমরা যারা সমুদ্রের মাঝখানে এবং শুষ্ক ভূমিতে বাস করো, যাদের স্মরণ তোমাদের বিরুদ্ধে মন্দ।
৮. ধিক্ তোমাদের, যারা অন্যায়ভাবে রূপা ও সোনা অর্জন করে এবং বলে, "আমরা ধন-সম্পদে ধনী হয়েছি এবং সম্পত্তি পেয়েছি; আর আমরা যা চাইতাম তা-ই পেয়েছি।"
৯. এখন আসুন আমরা যা ঠিক করেছিলাম তা করি: কারণ আমরা রূপা সংগ্রহ করেছি, আর আমাদের ঘরে অনেক কৃষক আছে।" আর আমাদের শস্যভাণ্ডার জলে ভরা,
১০. হ্যাঁ, আর তোমাদের মিথ্যা কথা জলের মতো ভেসে যাবে; কারণ তোমাদের ধন-সম্পদ স্থায়ী হবে না, বরং দ্রুত তোমাদের কাছ থেকে উঠে যাবে; কারণ তোমরা অধর্মে সব কিছু অর্জন করেছ, আর তোমাদের উপর বিরাট অভিশাপ নেমে আসবে।

অধ্যায় ৯৮

১. আর এখন আমি তোমাদের কাছে, জ্ঞানী ও মূর্খ সকলের কাছে শপথ করছি, কারণ পৃথিবীতে তোমাদের বহুবিধ অভিজ্ঞতা হবে।
2. কারণ তোমরা পুরুষেরা নারীর চেয়েও বেশি সাজসজ্জা এবং কুমারীর চেয়েও রঙিন পোশাক পরবে: রাজত্বে, জাঁকজমকে, ক্ষমতায়, রূপায়, সোনায় ও বেগুনে রঙে, আর জাঁকজমকে ও খাবারে, জলের মতো ঢেলে দেওয়া হবে।
3. অতএব তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হবে, এবং তারা তাদের সম্পত্তি সহ ধ্বংস হবে; এবং তাদের সমস্ত গৌরব ও জাঁকজমক সহ, এবং লজ্জা, হত্যা ও মহাদরিদ্রতায় তাদের আত্মা আগুনের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।
৪. পাপীরা, আমি তোমাদের কাছে শপথ করছি, যেমন পাহাড় দাস হয় না, আর পাহাড় নারীর দাসী হয় না, তেমনি পৃথিবীতে পাপ পাঠানো হয় না, বরং মানুষ নিজেই তা সৃষ্টি করেছে, আর যারা তা করে তারা এক বিরাট অভিশাপের কবলে পড়বে।
৫. আর স্ত্রীলোককে বন্ধ্যাত্ব দেওয়া হয়নি, বরং নিজের হাতের কাজের জন্য সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়।
৬. পাপীরা, আমি তোমাদের কাছে পবিত্র মহান সত্তার নামে শপথ করছি যে, তোমাদের সমস্ত মন্দ কাজ স্বর্গে প্রকাশিত হবে, এবং তোমাদের কোন অত্যাচারের কাজই গোপন বা গোপন থাকবে না।
৭. আর তোমার আত্মায় ভাবো না, মনে মনে বলো না যে তুমি জানো না এবং দেখতেও পাও না যে প্রতিটি পাপ প্রতিদিন স্বর্গে পরমেশ্বরের সামনে লিপিবদ্ধ থাকে।
৮. এখন থেকে তোমরা জানো যে, তোমাদের সকল অত্যাচার, যা তোমরা অত্যাচার করেছো, তা তোমাদের বিচারের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন লেখা থাকবে।
9. ধিক্ তোমাদের, হে মূর্খেরা! কারণ তোমাদের মূর্খতার জন্যই তোমরা ধ্বংস হবে; আর তোমরা জ্ঞানীদের বিরুদ্ধে অধর্মাচার করো, তাই তোমাদের ভাগ্যে কোন লাভ হবে না।
১০. আর এখন, জেনে রাখো যে তোমরা ধ্বংসের দিনের জন্য প্রস্তুত। অতএব, পাপীরা, বেঁচে থাকার আশা করো না, বরং তোমরা চলে যাবে এবং মারা যাবে; কারণ তোমরা কোন মুক্তিপণ জান না; কারণ তোমরা মহাবিচারের দিনের জন্য, তোমাদের আত্মার জন্য ক্লেশ ও মহা লজ্জার দিনের জন্য প্রস্তুত।
১১. ধিক্ তোমাদের, তোমরা একগুঁয়ে, যারা দুষ্টতা করে এবং রক্ত খাও! তোমরা কোথা থেকে ভালো ভালো খাবার পাবে, পান করবে এবং তৃপ্ত হবে? পরাৎপর সদাপ্রভু পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে যেসব ভালো জিনিস রেখেছেন, সেগুলো থেকে তোমাদের কোন শান্তি হবে না।
১২. ধিক্ তোমাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে ভালোবাসো! কেন তোমরা নিজেদের জন্য ভালো আশা করো? জেনে রাখো, তোমাদের ধার্মিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তারা

তোমাদের ঘাড় কেটে ফেলবে এবং হত্যা করবে, কিন্তু তোমাদের প্রতি কোন দয়া করবে না।
১৩. ধিক্ তোমাদের, যারা ধার্মিকদের কষ্টে আনন্দ করো; কারণ তোমাদের জন্য কোন কবর খনন করা হবে না।
১৪. ধিক্ তোমাদের, যারা ধার্মিকদের কথা তুচ্ছ করে, কারণ তোমাদের জীবনের কোন আশা থাকবে না।
১৫. ধিক্ তোমাদের, যারা মিথ্যা ও ঈশ্বরবিহীন কথা লেখে; কারণ তারা তাদের মিথ্যা কথা লেখে যাতে লোকেরা তা শুনে তাদের প্রতিবেশীর প্রতি অধার্মিক আচরণ করে।
১৬. অতএব তাদের কোন শান্তি থাকবে না বরং তারা আকস্মিক মৃত্যুবরণ করবে।

অধ্যায় ৯৯

১. ধিক্ তোমাদের, যারা ঈশ্বরহীনতা করে, আর মিথ্যা কথা বলে গর্ব করো এবং তাদের প্রশংসা করো: তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তোমাদের কোন সুখী জীবন থাকবে না।
২. ধিক্ তাদের, যারা ন্যায়ের বাক্য বিকৃত করে, চিরন্তন আইন লঙ্ঘন করে, এবং নিজেদেরকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করে যা তারা পাপী ছিল না: তাদের মাটিতে পদদলিত করা হবে।
৩. হে ধার্মিকেরা, সেই দিনগুলিতে স্মরণার্থে তোমাদের প্রার্থনা উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত হও, এবং স্বর্গদূতদের সামনে সাক্ষ্যস্বরূপ তা পেশ কর, যাতে তারা পাপীদের পাপ পরমেশ্বরের সামনে স্মরণার্থে পেশ করে।
৪. সেই দিনগুলিতে জাতিগণ উত্তেজিত হবে, এবং ধ্বংসের দিনে জাতিগণের পরিবারগুলি জেগে উঠবে।
5. সেই দিনগুলিতে দরিদ্ররা বেরিয়ে আসবে এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে যাবে, এবং তারা তাদের পরিত্যাগ করবে, যাতে তাদের সন্তানরা তাদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়; হ্যাঁ, তারা তাদের স্তন্যপায়ী শিশুদের পরিত্যাগ করবে, এবং তাদের কাছে ফিরে আসবে না, এবং তাদের প্রিয়জনদের প্রতি কোন করুণা করবে না।
৬. আর আবারও আমি তোমাদের কাছে শপথ করছি, হে পাপীরা, পাপ অবিরাম রক্তপাতের দিনের জন্য প্রস্তুত।
৭. যারা পাথর, সোনা, রূপা, কাঠ, পাথর ও মাটির তৈরি সমাধির পূজা করে, যারা অশুচি আত্মা, রাক্ষস এবং জ্ঞানহীন সকল ধরণের মূর্তির পূজা করে, তারা তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না।
8. তাদের অন্তরের মূর্খতায় তারা ঈশ্বরবিহীন হবে, তাদের অন্তরের ভয়ে এবং স্বপ্নের দর্শনে তাদের চোখ অন্ধ হবে।
9. এদের দ্বারা তারা ঈশ্বরহীন ও ভয়াবহ হয়ে পড়বে; কারণ তারা তাদের সমস্ত কাজ মিথ্যাভাবে করেছে, এবং পাথরের পূজা করেছে; তাই তারা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হবে।
১০. কিন্তু সেই দিনগুলোতে যারা জ্ঞানের বাক্য গ্রহণ করে, সেগুলি বোঝে, পরাৎপরের পথ অনুসরণ করে, তাঁর ধার্মিকতার পথে চলে, এবং অধার্মিকদের সাথে অধার্মিক হয় না, তারা সকলে ধন্য; কারণ তারা পরিত্রাণ পাবে।
১১. ধিক্ তোমাদের, যারা তোমাদের প্রতিবেশীদের উপর অমঙ্গল ছড়াও; কারণ তোমাদের মৃত্যু হবে পাতালে।
১২. ধিক্ তোমাদের, যারা ছলনা ও মিথ্যা পরিমাপ করে, আর যারা পৃথিবীতে তিক্ততা ছড়ায়, কারণ তাদের ধ্বংস করা হবে।
১৩. ধিক্ তোমাদের, যারা অন্যদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে তোমাদের ঘর তৈরি করো, আর তাদের সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী পাপের ইট ও পাথর; আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের কোন শান্তি থাকবে না।
১৪. ধিক্ তাদের, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের পরিমাপ ও চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করে, এবং যাদের আত্মা প্রতিমার পিছনে ছুটে যায়; কারণ তাদের কোন বিশ্রাম থাকবে না।
১৫. ধিক্ তাদের, যারা অন্যায় করে, জুলুমকে সাহায্য করে, আর মহাবিচারের দিন পর্যন্ত তাদের প্রতিবেশীদের হত্যা করে।
১৬. কারণ তিনি তোমাদের গৌরব ধ্বংস করবেন, তোমাদের হৃদয়ে কষ্ট আনবেন, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ জাগিয়ে তুলবেন, এবং তরবারির আঘাতে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করবেন; আর সমস্ত পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমাদের পাপ স্মরণ করবে।

অধ্যায় ১০০

১. আর সেই দিনগুলিতে এক জায়গায় পিতা ও পুত্রেরা আঘাতপ্রাপ্ত হবে, এবং ভাইয়েরা একে অপরের সাথে মারা যাবে, যতক্ষণ না তাদের রক্তের স্রোত বয়ে যাবে।
২. কারণ কোন মানুষ তার পুত্র এবং পৌত্রদের হত্যা থেকে তার হাত বিরত রাখবে না, এবং পাপী তার সম্মানিত ভাইয়ের থেকে তার হাত বিরত রাখবে না: ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা একে অপরকে হত্যা করবে।
৩. আর ঘোড়াটি পাপীদের রক্তে বুক পর্যন্ত উঠে যাবে, আর রথটি তার উচ্চতায় ডুবে যাবে।
৪. সেই দিনগুলিতে ফেরেশতারা গোপন স্থানে নেমে আসবেন, এবং পাপের জন্য দায়ী সকলকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন, এবং সেই বিচারের দিনে পরমেশ্বর পাপীদের মধ্যে মহান বিচার কার্যকর করার জন্য উঠে দাঁড়াবেন।
৫. আর সকল ধার্মিক ও পবিত্রের উপরে তিনি পবিত্র ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রক্ষক নিযুক্ত করবেন, যারা তাদের চোখের মণির মতো রক্ষা করবেন, যতক্ষণ না তিনি সমস্ত দুষ্টতা ও পাপের অবসান ঘটান, এবং ধার্মিকরা দীর্ঘ ঘুমে ঘুমালেও তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
৬. আর তখন পৃথিবীর সন্তানরা জ্ঞানীদের নিরাপদে দেখতে পাবে, এবং এই পুস্তকের সমস্ত কথা বুঝতে পারবে, এবং বুঝতে পারবে যে তাদের ধন-সম্পদ তাদের পাপের পতনের সময় তাদের রক্ষা করতে পারবে না।
৭. পাপীরা, তোমাদের প্রতি ধিক্, প্রচণ্ড যন্ত্রণার দিনে! তোমরা যারা ধার্মিকদের কষ্ট দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দাও! তোমাদের কাজের ফল তোমাদেরই পেতে হবে।
৪. ধিক্ তোমাদের, তোমরা একগুঁয়ে হৃদয়ের লোক, যারা দুষ্টতার পরিকল্পনা করার জন্য সতর্ক থাকো। তাই তোমাদের উপর ভয় নেমে আসবে, আর তোমাদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না।

৯. ধিক্ তোমাদের, পাপীরা, তোমাদের মুখের কথার জন্য এবং তোমাদের হাতের কাজের জন্য, যা তোমাদের অধর্ম বলে মনে হয়েছিল, আগুনের চেয়েও ভয়াবহ জ্বলন্ত আগুনে পুড়বে।
১০. আর এখন জেনে রাখো, তিনি স্বর্গদূতদের কাছ থেকে স্বর্গে তোমার কাজের কথা, সূর্য, চাঁদ এবং তারাদের কাছ থেকে তোমার পাপের কথা জিজ্ঞাসা করবেন কারণ পৃথিবীতে তুমি ধার্মিকদের বিচার করবে।
১১. তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রতিটি মেঘ, কুয়াশা, শিশির এবং বৃষ্টিকে ডাকবেন; কারণ তোমাদের কারণে এগুলো তোমাদের উপর নেমে আসা থেকে বিরত থাকবে এবং তারা তোমাদের পাপের কথা মনে রাখবে।
১২. আর এখন বৃষ্টির জন্য উপহার দাও যাতে তোমার উপর বৃষ্টি না পড়ে, আর শিশিরের জন্যও উপহার দাও, যখন তোমার কাছ থেকে সোনা-রূপা নেওয়ার পর বৃষ্টি নামবে।
১৩. যখন তুষারপাত, তুষারপাত, ঠান্ডার তীব্রতা এবং সমস্ত তুষারঝড় তাদের সমস্ত আঘাত সহ তোমাদের উপর পড়বে, তখন সেই দিনগুলিতে তোমরা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

অধ্যায় ১০১

১. হে স্বর্গের সন্তানগণ, স্বর্গের প্রতি এবং পরমেশ্বরের সমস্ত কার্যের প্রতি লক্ষ্য কর, এবং তাঁকে ভয় কর এবং তাঁর সাক্ষাতে কোন মন্দ কাজ করো না।
২. যদি তিনি তোমার জন্য স্বর্গের জানালা বন্ধ করে দেন এবং বৃষ্টি ও শিশির পৃথিবীতে পড়তে না দেন, তাহলে তুমি কী করবে?
৩. যদি তিনি তোমাদের কাজের জন্য তোমাদের উপর তাঁর ক্রোধ পাঠান, তাহলে তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারবে না; কারণ তোমরা তাঁর ধার্মিকতার বিরুদ্ধে গর্বিত ও অহংকারী কথা বলেছ; অতএব তোমাদের কোন শান্তি থাকবে না।
৪. আর তোমরা কি জাহাজের নাবিকদের দেখো না, তাদের জাহাজগুলো ঢেউয়ের তাণ্ডবে এদিক-ওদিক দুলছে, বাতাসের তাণ্ডবে দুলছে এবং ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে?
৫. আর তাই তারা ভয় পায় কারণ তাদের সমস্ত মূল্যবান সম্পদ তাদের সাথে সমুদ্রে চলে যায়, আর তাদের মনে এই মন্দ ধারণা জাগে যে সমুদ্র তাদের গ্রাস করবে এবং তারা তাতেই মারা যাবে।
৬. সমগ্র সমুদ্র, তার সমস্ত জলরাশি, এবং তার সমস্ত গতিবিধি কি পরাৎপরের কাজ নয়? তিনি কি তার কাজের সীমা নির্ধারণ করেননি এবং বালি দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করেননি?
৭. তাঁর তিরস্কারে তা ভয় পায় এবং শুকিয়ে যায়, তার সমস্ত মাছ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব মারা যায়; কিন্তু হে পাপীরা, যারা পৃথিবীতে বাস করো, তোমরা তাঁকে ভয় করো না।
৮. তিনি কি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেননি? যিনি পৃথিবী ও সমুদ্রে বিচরণশীল সবকিছুকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন?
৯. জাহাজের নাবিকরা কি সমুদ্রকে ভয় পায় না? তবুও পাপীরা পরমেশ্বরকে ভয় করে না।

অধ্যায় ১০২

১. সেই দিনগুলিতে যখন তিনি তোমাদের উপর ভয়াবহ আগুন আনবেন, তখন তোমরা কোথায় পালিয়ে যাবে এবং কোথায় উদ্ধার পাবে? আর যখন তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁর বাক্য ঘোষণা করবেন, তখন কি তোমরা ভীত ও ভীত হবে না?
2. সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাভয়ে ভীত হবে, এবং সমস্ত পৃথিবী ভীত ও কাঁপবে এবং ভীত হবে।
৩. আর সমস্ত ফেরেশতাগণ তাদের আদেশ পালন করবে, এবং মহান মহিমার উপস্থিতি থেকে নিজেদের লুকানোর চেষ্টা করবে, এবং পৃথিবীর সন্তানরা কাঁপবে এবং কম্পিত হবে; আর তোমরা পাপীরা চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হবে, এবং তোমাদের কোন শান্তি থাকবে না।
৪. হে ধার্মিকদের আত্মারা, ভয় পেও না, আর আশা রাখো, তোমরা যারা ধার্মিকতায় মারা গেছো।
৫. যদি তোমার আত্মা শোকে কবরে নেমে যায়, আর তোমার জীবনে তোমার দেহ তোমার মঙ্গল অনুসারে কাজ করেনি, তাহলে দুঃখ করো না, বরং পাপীদের বিচারের দিনের জন্য এবং অভিশাপ ও শাস্তির দিনের জন্য অপেক্ষা করো।
৬. আর যখন তুমি মারা যাও, তখন পাপীরা তোমার কথা বলে: "আমরা যেমন মরে, তেমনি ধার্মিকরাও মরে, আর তাদের কাজের ফলে তারা কী লাভ করে?"
৭. দেখো, আমাদের মতোই তারাও শোক ও অন্ধকারে মারা যায়, আর আমাদের চেয়ে তাদের আর কী আছে? এখন থেকে আমরা সমান।
৮. আর তারা কী পাবে এবং চিরকাল কী দেখতে পাবে? দেখ, তারাও মারা গেছে, আর এখন থেকে তারা চিরকাল কোন আলো দেখতে পাবে না।"
৯. আমি তোমাদের বলছি, পাপীরা, তোমরা খাওয়া-দাওয়া, ডাকাতি ও পাপ করা, লোকদের উলঙ্গ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে সুদিন দেখতে তৃপ্ত।
১০. তুমি কি ধার্মিকদের দেখেছ কিভাবে তাদের পরিণতি হয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন ধরণের হিংস্রতা দেখা যায় না?
১১. "তবুও তারা ধ্বংস হয়ে গেল এবং এমন হয়ে গেল যেন তারা ছিলই না, এবং তাদের আত্মা কষ্টের মধ্যে শিওলে নেমে গেল।"

অধ্যায় ১০৩

১. অতএব, এখন, আমি তোমাদের কাছে শপথ করছি, ধার্মিকগণ, মহান, সম্মানিত এবং পরাক্রমশালীর মহিমার শপথ, এবং তাঁর মহত্ত্বের শপথ করছি:
২. আমি একটি রহস্য জানি, এবং স্বর্গীয় ফলকগুলি পড়েছি, এবং পবিত্র গ্রন্থগুলি দেখেছি, এবং তাতে লিখিত এবং তাদের সম্পর্কে খোদাই করা দেখতে পেয়েছি:

৩. সকল মঙ্গল, আনন্দ ও গৌরব তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং যারা ধার্মিকতায় মারা গেছেন তাদের আত্মার জন্য লেখা হয়েছে, এবং তোমাদের পরিশ্রমের প্রতিদান হিসেবে তোমাদের বহুগুণ মঙ্গল দেওয়া হবে, এবং তোমাদের অংশ জীবিতদের অংশের চেয়েও প্রচুর।
৪. আর তোমাদের আত্মারা যারা ধার্মিকতায় মারা গেছেন তারা জীবিত থাকবে এবং আনন্দ করবে, এবং তাদের আত্মা বিনষ্ট হবে না, আর তাদের স্মৃতি মহান ঈশ্বরের সামনে থেকে পৃথিবীর সমস্ত বংশধরদের কাছে থাকবে না: অতএব তাদের অপমানকে আর ভয় করো না।
৫. পাপীরা, ধিক্ তোমাদের, যখন তোমরা মারা যাবে, যদি তোমরা তোমাদের পাপের ধন নিয়ে মারা যাও, আর তোমাদের মতো লোকেরা তোমাদের সম্পর্কে বলে: 'ধন্য পাপীরা! তারা তাদের সমস্ত দিন দেখে ফেলেছে।'
৬. আর কিভাবে তারা সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যে মারা গেছে, আর তাদের জীবনে কোন ক্লেশ বা হত্যা দেখেনি; আর তারা সম্মানের সাথে মারা গেছে, আর তাদের জীবদ্দশায় তাদের উপর কোন বিচার কার্যকর করা হয়নি।"
৭. জেনে রেখো, তাদের প্রাণ পাতালে নামানো হবে, আর তারা তাদের মহাক্লেশে দুর্দশাগ্রস্ত হবে।
৮. আর অন্ধকারে, শৃঙ্খলে ও জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় তোমাদের আত্মা প্রবেশ করবে, যেখানে কঠিন শাস্তি থাকবে; আর সেই মহা বিচার পৃথিবীর সকল বংশের জন্য প্রযোজ্য হবে। ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমাদের কোন শান্তি থাকবে না।
৯. জীবনে যারা ধার্মিক ও সৎ তাদের সম্পর্কে বলো না, "আমাদের কষ্টের দিনগুলিতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং সমস্ত কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি, এবং অনেক অমঙ্গলের সম্মুখীন হয়েছি এবং ধ্বংস হয়ে গেছি, এবং আমরা অল্প হয়ে গেছি এবং আমাদের আত্মা দুর্বল হয়ে পড়েছি।"
১০. আর আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি এবং আমাদের সাহায্য করার জন্য কাউকে পাইনি, এমনকি একটি কথাও বলিনি: আমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হয়েছে, এবং দিনের পর দিন জীবন দেখার আশা করা হয়নি।
১১. আমরা মাথা হওয়ার আশা করেছিলাম কিন্তু লেজ হয়ে গেছি: আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং আমাদের পরিশ্রমে কোন তৃপ্তি পাইনি; আর আমরা পাপী ও অধার্মিকদের খাদ্য হয়ে উঠেছি, আর তারা আমাদের উপর তাদের জোয়াল ভারী করেছে।
১২. যারা আমাদের ঘৃণা করত, তারা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেছে এবং আমাদের আঘাত করেছিল; আর যারা আমাদের ঘৃণা করত, তাদের কাছে আমরা ঘাড় নত করেছি, কিন্তু তারা আমাদের প্রতি করুণা করেনি।
১৩. আমরা তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম যাতে আমরা পালিয়ে যেতে পারি এবং বিশ্রাম নিতে পারি, কিন্তু তাদের থেকে পালিয়ে নিরাপদ থাকার কোন জায়গা পাইনি।
১৪. আমাদের দুর্দশার সময় আমরা শাসকদের কাছে অভিযোগ করেছি, যারা আমাদের গ্রাস করেছে তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করেছি, কিন্তু তারা আমাদের আর্তনাদ শোনেনি, আমাদের কথা শোনেনি।
১৫. যারা আমাদের লুট করেছিল, গ্রাস করেছিল এবং যারা আমাদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল, তারা তাদের সাহায্য করেছিল; এবং তারা তাদের অত্যাচার গোপন করেছিল, এবং যারা আমাদের গ্রাস করেছিল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল এবং হত্যা করেছিল, তাদের জোয়াল তারা আমাদের থেকে সরিয়ে দেয়নি, এবং তারা তাদের হত্যা গোপন করেছিল, এবং মনে রাখেনি যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত তুলেছিল।

অধ্যায় ১০৪

১. আমি তোমার কাছে শপথ করছি, স্বর্গে ফেরেশতারা তোমাকে মহান সত্তার মহিমার সামনে চিরকালের জন্য স্মরণ করবে: এবং তোমার নাম মহান সত্তার মহিমার সামনে লেখা হবে।
২. আশাবাদী হও; কারণ পূর্বে তোমরা দুর্দশা ও দুর্দশার কারণে লজ্জিত ছিলে; কিন্তু এখন তোমরা স্বর্গের আলোর মতো উজ্জ্বল হবে, তোমরা উজ্জ্বল হবে এবং তোমাদের দেখা যাবে, এবং স্বর্গের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
৩. আর তোমার কান্নায় বিচারের জন্য কাঁদো, আর তা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে; কারণ তোমার সমস্ত ক্লেশ শাসকদের উপর এবং যারা তোমাকে লুণ্ঠনকারীদের সাহায্য করেছিল তাদের সকলের উপর বর্তাবে।
৪. আশাবাদী হও, এবং তোমার আশা ত্যাগ করো না কারণ স্বর্গের ফেরেশতাদের মতো তুমিও মহা আনন্দ পাবে।
৫. তোমাদের কী করতে হবে? মহাবিচারের দিনে তোমাদের লুকাতে হবে না এবং তোমাদের পাপী হিসেবে পাওয়া যাবে না, এবং চিরন্তন বিচার তোমাদের থেকে পৃথিবীর সমস্ত প্রজন্মের জন্য দূরে থাকবে।
৬. আর এখন, হে ধার্মিকেরা, যখন তোমরা দেখবে পাপীরা তাদের পথে শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং উন্নতি করছে, তখন ভয় পেও না: তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, বরং তাদের হিংস্রতা থেকে দূরে থাকো; কারণ তোমরা স্বর্গের সেনাবাহিনীর সঙ্গী হবে।
৭. আর, যদিও তোমরা পাপীরা বলো: "আমাদের সমস্ত পাপ অনুসন্ধান করে লেখা হবে না," তবুও তারা প্রতিদিন তোমাদের সমস্ত পাপ লিখে রাখবে।
৮. আর এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি যে আলো ও অন্ধকার, দিন ও রাত, তোমাদের সমস্ত পাপ দেখতে পায়।
৯. তোমাদের অন্তরে ঈশ্বরহীন হইও না, মিথ্যা বলিও না এবং সৎকর্মের বাক্য পরিবর্তন করিও না, পবিত্র মহানের বাক্য মিথ্যা বলিয়া অভিযুক্ত করিও না, তোমাদের মূর্তিগুলির হিসাবও নিও না; কারণ তোমাদের সমস্ত মিথ্যা কথা এবং তোমাদের সমস্ত ঈশ্বরহীনতা ধার্মিকতায় নয়, বরং মহাপাপে উদ্ভূত হয়।
১০. আর এখন আমি এই রহস্য জানি যে, পাপীরা নানাভাবে ধার্মিকতার বাক্য পরিবর্তন ও বিকৃত করবে, মন্দ কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, বড় বড় ছলনা করবে এবং তাদের বাক্যের বিষয়ে বই লিখবে।
১১. কিন্তু যখন তারা আমার সমস্ত কথা তাদের ভাষায় সত্যতার সাথে লিখে রাখে, এবং আমার কথা থেকে কিছু

পরিবর্তন বা ছোট না করে বরং সত্যতার সাথে লিখে রাখে - আমি তাদের সম্পর্কে প্রথমে যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম।
১২. তাহলে, আমি আরেকটি রহস্য জানি, যে বইগুলো ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আনন্দ, ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রচুর জ্ঞানের কারণ হয়ে উঠবে।
১৩. তাদেরকে কিতাব দেওয়া হবে, এবং তারা সেগুলোতে বিশ্বাস করবে এবং সেগুলোর উপর আনন্দ করবে, এবং তারপর যারা তা থেকে সৎকর্মের সমস্ত পথ শিখেছে, তাদের সকলকে পুরস্কৃত করা হবে।

অধ্যায় ১০৫

১. সেই দিনগুলিতে প্রভু তাদেরকে পৃথিবীর সন্তানদের কাছে তাদের জ্ঞান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে এবং তাদের কাছে ডেকে আনতে আদেশ দিয়েছিলেন: তাদের কাছে তা দেখাও; কারণ তোমরা তাদের পথপ্রদর্শক এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রতিদান।
২. কারণ আমি এবং আমার পুত্র তাদের জীবনে চিরকাল ন্যায়ের পথে তাদের সাথে একতাবদ্ধ থাকব; এবং তোমরা শান্তি পাবে: ন্যায়ের সন্তানরা, আনন্দ করো। আমিন।

অধ্যায় ১০৬

1. কিছু দিন পরে আমার ছেলে মথূশেলহ তার ছেলে লেমকের জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করল, আর সে তার গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল।
২. আর তার শরীর ছিল তুষারের মতো সাদা এবং গোলাপের ফুলের মতো লাল, আর তার মাথার চুল এবং লম্বা চুল ছিল পশমের মতো সাদা, আর তার চোখ দুটো ছিল সুন্দর। আর যখন সে চোখ খুলল, তখন সে পুরো ঘরটাকে সূর্যের মতো আলোকিত করে তুলল, আর পুরো ঘরটা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
৩. তারপর তিনি ধাত্রীর হাতে উঠে দাঁড়ালেন, মুখ খুললেন এবং ধার্মিকতার প্রভুর সাথে কথা বললেন।
4. তার বাবা লেমক তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে তার বাবা মথূশেলহর কাছে গেল।
৫. তিনি তাকে বললেন: 'আমি এক অদ্ভুত পুত্রের জন্ম দিয়েছি, মানুষের থেকে ভিন্ন এবং মানুষের থেকে ভিন্ন, এবং স্বর্গের ঈশ্বরের পুত্রদের মতো; এবং তার স্বভাব ভিন্ন এবং সে আমাদের মতো নয়, এবং তার চোখ সূর্যের রশ্মির মতো, এবং তার মুখ মহিমান্বিত।'
৬. আর আমার মনে হয় সে আমার থেকে নয় বরং ফেরেশতাদের থেকে জন্মেছে, আর আমার আশঙ্কা যে তার সময়ে পৃথিবীতে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে।
৭. আর এখন, আমার বাবা, আমি তোমার কাছে আবেদন করতে এবং তোমার কাছে অনুরোধ করতে এসেছি যে তুমি আমাদের পিতা হনোকের কাছে যাও এবং তার কাছ থেকে সত্য শিখো, কারণ তার বাসস্থান ফেরেশতাদের মধ্যে।
৮. আর যখন মথুশেলাহ তার ছেলের কথা শুনলেন, তখন তিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে আমার কাছে এলেন; কারণ তিনি শুনেছিলেন যে আমি সেখানে আছি, এবং তিনি জোরে চিৎকার করলেন, এবং আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে তার কাছে এলাম। আমি তাকে বললাম, 'দেখ, আমি এখানে, আমার ছেলে, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?'
৯. তিনি উত্তর দিলেন, "আমি তোমার কাছে এসেছি, কারণ আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছি, আর এক অস্থির দর্শনের জন্য এসেছি।"
১০. আর এখন, আমার বাবা, আমার কথা শোন। আমার ছেলে লেমকের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, যার মতো আর কেউ নেই, এবং তার স্বভাব মানুষের স্বভাবের মতো নয়, এবং তার শরীরের রঙ তুষারের চেয়ে সাদা এবং গোলাপের ফুলের চেয়ে লাল, এবং তার মাথার চুল সাদা পশমের চেয়ে সাদা, এবং তার চোখ সূর্যের রশ্মির মতো, এবং সে তার চোখ খুলে দিল এবং তারপরে পুরো ঘর আলোকিত করে দিল।
১১. তারপর তিনি ধাত্রীর হাতে উঠে মুখ খুললেন এবং স্বর্গের প্রভুর প্রশংসা করলেন।
১২. তখন তার বাবা লেমক ভয় পেয়ে আমার কাছে পালিয়ে গেলেন, আর বিশ্বাস করলেন না যে তিনি তার থেকেই জন্মগ্রহণ করেছেন, বরং তিনি স্বর্গের দূতদের মতোই আছেন; আর দেখ, আমি তোমার কাছে এসেছি যাতে তুমি আমাকে সত্য জানাতে পারো।
১৩. আমি, হনোক, উত্তর দিয়ে তাকে বললাম: 'প্রভু পৃথিবীতে একটি নতুন কাজ করবেন, এবং এটি আমি ইতিমধ্যেই একটি দর্শনে দেখেছি, এবং তোমাকে জানাচ্ছি যে আমার পিতা য়েরদের বংশধরদের মধ্যে স্বর্গের কিছু দূত প্রভুর বাক্য লঙঘন করেছিলেন।'
১৪. আর দেখ, তারা পাপ করে এবং আইন লঙঘন করে, এবং নারীদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তাদের সাথে পাপ করেছে, এবং তাদের কয়েকজনকে বিয়ে করেছে এবং তাদের দ্বারা সন্তান জন্ম দিয়েছে।
১৫. আর তারা পৃথিবীতে দৈত্যদের উৎপন্ন করবে, আত্মা অনুসারে নয়, বরং মাংস অনুসারে, এবং পৃথিবীতে এক মহা শাস্তি আসবে, এবং পৃথিবী সমস্ত অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
১৬. হ্যাঁ, সমগ্র পৃথিবীতে এক মহাবিপর্যয় আসবে, এক বছরের জন্য এক মহাপ্লাবন ও ধ্বংস আসবে।
১৭. আর তোমার এই পুত্র যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে পৃথিবীতে রেখে যাওয়া হবে, আর তার তিন সন্তানও তার সাথে রক্ষা পাবে: যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মারা যাবে, তখন সে এবং তার পুত্ররা রক্ষা পাবে।
১৮. আর এখন তোমার পুত্র লেমককে জানাও যে, যে জন্মগ্রহণ করেছে সে আসলে তার পুত্র, এবং তার নাম নোহ রাখো; কারণ তাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং সে এবং তার পুত্ররা পৃথিবীতে যে ধ্বংস আসবে তা থেকে রক্ষা পাবে, কারণ তার সময়ে পৃথিবীতে সমস্ত পাপ ও অধর্মের ফলে তা শেষ হবে।
১৯. এরপর পৃথিবীতে যা প্রথমে ঘটেছিল তার চেয়েও বেশি অন্যায় হবে; কারণ আমি পবিত্রদের গোপন রহস্য জানি; কারণ তিনি, প্রভু, আমাকে দেখিয়েছেন এবং আমাকে অবহিত করেছেন, এবং আমি সেগুলি স্বর্গীয় ফলকে পড়েছি।

অধ্যায় ১০৭

1. আর আমি সেই লেখাগুলো দেখলাম যে, বংশের পর বংশ পাপ করবে, যতক্ষণ না ধার্মিকতার এক প্রজন্ম উৎপন্ন হয়, এবং পাপ বিনষ্ট হয় এবং পৃথিবী থেকে পাপ চলে যায় এবং তার উপর সকল প্রকার মঙ্গল আসে।
2. আর এখন, আমার পুত্র, যাও এবং তোমার পুত্র লেমককে জানাও যে, এই যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, সে আসলে তার পুত্র, এবং এটা মিথ্যা নয়।
3. আর যখন মথূশেলহ তাঁর পিতা হনোকের কথা শুনলেন - কারণ তিনি তাঁকে গোপনে যা কিছু বলেছিলেন - তখন তিনি ফিরে এসে তা তাঁকে দেখালেন এবং সেই পুত্রের নাম নোহ রাখলেন; কারণ সমস্ত ধ্বংসের পরে তিনি পৃথিবীকে সান্ত্বনা দেবেন।

অধ্যায় ১০৮

১. আরেকটি বই যা হনোক তার পুত্র মথুশেলাহ এবং তার পরে যারা আসবেন এবং শেষকালে আইন পালন করবেন তাদের জন্য লিখেছিলেন।
২. তোমরা যারা ভালো কাজ করেছো, তারা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না মন্দ কাজকারীদের শেষ হয়; এবং অধর্মীদের শক্তির শেষ হয়।
৩. আর পাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই অপেক্ষা করো, কারণ জীবন পুস্তক এবং পবিত্র গ্রন্থ থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা হবে, এবং তাদের বংশ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তাদের আত্মা নিহত হবে, এবং তারা এমন এক স্থানে কাঁদবে এবং বিলাপ করবে যা একটি বিশৃঙ্খল মরুভূমি, এবং তারা আগুনে পুড়িয়ে যাবে; কারণ সেখানে কোন মাটি নেই।
৪. আর আমি সেখানে অদৃশ্য মেঘের মতো কিছু দেখতে পেলাম; কারণ মেঘের গভীরতার কারণে আমি উপরে তাকাতে পারছিলাম না, আর আমি আগুনের শিখা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে দেখলাম, এবং উজ্জ্বল পাহাড়ের মতো জিনিসগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল।
৫. আর আমি আমার সাথে থাকা পবিত্র ফেরেশতাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'এই উজ্জ্বল জিনিসটি কী? কারণ এটি কোনও স্বর্গ নয় বরং কেবল জ্বলন্ত আগুনের শিখা, এবং কান্না, কান্না, বিলাপ এবং তীব্র যন্ত্রণার শব্দ।'
৬. তিনি আমাকে বললেন: 'এই যে জায়গাটা তুমি দেখছো -- এখানে পাপী, ধর্মনিন্দক, দুষ্টতাকারী এবং নবীদের মুখ দিয়ে প্রভু যা বলেছেন, তার সবকিছুই বিকৃত করে এমন লোকদের আত্মা নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে -- এমনকি ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাও।'
৭. কারণ তাদের কিছু লেখা আছে এবং উপরে স্বর্গে খোদাই করা আছে, যাতে ফেরেশতারা সেগুলো পড়ে জানতে পারে যে পাপীদের উপর কী ঘটবে, এবং নম্রদের আত্মার উপর কী ঘটবে, এবং যারা তাদের দেহকে কষ্ট দিয়েছে এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিফল পেয়েছে; এবং যারা দুষ্ট লোকদের দ্বারা লজ্জিত হয়েছে তাদের উপর কী ঘটবে:
৮. যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং সোনা, রূপা বা জগতের কোন ভালো জিনিসই ভালোবাসে না, বরং তাদের দেহকে যন্ত্রণার জন্য সমর্পণ করে।
৯. যারা অস্তিত্ব লাভের পর থেকে পার্থিব খাবারের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেনি, বরং সবকিছুকে কেবল নিঃশ্বাসের মতোই বিবেচনা করেছিল এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করেছিল, এবং প্রভু তাদের অনেক পরীক্ষা করেছিলেন, এবং তাদের আত্মা বিশুদ্ধ পাওয়া গিয়েছিল যাতে তারা তাঁর নামকে ধন্যবাদ জানাতে পারে।
১০. আর তাদের জন্য নির্ধারিত সমস্ত আশীর্বাদ আমি পুস্তকে বর্ণনা করেছি। আর তিনি তাদের প্রতিদান তাদের দিয়েছেন, কারণ তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের চেয়ে স্বর্গকে বেশি ভালোবাসে বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং যদিও তারা দুষ্ট লোকদের পদতলে পদদলিত হয়েছে, এবং তাদের কাছ থেকে নিন্দা ও নিন্দা ভোগ করেছে এবং লজ্জিত হয়েছে, তবুও তারা আমাকে আশীর্বাদ করেছে।
১১. আর এখন আমি আলোর প্রজন্মের সৎ আত্মাদের ডাকবো, এবং যারা অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছে, যারা মাংসে তাদের বিশ্বস্ততার প্রাপ্য সম্মান পায়নি, তাদের রূপান্তরিত করবো।
১২. যারা আমার পবিত্র নামকে ভালোবাসে, আমি তাদের উজ্জ্বল আলোয় বের করে আনব, এবং প্রত্যেককে তার সম্মানের সিংহাসনে বসাব।
১৩. আর তারা অসংখ্য কালের জন্য উজ্জ্বল হবে; কারণ ধার্মিকতা হল ঈশ্বরের বিচার; কারণ তিনি বিশ্বস্তদের সরল পথের আবাসে বিশ্বস্ততা দান করবেন।
১৪. আর তারা দেখতে পাবে যারা অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের অন্ধকারে পরিচালিত করা হচ্ছে, আর ধার্মিকরা উজ্জ্বল হবে।
১৫. আর পাপীরা চিৎকার করে কাঁদবে এবং তাদের উজ্জ্বল দেখতে পাবে, এবং তারা অবশ্যই সেখানে যাবে যেখানে তাদের জন্য দিন এবং ঋতু নির্ধারিত হবে।